কারাগার

মন্মথ রায়, এম. এ.

পঞ্চাঙ্ক
পৌরাণিক নাটক

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

উদ্বোধন রজনী—২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩০।
বড়দিন।

শ্রীযুক্তেশ্বরী সরোজিনী দেবী

মাতাঠাকুরাণী

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

সেবকাধম সন্তান

মন্মথ রায়।

"যদাযদাহিধর্ম্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্যতদাত্মানংসৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায়সাধূনাং বিনাশায়চদুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥"

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থাভবিষ্যতি
তদাতদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥

লেখকের কথা।

নটসূর্য্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া তাঁহাদের জন্য একখানি নাটক লিখিয়া দিতে গত জুলাই মাসে আমাকে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী গত ১২ই আগষ্ট আমি "কারাগার" রচনায় ব্রতী হই, এবং ২৫শে আগষ্ট মধ্যে উহার প্রাথমিক গঠন শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর হস্তে সমর্পণ করি। নানাকারণে মিনার্ভা থিয়েটারে উহার অভিনয় সম্ভব হয় না। কিন্তু তথাপি এই নাটক প্রণয়ণে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নিকট হইতে যে অণুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

গত ১৭ই নভেম্বর মনোমোহন থিয়েটারের সর্ব্বাধ্যক্ষ অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ আমাকে জানান যে তিনি আমার "কারাগার" মনোমোহন থিয়েটারে অবিলম্বে অভিনয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং তাহার যথাযথ ব্যবস্থাও করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধদার এই সস্নেহ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার ছিল না, এবং তাঁহার আগ্রহে ২৫শে নভেম্বর হইতে ১৩ই ডিসেম্বর মধ্যে আমি "কারাগার"কে বর্ত্তমান রূপে সজ্জিত করি। শ্রীযুক্ত প্রবোধদার ঐকান্তিক সহানুভূতি, সম্মোহন স্নেহ, কলানিপুণ ইঙ্গিত এবং প্রাজ্ঞ উপদেশ পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়াই এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার "কারাগার" আজ অভিনয়োপযোগী হইতে পারিয়াছে। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবার ইচ্ছা নাই।

গান রচনায় আমি অক্ষম। কিন্তু, আমার এই অক্ষমতা সার্থক হইয়াছে সেই এক পুণ্য-প্রভাতে যেদিন সারা-বাঙলার কবি-দুলাল কাজী নজরুল ইসলাম আমার হাত দু'খানি পরম স্নেহে ধরিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়া গান লেখাইয়া না লইলে আমার অভিমানের কারণ হইবে।" যে আন্তরিক স্নেহে তিনি আমার "মহুয়ার" কণ্ঠে গান দিয়াছিলেন, এবারও আমার "কারাগারে"র জন্য তেমনি আন্তরিক স্নেহে তিনি গান রচনা করিয়াছেন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তিনি "কারাগারে"র জন্য শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরমোল্লাসে উহাতে স্বয়ং স্বরযোজনা করিয়াছেন। আমার আরো সৌভাগ্য বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ-সঙ্গীতকার দরদী-কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ও আমার প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহে এবং মমতায় "কারাগারে"র জন্য কয়েকটি গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মহা সৌভাগ্যে, আজ আমার শুধু এই প্রার্থনাই মনে জাগিতেছে, জন্মে জন্মে যেন গীত রচনার এই অক্ষমতা নিয়াই জন্ম গ্রহণ করি, এবং জন্মে জন্মে যেন সে অক্ষমতা এমনি ভাবেই সার্থক হয়।

ধরিত্রীর গান গুলি শ্রীযুক্ত নজরুল ইস্‌লাম রচনা করিয়াছেন, এবং বাকী গান গুলি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনা। গান গুলিতে সুর যোজনাও তাঁহারাই করিয়াছেন।

মুগ্ধ চিত্তে আর একজনের কথা স্মরণ করি। তিনি বাঙ্‌লার নাট্য জগতের কলালক্ষ্মী-কল্পা শ্রীযুক্তা নীহার বালা। মাতার মমতায়, ভগিনীর স্নেহে আমার এই নাটক রচনায় তিনি আমাকে উৎসাহিত ও সঞ্জীবীত রাখিয়াছিলেন। নাটকের নৃত্য পরিকল্পনা তাঁহার, এবং

সে পরিকল্পনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারাই আমার হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন, আমি বিশ্বাস করি।

এই নাটক রচনায় আরো অনেকের নিকট হইতেই সাহায্য পাইয়াছি. সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে শিশু-সাহিত্যিক শিল্পী-কবি আত্মীয় প্রতিম শ্রীযুক্ত অখিল-নিয়োগী. সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, সুপণ্ডিত ডাঃ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায়, এম-বি, এবং ভোটরঙ্গ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণেন্দু ভৌমিক মহাশয়গণের নাম উল্লেখ না করিলে আমি তৃপ্ত হইতে পারি না।

নাটকের প্রযোজনা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত প্রবোধ-দার প্রশস্তি উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব, কারণ এ বিষয়ে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। সাজসজ্জা এবং রূপ পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াই তৃপ্ত হইব, তাঁহাদের সম্যক পরিচয় দিবার শক্তি আমার নাই। তাঁহারা শ্রীযুক্ত চারু রায় এবং শ্রীযুক্ত যামিনী রায়। ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের স্নেহের ঋণ শোধ করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই।

আজ আবার তাঁহার কথাই বারে বারে স্মরণ হইতেছে, যাঁহাকে এই নাটক দেখাইতে পারিলে ধন্য হইতাম, তৃপ্ত হইতাম, সার্থক হইতাম, তিনি আমার স্বর্গগত পিতৃদেব। শুধু এই প্রশ্নটিই বারে বারে মনে হয় দেবতার কি চোখ নাই? তিনি কি এই মরুভূমির পানে একটিবারও তাকান না?

"বরদা-ভবন"
বালুরঘাট।
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩০।

মন্মথ রায়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পরিচয়

উগ্রসেন	...	ভোজবংশাবতংস মথুরাধিপতি।
কংস	...	ঐ পুত্র।
বসুদেব	.	যদুকুল-শ্রেষ্ঠ।
কীর্ত্তিমান	...	ঐ জ্যেষ্ঠ-পুত্র।
বিদূরথ	...	কংস সেনাপতি। (যাদব)।
কঙ্কণ	...	ঐ পুত্র।
রঞ্জন	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
নরক	...	কংসের মন্ত্রী।
দেবকী	...	বসুদেব-পত্নী।
কঙ্কা	...	করঙ্ক-বাহিনী।
চন্দনা	...	যাদব-তরুণী।
অঞ্জনা	...	বিদূরথ-পত্নী।

নর্ত্তকীগণ, মদিরা, যাদবগণ, সৈন্যগণ, পূজারী, পূজারিণী ও প্রহরীগণ।

প্রস্তাবনা

ধরিত্রী—

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা, কাঁদে ভয়ার্ত্ত নরনারী॥

ঐ বাজে তব আরতি-বোধন,

কোটী অসহায় কণ্ঠে রোদন।

ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ,

বেদনা-বিহারী এস নারায়ণ,

রুদ্ধ-কারার অন্ধ-প্রাকার-বন্ধন অপসারি॥

প্রথম অঙ্ক

—এক—

[মথুরানগরী।
নারায়ণ মন্দির।
বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণী।
সম্মুখে প্রাঙ্গণ।]

* * *

[প্রভাত।
একদল ভয়ার্ত্ত যাদব। চোখে মুখে আতঙ্ক। কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে;···আশ্রয়-প্রার্থী। রুদ্ধ মন্দির-দ্বারে ব্যাকুল করাঘাত]

যাদবগণ ॥ [সমস্বরে]
বসুদেব!
বসুদেব!
খোল দ্বার—
দ্বার খোল—
[দুয়ার খুলিয়া গেল।
——বসুদেব।
শালগ্রামশিলার পূজাবেদী দেখা গেল]

যাদবগণ ॥ বসুদেব, রক্ষা কর—

বসুদেব। [তাহাদিগকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া]
তোমরা—···

যাববগণ ॥—যাদব।

১ম যাদব ॥ তোমার স্বজাতি, তোমার স্বগোষ্ঠী।

বসুদেব ॥ কি হয়েছে—?

১ম যাদব ॥ অত্যাচার—

২য় যাদব ॥ অত্যাচার—

যাদবগণ ॥ নিদারুণ অত্যাচার।

বসুদেব ॥ কে অত্যাচার করল ?

যাদবগণ ॥ কংস।

বসুদেব ॥ কি অত্যাচার ?

১ম যাদব ॥ কি অত্যাচার নয়? সে ঘোষণা করিয়েছে, রাজ্যের যত পূজা সব রাজার প্রাপ্য, দেবতার নয়। রাজ্যে রাজার পূজা ভিন্ন দেবতার পূজা নিষেধ।

বসুদেব ॥ তোমরা তা মেনে নিয়েছ।···এ মন্দিরের নারায়ণ পূজায় বহুদিন তোমরা যোগদান কর না···

১ম যাদব ॥ ···হাঁ, করি না, প্রাণভয়েই করি না, কিন্তু ঘরে ঘরে গোপনে আমরা নারায়ণ পূজা করতাম.—কিন্তু সে কথাও···

বসুদেব ॥—কংস জেনেছে, তোমাদেরই কারো মুখে। তোমরাই আজ কংসের সৈন্য, তোমরাই তার গুপ্তচর, অনুচর, সহায় সম্পদ !

১ম যাদব ॥—অস্বীকার করবার উপায় নাই।···কিন্তু এত করেও

তো প্রভুর মন পেলাম না। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বসুদেব ॥—যেহেতু অত্যাচার সইবার ক্ষমতাও তোমাদের বেড়ে চলেছে।

১ম যাদব ॥ আমাদের ঘরে ঘরে তাঁর সশস্ত্র সৈন্য প্রহরী হল। …তারাও যাদব। যাদব হয়েও তারা যদুকুলের আরাধ্য দেবতা নারায়ণ বিগ্রহ ধ্বংস করল! যে বাধা দিতে গেল, সে প্রাণ হারাল। যে বাধা দিল না, সে বেঁচে গেল। আরো অপমান আরো উৎপীড়ন—আরো অত্যাচার কপালে লেখা রয়েছে, তাই আমরা মর্ত্তে পারলাম না—

বসুদেব ॥ যে অত্যাচার সহ্য করে, মৃত্যু তাকে ঘৃণা করে।…মৃত্যু তাকে পদাঘাত করে পরশ দেয়…মৃত্যু যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু আলিঙ্গন দিয়ে মুক্তি দেয় না…শান্তি দেয় না—।

১ম যাদব ॥ …সে কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্ছি। উৎপীড়ন সহ্য করে প্রাণ বাঁচিয়েই চলেছি, কিন্তু…এতটুকু শান্তি পাচ্ছি না। আমাদেরই একটি মেয়ে, নাম চন্দনা—

বসুদেব ॥ হাঁ, চন্দনা…। সে এই মন্দিরে এসে প্রত্যহ পূজা দেয়, সন্ধ্যায় আরতি করে, প্রভাতে প্রভাতী গায়। কাল সন্ধ্যায়—

১ম যাদব ॥—সে এসেছিল, কিন্তু আজ আর আসবে না। কাল রাত্রে দুর্ব্বৃত্তরা তাকে আমাদেরি চোখের সামনে বলপূর্ব্বক হরণ করে নিয়ে গেল—

বসুদেব ॥ আ—হা—হা…পিতৃমাতৃহীনা সেই অনাথাকে ধরে নিয়ে গেল…তোমরা কেউ বাধা দিলে না?

১ম যাদব ॥ বাধা দেব মনে করে অসিতে হাত দিতে যাচ্ছিলাম··· অমনি তারা রুখে এসে বল্‌ল—"অসি দাও, অস্ত্রধারণে তোমাদের কোন অধিকার নেই, বিশেষ আমাদের বিরুদ্ধে— !"

বসুদেব ॥ এত বড় সত্য কথা জগতে আর কেউ কোনদিন বলেছে কিনা সন্দেহ। তোমরা অস্ত্রত্যাগ করলে ?

১ম যাদব ॥ [সোৎসাহে] না।

বসুদেব ॥ তবে কি যুদ্ধ হল ?

১ম যাদব ॥ না—

বসুদেব ॥ তবে ?

১ম যাদব ॥ আমরা "দিচ্ছি" বলে ঘরে এসে···খিড়কির দুয়ার দিয়ে পালিয়ে এলাম।—[সকলে সগর্ব্বে বস্ত্রাবরণতল হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দেখাইল] এই আমাদের অস্ত্র—

বসুদেব ॥ চমৎকার !···আর তবে ভয় নাই···খাপের ভেতর ভরে রাখ...বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওদের অসুখ হতে পারে। কিন্তু তোমাদের স্ত্রীপুত্র ?

১ম যাদব ॥ - সেই কথা ভেবেই আমরা আপনার কাছে ছুটে এসেছি।···আমরা নির্যাতিত উৎপীড়িত নিঃসহায় যাদব। আপনার পিতা মহামতি শূরসেনের হাত হতে যেদিন দুরাত্মা উগ্রসেন রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে মথুরায় ভোজবংশের আধিপত্য স্থাপন করল, সেই দিন হতেই যদুকুলের এই দুর্দশা। মহামতি শূরসেন আজ নেই, আছেন আপনি···। আপনি আপনার স্বজাতি···স্বগোষ্ঠী রক্ষা করুন—

বসুদেব ॥ এখন এ ক্রন্দন বৃথা ! যেদিন উগ্রসেন পিতার হাত হতে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে এসেছিল সেদিন তোমরা কথাটি কওনি,

বরং ঘরভেদী বিভীষণের মতো তোমরাই হয়েছিলে তার সহায়,
তার সৈন্য! ভেবেছিলে প্রতিদানে পাবে প্রচুর পুরস্কার···
কিন্তু কি পেয়েছ আজ বুঝছ—! শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা নয়—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

নিজ হাতে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছ, তার ফলভোগ তুমি না কর··· তোমার পুত্র, তোমার পৌত্র, প্রপৌত্র···বংশানুক্রমে কর্ব্বে···। যদি বল উপায় কি? উপায়—প্রায়শ্চিত্ত···এক জীবনেও তা শেষ হবে না ···এ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে জন্মে জন্মে!

[বাহিরে জয়ধ্বনি :—

সম্রাট জয়তু!

সম্রাট জয়তু!

সম্রাট জয়তু!]

যাদবগণ ॥ বসুদেব -- বসুদেব—

[সভয়ে সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল]

*　　*　　*

[সানুচর উগ্রসেনের প্রবেশ।]

উগ্রসেন ॥—বসুদেব!

বসুদেব ॥—আজ্ঞা করুন···

উগ্রসেন ॥ আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে এসেছি···

বসুদেব ॥ পরিহাস কেন রাজা?

উগ্রসেন ॥ না বসুদেব, পরিহাস নয়। তোমার পিতার হাত হতে যেদিন রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে, মথুরায় যাদবরাজত্বের অবসান

করি, সেদিন মনে আশা ছিল, সুশাসনে যাদবদের মন হতে তাদের পরাজয়ের গ্লানি মুছে দেব। আশা ছিল—বিজয়ী ভোজবংশ এবং বিজিত যদুবংশ আমার সুশাসনে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে কালাতিপাত করবে। আমার সে আশা সমূলে নির্ম্মূল করেছে আমারি কুলাঙ্গার পুত্র কংস···, তারি চক্রান্তে, ইঙ্গিতে, আদেশে, ভোজবংশ, বিজয়ীর গর্ব্ব নিয়ে বিজিত যদুবংশের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে, আমি বহু চেষ্টা করেও তা নিবারণ কর্ত্তে সমর্থ হইনি।—

বসুদেব ॥ আমরা তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি এবং করছি।

উগ্রসেন ॥ অথচ এই অত্যাচার···এই অনাচার আমারি নামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে···উৎপীড়িত নরনারী আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে··· অথচ—অথচ—আমি এর জন্যে এতটুকু দায়ী নই!

বসুদেব ॥ তথাপি আপনি রাজা,—প্রজার ওপর অপরের অত্যাচারের জন্যও রাজাই দায়ী—

উগ্রসেন ॥ ধিক এরূপ রাজত্বে। বসুদেব, এই নাও রাজদণ্ড···এই নাও রাজমুকুট। অত্যাচারীকে দমন কর···রাজ্যের ক্রন্দন নিবারণ কর···আমার বিবেক তুষানলে দগ্ধ হচ্ছে···তোমার রাজত্ব তুমি গ্রহণ কর···আমাকে মুক্তি দাও···আমাকে রক্ষা কর—

বসুদেব ॥ এ দান গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি জানি, দান গ্রহণে কখনো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমরা রাজ্যচ্যুত···অত্যাচারিত···উৎপীড়িত; কিন্তু···ভিক্ষুক নই। আমাদের কোন আবেদন নাই—নিবেদন নাই। আমরা শক্তি সাধনা করছি···সেই শক্তি···যা এই অত্যাচার-উৎপীড়ন দমন কর্ত্তে

পারে·· যা আমাদের হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার কর্ত্তে পারে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ঐ রাজদণ্ড ঐ রাজমুকুট অর্জ্জন করব···ভিক্ষা করে নয়, দান গ্রহণেও নয়—!

উগ্রসেন॥ কিন্তু বসুদেব···এ রাজদণ্ড এ রাজমুকুট আর আমি বহন কর্ত্তে পারি না···এরা যেন তপ্ত লৌহশলকা, আমায় নিয়ত দগ্ধ কচ্ছে···গ্রহণ কর বসুদেব, গ্রহণ কর—[দানোদ্যত—]

[ইতিমধ্যে কংসানুচর বিদূরথ এবং নরক প্রবেশ করিয়াছিলেন।]

নরক॥ ভৃত্যরা যখন উপস্থিত রয়েছে, তখন ও বোঝা দুটি অপরের স্কন্ধে কেন নিক্ষেপ করছেন···? বিদূরথ···ভার বহন কর।··· শুনুন মহারাজ, আপনার ঔষধ সেবনের সময় অতিবাহিত হয়···যুবরাজ মহা চিন্তিত হয়ে রাজবৈদ্য সঙ্গে করে প্রাসাদে আপনারই অপেক্ষায় বসে আছেন।

[বিদূরথ রাজদণ্ড ও রাজমুকুট গ্রহণ করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

উগ্রসেন॥ [বিষম ব্যাকুলতায়] গ্রহণ কর বসুদেব, গ্রহণ কর—

নরক॥ মহারাজের ভয়ানক মাথা ধরেছে।···বিদূরথ, মহারাজ রাজ-মুকুটটি পর্য্যন্ত মাথায় রাখ্‌তে পাচ্ছে'ন না···তুমি হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি? এমনি করেই কি রাজসেবা কর্বে?

উগ্রসেন॥ বসুদেব—বসুদেব—

[বিদূরথ রাজদণ্ড ও রাজমুকুট একরূপ কাড়িয়া লইতেই উদ্যত হইল—]

নরক॥ শিরঃপীড়া তো নয়, শিরঃশূল। ভয় নেই মহারাজ, রাজবৈদ্যকে দিয়ে উত্তম মধ্যম···মধ্যম নারায়ণ ব্যবস্থা করলেই—

উগ্রসেন॥ দুর্ব্বৃত্ত পুত্র আমার রাজ্যসম্পদ কেড়ে নিচ্ছে…রক্ষা কর বসুদেব, রক্ষা কর—

নরক॥ শিরঃপীড়া থেকে শিরঃশূল…শিরঃশূল থেকে বিকার…বিকার!

বসুদেব॥ দিন্… [উগ্রসেনের হাত হইতে রাজদণ্ড ও রাজমুকুট লইলেন।] নাও— [বিদূরথের হাতে দিলেন।] যাও— …গিয়ে সেই সয়তানকে বল, যদুকুলের এই হৃত রাজমুকুট… এই হৃত রাজদণ্ড…এই হৃত মথুরারাজ্য যদুসন্তান…দান গ্রহণে নয়, স্বকীয় সাধনায় পুনরুদ্ধার করবে… [নরক এবং বিদূরথ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল।]

উগ্রসেন॥ [উহা লক্ষ্য করিয়া] ধর্—ধর্—ওরে ওদের ধর্—,

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান]

বসুদেব॥ [সমাগত যাদবগণ ও রাজানুচরগণের প্রতি] …ঐ উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত হতভাগ্য বৃদ্ধরাজাকে ফিরিয়ে আন…নইলে সেই দুর্ব্বৃত্ত ওকে বধ করতেও কুণ্ঠিত হবে না— [তাহারা উপদেশ পালন করিল] ভগবান—! নারায়ণ—! একটিবার চোখ মেল …চেয়ে দেখ এ জগৎ হ'তে বেদ অন্তর্হিত, দর্শন অদৃশ্য, উপনিষদ লুপ্ত…! সংসারে আজ আচার নাই, আছে শুধু অত্যাচার, প্রীতি নাই, আছে শুধু দ্বেষ, প্রেম নাই, আছে শুধু হিংসা! ধরণী রক্তাক্ত! ধর্ম্ম লুপ্ত!…ভগবান! নারায়ণ!… এখনো কি তুমি ঘুমিয়েই রইবে? এখনো কি তুমি জাগবে না—? জাগবে না?

[মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্থান]

…[ক্ষণপর বিদূরথ-পুত্র কঙ্কণের প্রবেশ। তাহার শিরে

সেনানায়কের শিরস্ত্রাণ এবং হাতে একটি পুষ্পডালা। সে আসিয়া চারিদিকে কাহাকে খুঁজিল। তাহাকে না পাইয়া প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে রক্ষিত একটি শিলাবেদীর উপর বসিয়া পুষ্পডালা হইতে পুষ্প প্রভৃতি নামাইয়া রাখিল। তৎপরে পরিচ্ছদান্তরাল হইতে একটি চন্দন-পাত্র বাহির করিয়া একটি জলপদ্ম-পাতায় চন্দনাক্ষরে কি লিখিল। লিখিয়া তাহা উঁচু করিয়া ধরিয়া পড়িল। তৎপর তাহা ডালাতে রাখিয়া তদুপরি রাখিল একটি পুষ্পমাল্য। তাহার পর ফুলে ফুলে পুষ্পডালা ভরিয়া ফেলিল। পুষ্পডালাটি বেদীর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই বাহির হইতে ভাসিয়া আসিল মন্দিরের করঙ্কবাহিনী কঙ্কার গীত লহরী। সে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল।···

ধূপ দীপ নৈবেদ্য, ফুল ফল, আম্রমুকুল, নবপল্লব, পদ্মপাতা, মৃণালমালা নবীনধানের নবমঞ্জরী প্রভৃতি নানাবিধ পুজোপকরণ লইয়া মন্দিরের পূজারী পূজারিণীগণ নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে আসিল। কঙ্কা তাহাদের মধ্যমণি।···

কঙ্কণের এই উৎসব এতই ভালো লাগিল যে সে তাহার শিরস্ত্রাণ একরূপ জোর করিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া সেই উৎসবে আর দশজনের মতো যোগদান না করিয়া পারিল না। অন্য সকলের নিকট এই যুবক অজ্ঞাত হইলেও কঙ্কার নিকট সে সুপরিচিত ছিল।—]

জয় জয় জয় ভগবান !

পাথরের মত বুকে, ঝরণার ধারা মত
আনো নব-জীবনের গান।
আঁধারের-ছেলে মোরা খুঁজে মরি শিশু-ঊষা,
শ্যামলী ধরণী ভ'রে চাই অরুণের ভূষা,
মুছে স্বপনের-স্মৃতি, চাই তপনের-গীতি,
চাই চির-আলোকিত প্রাণ।

পাথরের ঘুম ভেঙে জাগো তুমি শিলাময় !
পৃথিবীর খেলাঘরে জাগো, জাগো লীলাময় !
জাগো চোখে, জাগো বুকে, জাগো সব সুখে-দুখে,
অমৃতের বাণী দাও মৃতদের মুখে মুখে,
ঘুমভরা জাগরণে এস মহা-জাগ্রত !
অরূপ-রতন কর দান ।

[গাহিতে গাহিতে মন্দিরের প্রতি সোপানের দুই পার্শ্বে এক একজন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নারায়ণোদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া প্রণাম করিল। কঙ্কণ স্বপ্নাবিষ্টের মত মধ্য সোপান বাহিয়া একেবারে মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলে যখন সমস্বরে—

ভগবন্ জাগৃহি !
ভগবন্ জাগৃহি !
ভগবন্ জাগৃহি ।

ধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন তাহার চমক ভাঙিল। সে একবার নীচে নামিল, আবার উপরে উঠিল. আবার তখনি আত্মস্থ হইয়া ছুটিয়া গেল তাহার শিরস্ত্রাণ পরিতে···গিয়া দেখে, কঙ্কা তাহা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে !—]

কঙ্কণ ॥ আমার শিরস্ত্রাণ কঙ্কা— ?

কঙ্কা ॥ আমার পুষ্পডালা ?

কঙ্কণ ॥ এনেছি, তোমার পুষ্পডালা ফুলে ফুলে ভরে এনেছি কঙ্কা—, এই নাও—

কঙ্কা ॥ আগে কৈফিয়ৎ চাই। তুমি গত রাত্রে মন্দিরে এসে আরতির অবসরে আমার পুষ্পডালা নিয়ে পালিয়েছিলে। কেন ?

কঙ্কণ ॥ তোমার সেই শূন্যডালাটি আমার মালঞ্চের ফুলে ভরে দেব বলে। এই সামান্য অধিকারটুকুও কি আমার নেই? মনে করে দেখ তোমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা ছিল, তুমি আমার বধূ হও। আমার নাম "কঙ্কণ", তাই তিনি তোমারও নাম রেখেছিলেন "কঙ্কা"।

কঙ্কা ॥ সুখের বিষয় তিনি সে বিবাহ দেন নি। দুঃখের বিষয় আজ তিনি বেঁচে নাই,...থাকলে, তিনি আমার এই কলঙ্কিত নাম পরিবর্ত্তন কর্ত্তেন—

কঙ্কণ ॥ আমি জানি, আমার প্রতি তোমার ঘৃণা—

কঙ্কা ॥ সে ঘৃণা কি অকারণ? তুমি আমাদেরই স্বজাতি, স্বগোষ্ঠী, পুণ্য যদুবংশে তোমার জন্ম।...কিন্তু—

কঙ্কণ ॥ —কিন্তু—?

কঙ্কা ॥ ভোজবংশের দাসত্ব বরণ করে তুমি এবং তোমার পিতা এই যদুবংশের উপরই অমানুষিক অত্যাচার কর্ত্তে কুণ্ঠিত হও নি। মনুষ্যত্ব হারিয়েছ, ধর্ম্মও হারিয়েছ—। আজ তোমার সাধ্য নেই—তুমি আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশিয়ে শুধু এইটুকু বল—

ভগবন্ জাগৃহি!

কঙ্কণ ॥ ভগবানের আবাহন আমার প্রভুর নিষেধ। আমার প্রভুর দেবতা ভগবান নন, সয়তান।

অন্যান্য সকলে। কে তোমার প্রভু?

কঙ্কণ ॥ মহামহিম কংস!

কঙ্কা ॥ ধিক্ সেই ক'টি স্বর্ণমুদ্রা যা মানুষের মনুষ্যত্ব ক্রয় করে। শত

ধিক্ তাকে, যে ঐ স্বর্ণমুদ্রার লোভে তার আত্মা···তার ধর্ম্ম ··তার বিবেক বিক্রয় করে!

কঙ্কণ॥ [দীর্ঘশ্বাসে] পিতাপুত্রে যেদিন ভোজবংশের দাসত্বগ্রহণ করেছি, পিতা বলেন সেইদিনই জাতি ধর্ম্ম বিবেক সব জলাঞ্জলি দিয়েছি—

অন্যান্য সকলে। কে তোমার পিতা?

কঙ্কা॥ দানবদাস যাদবসেনাপতি বিদূরথ!

সকলে।—কুলাঙ্গার!

কঙ্কা॥ আমার ঘৃণা কি অকারণ কঙ্কণ?···যাক্, দাও আমার পুষ্প-ডালা—

কঙ্কণ॥ [ছুটিয়া গিয়া পুষ্পডালা আনিয়া অস্বাভাবিক আগ্রহে] নাও—নাও—! দুঃসহ ব্যঙ্গ, অসহনীয় উপহাস সইতে হবে জেনেও আমি ছুটে এসেছি তোমাকে এই পুষ্পডালা—তোমারি মন্দিরের এই পুণ্যপ্রাঙ্গণে প্রত্যর্পণ করতে—[নতজানু হইয়া] নাও দেবী, নাও···

কঙ্কা॥ [হাসিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া] তোমার এই চৌর্য্যবৃত্তিতে নূতনত্ব আছে কঙ্কণ।···

কঙ্কণ॥—হাঁ, এরি মধ্যে নিহিত রয়েছে আমার অন্তরের কামনা, ওরি মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার কামনা পূরণের শেষ সাধনা···। ঐ পুষ্পডালায় লেখা আছে আমার ললাটলিপি। সেই ললাট-লেখা তুমি পাঠ কর্ব্বে, সেই আশায় আমি এই মন্দিরে লাঞ্ছিত হয়েও পড়ে থাকব, পদাহত হলেও পড়ে থাকব।··· তুমি আমার শিরস্ত্রাণ দাও—

কঙ্কা ॥ শিরস্ত্রাণ?

কঙ্কণ ॥ হাঁ, শিরস্ত্রাণ…। শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করে আমি আমার পদ-মর্য্যাদার অবমাননা করেছি—

কঙ্কা ॥ বটে! যদি এ শিরস্ত্রাণ আর না দি—?

কঙ্কণ। আমি পদচ্যুত হব।

কঙ্কা ॥ পদচ্যুত হবে?

কঙ্কণ ॥ পদচ্যুত হব।

কঙ্কা ॥ একথা জেনেও তবে শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করেছিলে কেন?

কঙ্কণ ॥ রক্তের ডাক! রক্তের ডাক! বহুকাল পর যখন জাতীয় উৎসব দেখলাম, আত্মবিস্মৃত হলাম। শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করে, আমাদের ঐ আর সবার মতো কখন যে উৎসবে মত্ত হয়েছি, নিজেই জানি নি—

কঙ্কা ॥ পাপ! মহাপাপ হয়েছে! তা যখন পাপ করেইছ, তখন তার দণ্ড নিয়ে যাও। তোমার এই ফুলগুলি ঐ আর সব পাপীদের বিলিয়ে দি…উৎসবের এই যন্ত্রণাটুকু সহ্য করলে তবে শিরস্ত্রাণ পাবে—

কঙ্কণ ॥ তাই হোক্—তাই হোক্—আমিও তাই চাই কঙ্কা!

কঙ্কা ॥ [বামহস্তে কঙ্কণের শিরস্ত্রাণ লইল এবং দক্ষিণ হস্তে পুষ্পডালা হইতে এক একটি ফুল লইয়া তাহা সোপানাবস্থিত সকলকে একে একে বিতরণ করিয়া চলিল—সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল—

ফুল-বাড়ীতে ফুট্‌ল যে ফুল, খায় মধু তার ফুলটুকি,
ভোমর-বঁধু পালিয়ে গেছে, মধুহারার মুখ শুঁকি!

সেই ফুলে আজ ভরলে ডালা
কেমন ক'রে গাঁথব মালা,
চোখের জলেই ভিজিয়ে তারে করবে মধুর বন্ধু কি ?
বুক-শুকানো ফুলের বাটায়
ছেয়ে দিলেম চোরা-কাঁটায়,
ধরায়-সে ফুল ছড়িয়ে দিতে হয়না আমার মন দুখী।

যখন মন্দিরের দুয়ারে গিয়া উঠিল, তখন গান শেষ হইল, ফুলও শেষ হইল, রহিল শুধু একটি মালা—]

কঙ্কা। ফুল শেষ, গান শেষ, এখন অবশিষ্ট এই মালা, এ মালা নেবে কে ?

কঙ্কণ॥ [বিষম আগ্রহে] ঐ মালার তলে রয়েছে পদ্মপত্র, তাতে চন্দন-লেখা ; সেই চন্দন-লেখা তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবে। পাঠ কর সেই চন্দন-লেখা···

কঙ্কা॥ তাই ত'! কি যেন লেখা! তুমি লিখেছ ?

কঙ্কণ॥ ঐ চন্দন-লেখা আমার ভাগ্য-লেখা। তুমি পাঠ কর···তুমি পাঠ কর—

কঙ্কা॥ [পাঠ করিল] "ধর্ম্ম সাক্ষী, আমার স্বামী—[শেষ কথাটি আর পাঠ করিল না—]

কঙ্কণ॥···থেমোনা···থেমোনা···আর আছে মাত্র একটি কথা, পাঠ কর—

সকলে॥ ধর্ম্ম সাক্ষী, তোমার স্বামী ?

কঙ্কা॥ [পাঠ—] "—কঙ্কণ।"

কঙ্কণ॥ [সয়তানের মতো হাসিয়া উঠিল] হাঃ হাঃ হাঃ—

কঙ্কা ॥ [অবাক হইয়া] সে কি ?

কঙ্কণ ॥ তোমার নারায়ণের এই পুণ্য-পূত মন্দিরে, ধর্ম্ম সাক্ষী করে তুমি উচ্চারণ করেছ—আমি তোমার স্বামী !

কঙ্কা ॥ [একবার কঙ্কণের দিকে তীব্র কটাক্ষে তাকাইল। কিন্তু তখনি সপ্রতিভ হইয়া পার্শ্বস্থ দেবদাসীর হস্তে রক্ষিত প্রদীপের অগ্নিশিখায় কঙ্কণের শিরস্ত্রাণ ধরিল—] ধর্ম্ম সাক্ষী, নারায়ণ সাক্ষী …সবার ওপর প্রত্যক্ষ এই অগ্নিদেব সাক্ষী, আমার স্বামী পদচ্যুত…দাসত্ব মুক্ত—ঐ কঙ্কণ—[শিরস্ত্রাণ ভস্মীভূত হইয়া গেল !]

কঙ্কণ ॥ [পরমোল্লাসে] মুক্ত আমি ! মুক্ত আমি ! আমার সয়তান প্রভু…আমার সয়তান মন, আমার দাসত্ববন্ধন…ধর্ম্ম সাক্ষী… নারায়ণ সাক্ষী…ঐ কল্যাণী অগ্নিশিখায় আজ ভস্ম হোল। [ছুটিয়া কঙ্কার কাছে যাইতে যাইতে] ভগবন্ জাগৃহি—ভগবন্ জাগৃহি—[কঙ্কার সম্মুখে গিয়া] এইবার দাও তোমার মালা [কঙ্কা কঙ্কণের গলায় মালা দিল। দেবদাসীগণ হুলুধ্বনি করিল। মন্দিরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। বসুদেব ও দেবকী মন্দির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

বসুদেব ॥ ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরে এলো। তোমাদের এই নবজীবনে …আশীর্ব্বাদ করি—

"গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষ বিনাশায় পুনরাগমনায় চ।"

[মন্দিরাভ্যন্তরে সকলের প্রস্থান। সর্ব্বশেষে ছিলেন দেবকী ও বসুদেব। এমন সময় বিদূরথের প্রবেশ]

বিদূরথ ॥—বসুদেব—

[বসুদেব ও দেবকী দাঁড়াইলেন।]

বিদূরথ ॥ রাজাজ্ঞা অবহিত হও—

বসুদেব ॥ কার আজ্ঞা ?

বিদূরথ ॥ ভোজ-সম্রাট মহামহিম কংসের আজ্ঞা—

দেবকী ॥ সে কি ? পিতৃব্য উগ্রসেন এখনো জীবিত—

বিদূরথ ॥ হাঁ, জীবিত, কিন্তু সিংহাসনচ্যুত। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহামহিম কংস এই সদ্য রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

দেবকী ॥ কিন্তু কোন অধিকারে ?

বসুদেব ॥ সে আলোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজন দেবকী। বিদূরথ, তোমার রাজাজ্ঞা ঘোষণা কর—

বিদূরথ ॥ আজ হতে এ মন্দিরে নারায়ণ পূজা নিষেধ। এ রাজ্যে পূজা পাবার অধিকার একমাত্র রাজার। এখন হতে প্রতি প্রজাকে ঘরে ঘরে কংস মহারাজার মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি রক্ষা কর্ত্তে হবে, এবং নিয়মিত ভাবে প্রতি প্রভাতে এবং প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ দীপ আরতি সহকারে পূজা কর্ত্তে হবে।

দেবকী ও বসুদেব ॥ [এক সঙ্গে] বটে !

বিদূরথ ॥ হাঁ—, এবং আজই এই বিধান এই মন্দিরে অবিলম্বে প্রতিপালিত হয় আমি তার ব্যবস্থা কর্ব···আমার প্রতি এইরূপ আদেশ।

বসুদেব ॥ আমার দেবতা নারায়ণ। আমি অন্য দেবতা মানি না।

বিদূরথ ॥ রাজা প্রত্যক্ষ দেবতা।

বসুদেব ॥ তর্ক নিষ্প্রয়োজন।

বিদুরথ ॥ বসুদেব, আমিও যাদব, বন্ধু ভাবেই বলছি। আমাদের জাতীয় দেবতা মূক···, চোখে মূর্ত্তিমাত্র। তাকে কেউ দেখেনি। তার পূজায় লাভ কি? বরং—

বসুদেব ॥ দূর হও যাদবাধম—

বিদুরথ ॥ বটে? এতকাল তোমাকে শাসন করা হয়নি বলে···স্পর্দ্ধা হয়েছে তোমার গগনস্পর্শী! জানো, যে তোমাকে এতকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, সেই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ উগ্রসেনই আজ লৌহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত? জানো, আমার ওপর আদেশ আছে তোমার চোখের ওপর তোমার ঐ শালগ্রাম শিলা ধ্বংস করে ওখানে আমার মহিমময় প্রভুর রাজ-প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে? এবং আমি তা কর্ব্ব—এখনি—এই মুহূর্ত্তে—!

বসুদেব ॥ সাধ্য থাকে, কর—

বিদুরথ ॥—বুঝেছি। তুমি বাধা দিতে বদ্ধ পরিকর। তোমার এই মন্দিরে আমি এখনি জয়ধ্বনি হতে শুনেছি। বুঝেছি, তুমি আজ জনবল ও অস্ত্র বলে বলী। উত্তম, আমিও উপযুক্ত ভাবে সজ্জিত এবং প্রস্তুত হয়ে আসি।— [প্রস্থান।]

[মন্দিরাভ্যন্তর হইতে পূজার্থী যুবকগণ সশস্ত্র হইয়া উপস্থিত।]

১ম পূজার্থী ॥ ওরা পশুবলে আমাদের আক্রমণ কর্ব্বে। ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমরা প্রাণ দেব, কিন্তু ওদের শির নিয়ে তবে শির দেব—

বসুদেব ॥ বলে, আমার দেবতা মৌন···মূক···শুধু একখণ্ড শিলাস্তূপ!··· জাগো ভগবান্·· তুমি আজ জাগো!

সকলে ॥ ভগবন্ জাগৃহি !

ভগবন্ জাগৃহি !

ভগবন্ জাগৃহি !

দেবকী ॥ আমি মা।…নিদ্রিত সন্তানকে জাগ্রত কর্ত্তে মা যেমন জানে, আর কেউ জানে না। * * * *

* * * * * *

* * * * …যাদবগণ, আমার আদেশ প্রতিপালন কর।…ঐ শালগ্রামশিলা-পদতলে সকলে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ কর…[সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আদেশ পালন করিল।] এইবার নতজানু হয়ে সকলে ঐ ঘুমন্ত দেবতার উদ্দেশে নিবেদন কর…হে দেবতা, আমাদের অস্ত্র আজ তোমার হাতে। আমরা নিরস্ত্র…সশস্ত্র সয়তান নিরস্ত্র আমাদের ওপর অত্যাচার কর্চ্ছে…এইবার তুমি রুদ্ররূপে জেগে ওঠ—[তথাকরণ।]

* * * *

[সসৈন্য বিদূরথের প্রবেশ।]

বিদূরথ ॥—এইবার…, একি ! তোমরা এখনো প্রস্তুত নও ! ধর অস্ত্র। যুদ্ধ কর। মূর্খ যাদব…ঐ শিলাখণ্ডের জন্য এইবার প্রাণ দাও—

বসুদেব ॥ [সম্মুখে আসিয়া প্রসারিত বক্ষে দাঁড়াইয়া] আমরা অস্ত্র ত্যাগ করেছি। বধ কর—

বিদূরথ ॥ অস্ত্র ধর…নিরস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে এখনো অভ্যস্ত হই নি, ধর অস্ত্র—

বসুদেব ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—অস্ত্র ধরব না, আর অস্ত্র ধরব না। আমাদের

অস্ত্র আমাদের দেবতার হাতে তুলে দিয়েছি। চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে…শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দৈত্য-নিসূদন মধুসূদনের বরাভয় মূর্ত্তি…নিরস্ত্রের উপর সশস্ত্রের অত্যাচারে ঐ পাষাণেই তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। হাসিমুখে, আনন্দে, উল্লাসে তোমার অস্ত্রাঘাত সহ্য কর্ব্ব…কর আঘাত—

বিদুরথ ॥—হাঁ, কর্ব্ব…

[কিন্তু তাহার চোখের সম্মুখে যেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইয়াই কি এক দুর্ব্বলতায় তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল…] না—না— [হাত হইতে অসি পড়িয়া গেল]

বসুদেব। হাঃ হাঃ হাঃ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

—এক-

নৃত্যশালা

["সারি সারি পিতলের দীপবৃক্ষ, তার ডালে ডালে অভ্রের আবরণে ঢাকা দীপ জ্বলছে। দেওয়ালের মাথার কাছে চারিদিকে মৃণালবাহী মরালশ্রেণী আঁকা রয়েছে, তার নীচে কিন্নর দম্পতী বীণা বাজাতে বাজাতে যেন শূন্যমার্গে চলেছে। তার নীচে তরঙ্গ লেখা। রাগরাগিণীর মূর্ত্তি। এক পাশে একটা কাঞ্চন-দণ্ডে একটা মণিময় ময়ূর। চীনাংশুকে ঢাকা আসন্দিকা নামক আসন। পাশে আরো সব আসন। পিছনে চামরধারিণী ও পানের বাটা নিয়ে করঙ্কবাহিনী। মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা প্রভৃতি যন্ত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। দ্বারে দ্বারে যবনী প্রহরিণী।"]

*　　*　　*

নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল···

রূপ সায়রের সোনার কমল, আমরা আনি পরাগ তার,
ফুলের গলায় দি পরিয়ে ভোমর-বঁধুর গানের হার!

বৌ কথা কও ডাকলে পাখী,
আমরা যে তার কাছেই থাকি,
চখা-চখীর অশ্রু মুছাই ভুলিয়ে রাতের অন্ধকার।
আমোদ ক'রে কামোদ গেয়ে
ধরার ধূলায় স্বপন ছেয়ে,
গুন্‌চি মোরা সুখের লহর, বইচে জীবন পারাবার।

[গীত শেষে নৃত্যশালায় সম্রাট কংসের শুভাগমন হইল। তাহার পশ্চাতে সুরার সরঞ্জাম লইয়া সুরা-বাহিনী "মদিরা"। তৎপশ্চাৎ নরক, তৎপশ্চাৎ নতশিরে ম্লানমুখে বিদুরথ। কংস প্রবেশ করা মাত্র নর্ত্তকীগণ যে যেখানে ছিল সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রণাম করিল]

কংস ॥ তোদের এ প্রণাম কে পেল ?

[নর্ত্তকীগণ একে একে উঠিয়া তাহার উত্তর দিতে লাগল।]

প্রথমা ॥ শ্রীমান—

কংস ॥ শ্রীমান !

দ্বিতীয়া ॥ ধীমান—

কংস ॥ ধীমান !

তৃতীয়া ॥ মহীয়ান—

কংস ॥ বটে !

চতুর্থী ॥ গরীয়ান—

কংস ॥ বাঃ

পঞ্চমী ॥ কীর্ত্তিমান—

কংস ॥ হাঁ ?

ষষ্ঠী ॥ শৌর্য্যবান—

কংস ॥ [সকৌতুকে শৌর্য্যবানের ভঙ্গী]

সপ্তমী ॥ বীর্য্যবান—

কংস ॥—নিশ্চয়—[বীর্য্যবানের ভঙ্গী]

…[বাকী যাহারা ছিল তাহারা আর ভাষা খুঁজিয়া পাইল না, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল, বিপদেই পড়িল।]

কংস ॥ তারপর—তারপর [যেন তাহাদের বিপদমুক্ত করিতেই ভাষা যোগাইয়া দিল। সকৌতুকে—]—সয়তান। [প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল, হঠাৎ নরক ও বিদূরথের প্রতি] ভগবানও হতে পার্ত্তাম, কিন্তু, [মদিরার হাত হইতে পানপাত্র লইয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া খানিকটা মদ্যপান করিয়া]…কিন্তু ভগবান কি মদ খান ?

নরক ॥ [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে] ভগবান মদ খান কিনা… কোনো শাস্ত্রে…দেখেছি বলে, [হঠাৎ] ওহে বিদূরথ তোমার তো তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি বেশ পড়া আছে, তুমি কি বল ?

বিদূরথ ॥ আমাদের পুরাণে আছে, দেবতারা অমৃত পান করেন। আমাদের শাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাপ।

কংস ॥ দেবতাদের কখনো চোখেই দেখতে পেলাম না। একবার পেলে না হয় তাঁদের সেই পুণ্যবান-পানীয় অমৃত সেবনের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু, হে নরক, মদ্যপানরূপ পাপে তোমার কিরূপ রুচি ? [পানপাত্র তাহার সম্মুখে ধরিল।]

নরক ॥ [নতজানু হইয়া সশ্রদ্ধভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া]…যেরূপ সম্রাটের অনুগ্রহ !

কংস ॥ হাঁ বিদুরথ, সে মহাপাপের শাস্তি ?

বিদুরথ ॥ মৃত্যুরপর অনন্ত নরক বাস।

কংস ॥ নরক বাস! হোঃ হোঃ হোঃ [প্রাণ খুলিয়া হাস্য] তাই বুঝি তুমি মদ খাও না ?

বিদুরথ ॥ [মাথা নীচু করিয়া রহিল।]

নরক ॥ [মদ্যপান শেষ করিয়া কংসের প্রশ্নের উত্তর সে-ই দিল।] হাঁ সম্রাট !

কংস ॥ [নরকের দিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিল নরক মদ্যপান সদ্য শেষ করিল] তোমার অনন্ত নরকবাস নরক! [বলিয়াই নিজেও মদ্যপান করিল।]

নরক ॥ নামেই তা সুপ্রকাশ সম্রাট!

কংস ॥ বেশ! বেশ! [নর্ত্তকীদের প্রতি চাহিয়া]...তোদেরো... চলে তো ? [নর্ত্তকীগণ সলজ্জ মৃদুহাস্যে মাথা নীচু করিল।] বাকী শুধু বিদুরথ।...[সাহসা গম্ভীরভাবে] বিদুরথ !—

বিদুরথ ॥ প্রভু !

কংস ॥ হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল !

বিদুরথ ॥ কি প্রভু ?

কংস ॥ তোমার নামে একটা গুরুতর অভিযোগ শুনলুম—

বিদুরথ ॥ [বজ্রপতনে চমকিতের ন্যায়।] আমার নামে অভিযোগ ?

কংস ॥ হাঁ, তোমার নামে! শুনে এত দুঃখিত হয়েছি যে কাল রাত্রে ভালো ঘুমুতেই পারি নি বিদুরথ!

বিদুরথ ॥ প্রভু, আপনার সেবায় দেহ-মন-বুদ্ধি-বিবেক সমস্ত নিয়োগ করেছি, তবু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ?

কংস ॥ তাই আমি আরো বেশী বিস্মিত হয়েছি...যখন শুনলাম কাল নারায়ণ মন্দিরে বসুদেবকে অস্ত্রাঘাত কালে তোমার হাত কেঁপেছিল! [বিদুরথের প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ।]

বিদুরথ ॥ [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কম্পমান কণ্ঠে]···কেঁপেছিল।

কংস ॥ শালগ্রাম শিলাও চূর্ণ হয় নি—?

বিদুরথ ॥ [নীরবে তাহার দোষ স্বীকার করিল।]

কংস ॥ হাত একটু কাঁপা অস্বাভাবিক নয়, যখন বসুদেব তোমার জ্ঞাতি-ভাই, এবং কতদিন ঐ হাতেই সেই শালগ্রামশিলায়ও তিল-তুলসী দিয়েছ তো।···কিন্তু, তবু—

বিদুরথ ॥ [কংসের দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া] হাত কাঁপা উচিত নয়, যখন আমি প্রভুর দাস, এবং শালগ্রামশিলা, যে ভাবেই হোক্ ধ্বংস করা প্রভুর আদেশ—

কংস ॥ [সহজ ভাবে] এই অচলা প্রভুভক্তি তোমাদের আছে বলেই আমি আমার স্ববংশ জ্ঞাতিদের চাইতেও রাজ্য শাসন-সংরক্ষণ বিষয়ে তোমাদের উপরই বেশী নির্ভর করি—। আমার স্ববংশ জ্ঞাতিদের মধ্যে এই নির্ব্বিকার প্রভুভক্তির অভাব আছে, কি বল নরক—?

নরক ॥ সে কথা আর বল্‌তে! যদুবংশের মধ্যে যারা প্রভুর দাসত্ব-গৌরব বরণ করেছে, তাদের প্রধান গুণই এই যে, তারা যেন প্রভুর পায়ের পাদুকা, পায়ে দেওয়াও চলে, আবার পা থেকে খুলে নিয়ে বিদ্রোহী অবাধ্য যাদবগণের পিঠে মারাও চলে... সর্ব্ব অবস্থাতেই সমান নির্ব্বিকার!

কংস ॥ ওরা যে আমার পায়ের পাদুকা, এ কথা কুলোকে বলে।

আমি বলি, ওরাই আমার মাথার মণি। আমার জন্য ওরা ধর্ম্ম ছেড়েছে—

নরক ॥ না সম্রাট, ঐখানে এখনো একটু "কিন্তু" আছে। ধর্ম্ম ছেড়েছে বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়েনি। হাত একটু কেঁপেছিল—

কংস ॥ [সপদদাপে] কাঁপে নি। কাঁপলেও সে মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা মাত্র।...বিশ্বাস কর্ছ না?...দেখবে?...সুরাপান মহাপাপ। কিন্তু আমি যদি বলি, বিদূরথ, সুরাপান কর [পানপাত্র বিদূরথের দিকে প্রসারণ] দেখ দেখি, ওর হাত কাঁপে কিনা—......দেখ—দেখ—[বিদূরথের সে মহাপরীক্ষা। আজন্ম সে সুরাপান করে নাই, কিন্তু আজ তাহার প্রভুভক্তির পরীক্ষা। পরীক্ষায় সে জয়ী হওয়াই ঠিক করিল। সে সুরাপান করিল]... [বিদূরথের প্রতি কংসের তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্রমে সস্মিত দৃষ্টিতে পরিণত হইল...বিদূরথকে সকৌতুকে বলিল]...মৃত্যুর পর অনন্ত নরক বাস—[বিদূরথ চমকাইয়া উঠিল। কংস তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল] ভয় কি? আমি মদ খাই, ম'রে নরকে যাবো। একা? [নরকের দিকে তাকাইল।]

নরক ॥ [সেই মুহূর্ত্তে তাহার আর একপাত্র পান শেষ হইয়াছে] আমি তো পা বাড়িয়েই আছি সম্রাট! চলুন—

কংস ॥ দাঁড়াও। আর কে যাবে? আমার বংশের সবাই খায়, না? তাহলে তারা যাবে। সৈন্য সামন্ত সভাসদ...

নরক ॥ তারাও—তারাও—

কংস ॥ বাস। তারাও যাবে। বাকী রইল...[নর্ত্তকীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরে নরকের দিকে চাহিল]

নরক ॥ সম্রাট ! আমাদের চলে গেলাসে গেলাসে, ওদের চলে কলসে—কলসে !

কংস ॥ [মহোল্লাসে] ওরে, তবে তোরাও—তোরাও।···বিদুরথ, তবে আর দুঃখ কি? আমি যাব, তুমি যাবে, নরক যাবে, সৈন্য সামন্ত মন্ত্রী সভাসদ্ সব যাবে—নর্ত্তকীরাও যাবে! আমরাই নরক গুলজার কর্ব্ব...হো—হো—হো...যাক্, নরকের দুঃখ ঘুচ্‌ল,—ঘুচ্‌ল কিনা বিদুরথ ?

বিদুরথ ॥ [নীরব রহিল।]

কংস ॥ বিদুরথ শালগ্রামশিলা চূর্ণ কর্ত্তে পারে নি বলে আমার নিকট লজ্জিত হয়ে আছে।...একবার না হয় নাই পেরেছ, কিন্তু এবার—

বিদুরথ ॥ —অবশ্য। [অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।]

কংস ॥ যাক্, নিশ্চিন্ত।...[যবনী প্রহরিণীকে ইঙ্গিত]—সেই যাদব-তরুণী। [প্রহরিণী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল]। [নর্ত্তকী-দের প্রতি] ওরে, তবে তাই তো ঠিক ? তোরা কেউ স্বর্গে যাবি নে ত ? [নর্ত্তকীগণ হাসিয়া নৃত্যগীত সুরু করিল। "মদিরা" কংসকে মদ্য দিতে লাগিল।]

নৃত্যগীত।

কেউ যাবনা স্বর্গে, রাজা !

নরক-ভরা হাজার মজা, স্বর্গে যাওয়া বেজায় সাজা।

ব্রহ্মা আছেন বিষ্ণু আছেন—আদ্যিকালের বৃদ্ধ !

নারদ মুনির পক্ক দাড়ী চক্ষু করে দিগ্ধ,

ভুঁড়ির ওপর ভস্ম মেখে মহাদেব ঐ টানচে গাঁজা !
বুদ্ধদের ঐ স্বর্গ ভুলে খোল্ বারুণীর উৎস আজ,
ঢাল্ বারুণী শুক্‌নো বুকে, ভোল্ ধরণীর কুৎসা আজ !
নরক থেকে ডাক্‌চে মোদের সখা-সখীর দৃষ্টি,
সবাই মিলে হবে সেথায় নতুন সুখের সৃষ্টি !
মুখ ফুটে আর বলব কি যে, মনেই আছে করব যা' যা' !

[নৃত্যগীত শেষে যবনী প্রহরিণী সহ চন্দনার প্রবেশ ।]

কংস ॥ [চন্দনাকে] তোমার ভয় ভাঙ্‌ল চন্দনা— ?

চন্দনা ॥ কিসের ভয় ?

কংস ॥ আমার ! শুনেছ আমি সয়তান, আমি দানব, আমি রাক্ষস··· আরো কত কি ! এও হয়ত শুনেছ···আমি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, আমি মাতার বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে পাথরের ওপর আছ্‌ড়ে মেরেছি, আমি মানুষের তাজা রক্ত পান করি, আমি মদ পান করি···আমি কি না করতে পারি———হাঁ, তোমাকেই বা আমি কি না করতে পারতাম !

চন্দনা ॥ স্বীকার কর্ত্তে কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে না, আমি বিস্মিতই হয়েছি—,

কংস ॥ কেন ?

চন্দনা ॥ এ প্রাসাদে আমার ওপর এতটুকু অত্যাচার হ'ল না ।

কংস ॥ কিন্তু অত্যাচার যে হবে না, তা কি করে জানলে ?

চন্দনা ॥ না তা জানি না । হয় ত হবে । কিন্তু এতক্ষণও যে হয় নি কেন, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি ।

কংস ॥ হয় তো তোমাকে আমার ভালো লেগেছে !

চন্দনা ॥ যদি তা সত্য হয়, তাহলে যে অত্যাচার এতক্ষণ হয় নি... এখন সেই অত্যাচার সুরু হ'ল—

কংস ॥ ···তা হ'লে তোমারও কথায় এই বুঝছি...তোমাকে আমার ভালো লাগলেও আমাকে তোমার ভালো লাগে নি। তাই···যদি আমি তোমায় চাই, তোমার কাছে সেটা অত্যাচার বলেই মনে হবে। তুমি তা অত্যাচারই মনে করবে—

চন্দনা ॥ —সত্য।

কংস ॥ আমার কিছুই কি তোমার ভালো লাগল না ? এই সম্পদ, এই বিভব, এই ঐশ্বর্য্য···এই মণিময় রাজপ্রাসাদ···ঐ অগণিত দাসদাসী...

চন্দনা ॥ আমি ঘৃণা করি—

কংস ॥ এখন তোমার অভিপ্রায় ?

চন্দনা ॥ তোমার কি অভিপ্রায় ?

কংস ॥ আমার কোন অভিপ্রায় নাই। তোমার কি ইচ্ছা, স্বেচ্ছায় বল—

চন্দনা ॥ আমি আমার পল্লী কুটীরে ফিরে যাব—

কংস ॥ [নরকের প্রতি] রথ সজ্জিত করে দাও—

[নরকের প্রস্থান।]

চন্দনা ॥ [বিস্মিত ভাবে] তার অর্থ ?

কংস ॥ অর্থ অতি সহজ। রথারোহণে তুমি তোমার গৃহে ফিরে যাবে—

চন্দনা ॥ তবে আমাকে বলপূর্ব্বক ধরে এনেছিলে কেন ?

কংস ॥ আমি আনি নি। এনেছিল আমার অনুচরগণ। ভেবেছিলাম,

তাদের দণ্ড দেব। কিন্তু তোমায় দেখে তাদের দিয়েছি পুরস্কার। আমার প্রাসাদে সব আছে, সব ছিল...শুধু নাই এই উত্তপ্ত ললাটের অগ্নিদাহ দূর করতে পারে এমন একখানি প্রিয় হাতের চন্দন পরশ!

[নরকের প্রবেশ।]

নরক ॥ রথ প্রস্তুত।

কংস ॥ কেন?

নরক ॥ [বিস্মিত হইল···চন্দনাকে দেখাইয়া] উনি যাবেন—

কংস ॥ [মরিয়া হইয়া—তথাপি আবেগ যথাসম্ভব দমন করিয়া] তুমি যাবে?

চন্দনা ॥ [মুহূর্ত্ত-কাল ভাবিয়া] —যাব।

কংস ॥ এস—

[চন্দনা একবার কংসের দিকে তাকাইল, কিন্তু চলিয়া গেল। নরকের ইঙ্গিতে এক যবনী প্রহরিণী তাহার পথ প্রদর্শিকা হইল।]

নরক ॥ সম্রাট, এর অর্থ?

কংস ॥ যে স্বেচ্ছায় আসে, সে ভালোবেসে আসে, কিন্তু যে তা আসে না, তাকে আমি ধরে রাখিনে! কিন্তু এ কথাও সত্য নরক, জীবনে এই প্রথম দেখলাম যে তৃষ্ণার্ত্তকে দেখে নদী শুকিয়ে যায়, পিপাসায় যখন ছাতি ফেটে যায়, তখন সম্মুখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়—এই উত্তপ্ত ললাট যখন নিদারুণ জ্বালায় চন্দন পরশ চায়···তখন···তখন ঐ চন্দনা—[বোধ হয় কাঁদিয়াই ফেলিল!···]

—দুই—

পল্লী পথ।

যাদবগণ।

১ম যাদব॥ মূর্খতা—মূর্খতা—নিছক মূর্খতা—

২য় যাদব॥ রাজদণ্ড হাতে পেয়ে যে ফিরিয়ে দেয়···আমি তাকে মূর্খও বলি নে, সে রীতিমত উন্মাদ!

৩য় যাদব॥ মূর্খ আমরা, যে, এই উন্মাদের কাছে আশ্রয় চাইতে গিয়েছিলাম!

১ম যাদব॥ আর ওর এখন ক্ষমতাই বা কি রইল!···যে ক'দিন উগ্রসেন রাজা ছিলেন···সে ক'দিন রাজ-জামাতা বলে ওর একটু খাতির ছিল। ···কিন্তু—

২য় যাদব॥ এখন রাজা হচ্ছেন কংস···বংশদণ্ড নিয়ে বোনাইকে শিক্ষা দেবেন—

৩য় যাদব॥ খুব প্রাণ বাঁচিয়ে আসা গেছে যা হোক্···আর একটু থাকলেই—

১ম যাদব॥ ঘরের ছেলেকে আর ঘরে ফিরে আসতে হ'ত না। এইবার ঘরে ফিরে···টুঁ শব্দটি আর করো না—

২য় যাদব॥ যত মার ধরই হোক না কেন, শুধু হাসবে···বলবে···বেশ সুখে আছি—!

৩য় যাদব॥ গিয়েই কংস রাজার পূজা সুরু করে দেওয়া যাক্··· রাখলেও তিনিই রাখবেন···মারলেও তিনিই মারবেন।

১ম যাদব॥ যা বলেছ ভাই। এইবার চল—

২য় যাদব ॥ [অদূরে চন্দনাকে দেখিয়া] ওহে—ওহে—দেখেছ ?

৩য় যাদব ॥ [দেখিয়া] চন্দনা !

১ম যাদব ॥ চন্দনা ?

২য় যাদব ॥ হাঁ, চন্দনা—।

৩য় যাদব ॥ ছাড়া পেয়েছে, এ দিকেই আসছে !

১ম যাদব ॥ রাত ভোর হয়েছে, ফুল বাসি হয়েছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—

২য় যাদব ॥ আঃ তবু তো ফুল !

৩য় যাদব ॥ ···যাক্, এদ্দিনে যদি আমাদের কপাল ফেরে !

১ম যাদব ॥ কিরূপ ?

২য় যাদব ॥ —ঘরে ফিরছে

৩য় যাদব ॥ —ঘরে আর ঠাঁই হবে না। বুঝলে ভাই ?···ঠাঁই হলে, কে কোনদিন চিলের মত ছোঁ দিয়ে বিয়ে করে নিয়ে পালাবে—

১ম যাদব ॥ [সোৎসাহে] আমি বুঝেছি—আমি বুঝেছি। ঘরে ঠাঁই না হলে, ও ফুলের মধু আমরা সবাই লুটতে পার্ব্ব···

৩য় যাদব ॥ চুপ—চুপ—। শুধু শাস্ত্র আর সমাজ···এই দুটির দোহাই দিয়ে কাজ হাসিল কর্ত্তে হবে—এই যে, চন্দনা যে—

[চন্দনার প্রবেশ।]

১ম যাদব ॥ কি গো, দৈহিক কুশল তো ?

২য় যাদব ॥ সঙ্গে দাসদাসী কই ?

৩য় যাদব ॥ [প্রথম ও দ্বিতীয় যাদবকে] ওহে, ভুলে যাচ্ছ, ছায়াস্পর্শও গুরুপাতক··· [তাহাদিগকে টানিয়া সরাইয়া আনিয়া]

শাস্ত্রে ওর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হচ্ছে চান্দ্রায়ণ···গোবর খেয়ে শুদ্ধ হতে হবে। পারবে?

চন্দনা ॥ ···তার মানে আমি অস্পৃশ্যা?

১ম যাদব ॥ ধর্ষিতা তো—!

২য় যাদব ॥ তা'হলেই পতিতা—

৩য় যাদব ॥ শাস্ত্রে পতিতা অস্পৃশ্যা।

চন্দনা ॥ [স্তম্ভিত হইল।] আমি পতিতা! অস্পৃশ্যা!

১ম যাদব ॥ ধর্ষিতা কি না? বল—

চন্দনা ॥ দানব-দস্যু তোমাদের চোখের সামনে আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে নিয়ে যায়। ···যদি তার নাম নারী ধর্ষণ হয়, আমি ধর্ষিতা নারী, কিন্তু···ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি ধর্ম্ম হারাই নি—

২য় যাদব ॥ ঐ ধর্ষিতা হলেই পতিতা হতে হয়। ···কি করবে বল, সনাতন ধর্ম্মের সনাতন ব্যবস্থা, না মেনে উপায় নেই!

৩য় যাদব ॥ কাজেই গৃহধর্ম্মে আর তোমার অধিকার নাই। ···তোমাকে আমরা বড় স্নেহ করি চন্দনা, কিন্তু, সমাজের চাইতে তো আর কেউ বড় নয়!

১ম যাদব ॥ গেছে তো সবই, এখন ঐ সমাজটুকু নিয়েই বেঁচে আছি যে!

চন্দনা ॥ সমাজ? সমাজ? কেমন সেই সমাজ—যে সমাজ তার কুল-নারীকে রাক্ষসের গ্রাস হতে রক্ষা কর্ত্তে একপদ অগ্রসর হয় না? আজ সমাজের ধ্বজা ধারণ করে আমার পর্ণকুটীরে যাবার পথটুকু রুদ্ধ করছেন, কিন্তু কোথায় পালালেন তখন...যখন দানব-দস্যুর করাল-কবল হতে মুক্ত হবার জন্য সর্ব্বচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে

কাতর ক্রন্দনে আপনাদের সাহায্য ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে আমার কণ্ঠের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করেও হতাশ হলাম ?

১ম যাদব ॥ সমাজ তখন ঘুমিয়ে ছিল না। সমাজ তখন তোমার মনের বল পরীক্ষা করছিল।

২য় যাদব ॥ সমাজ দেখতে চেয়েছিল নারীমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তুমি বিষ-পান কর কিনা—

৩য় যাদব ॥ কিম্বা উদ্বন্ধনে তনুত্যাগ কর কিনা—

চন্দনা ॥ রাক্ষসের গ্রাস হতে মুক্ত হবার জন্য নারী আত্মহত্যা করে কিনা, পুরুষ তাই দাঁড়িয়ে দেখবে...! তাহলে হে দণ্ডায়মান পুরুষ, দণ্ড দাও ত্রিভুবন-বন্দিতা সীতা দেবীকে, কেন তিনি রাবণ-কর-কবলিতা হয়ে আত্মহত্যা করেন নি, কেন তিনি এই আশ...এই প্রার্থনা নিয়ে স্বর্ণলঙ্কায় বেঁচেই ছিলেন, যে, একদিন না একদিন সহায়হীন সম্পদহীন শ্রীরামচন্দ্রই দুর্ব্বৃত্তের বক্ষোরক্ত পান করে অত্যাচারীকে সবংশে নিধন করে তার নারী মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বেন!

১ম যাদব ॥ সে রামও নেই!

২য় যাদব ॥ সে অযোধ্যাও নেই!

৩য় যাদব ॥ তে হি নো দিবসা গতাঃ।

চন্দনা ॥ আপনারা আমার পথ ছাড়ুন—

১ম যাদব ॥ তুমি সমাজচ্যুতা—

২য় যাদব ॥ সমাজে তোমার স্থান নাই—

৩য় যাদব ॥ তুমি একঘরে।

চন্দনা ॥ বটে! উত্তম! আপনারা আমার ছায়াস্পর্শ করেছেন বলে

প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বেন বলছিলেন।...আপনারা করুন না করুন, কিন্তু আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব—

১ম যাদব॥ করাই উচিত—

চন্দনা॥ হাঁ, প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব, ধর্ষিতা হয়েছি বলে নয়, মনুষ্যত্বহীন এই পঙ্কিল পঙ্গু সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি বলে।...আমি চল্‌লাম... বিষপান কর্ত্তে নয়, কিম্বা উদ্বন্ধনে তনুত্যাগ কর্ত্তেও নয়, চললাম সমাজেই আশ্রয় নিতে...তোমাদের এই অমানুষের সমাজে নয়... মানুষের মতো মানুষের সমাজে—[প্রস্থান—]

২য় যাদব॥ তবে ঐ নারায়ণ মন্দিরে—

৩য় যাদব॥ কখনো নয়। দেখি কে ওকে আশ্রয় দেয়—

সকলে॥ —পালাল...

ধর—ধর—

মার—মার—

[সকলে চন্দনার পশ্চাদ্ধাবন করিল।]

—তিন—

নারায়ণ মন্দির।

[উন্মুক্ত দ্বারপথে দেখা যাইতেছে পূজা-বেদীর উপর নারায়ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। মন্দিরের পূজারী পূজারিণীগণ সোপান শ্রেণীর উপর দুই সারিতে দাঁড়াইয়া আছে। মন্দির দ্বারে বসুদেব ও দেবকী।]

দেবকী॥ যাদবগণ, দানবগণ আমাদের শালগ্রামশিলা চূর্ণ করেছে,

*　　　　*　　　　*　　　　*　　　　*

তাতে আমাদের এই লাভ হয়েছে যে পাষাণে আজ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমার নিদ্রিত নারায়ণ জাগ্রত হয়েছেন!

বসুদেব ॥ ঐ তার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দৈত্য-নিসূদন বরাভয় মূর্ত্তি! যখন জগতে ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন দুষ্কৃতের দমনের জন্য সাধুদের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন। আজ জগতের সেই দুর্দ্দিন। এই দুর্দ্দিনে সেই অনাগত দেবতাকে আবাহন কর, প্রার্থনা কর,—

"আবিরাবির্ম এধি!"

"অনাগত দেবতা, স্বাগতম!"

সকলে ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্।"

বসুদেব ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্।"

সকলে ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্।"

বসুদেব ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্।"

সকলে ॥ "অনাগত দেবতা স্বাগতম্।"

—সমবেত সঙ্গীত—

অচেতন নারায়ণ? কভু নয়, কভু নয়!
এস আজ মানবাত্মা! গেয়ে চল জয় জয়!

প্রলয়-পয়োধি জলে অনাগত দেবতা গো!
কোথা যাবে ভেসে তুমি? ধরার মাটিতে জাগো।
শঙ্খের নাদে দাও পৃথিবীকে বরাভয়!

নৃত্যতি কাল নিশা—রাহু-ভীত সূর্য্য যে!
ধর্ম্মের হিয়া কাঁপে, বাজে পাপ-তূর্য্য যে!
যাত্রীরা পথহারা বল আর কত সয়?

মৃত্যুর ইঙ্গিতে, হত্যার সঙ্গীতে,
পাতকীর কোলাহলে সাধু গেছে কোন্ ভিতে!
মানবের নাটশালে দানবের অভিনয়!

যুগে যুগে তাই মোরা গাই তব আগমনী,
যুগে যুগে ধরা শোনে তোমারি চরণ-ধ্বনি,
যুগে যুগে আসিয়াছ, এস হে জ্যোতির্ম্ময়!

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান;
গেল না শুধু কঙ্কা ও কঙ্কণ।]

কঙ্কণ॥ এইবার তবে বিদায় কঙ্কা!

কঙ্কা॥ সত্যি তুমি মাকে এখানে আনবে?

কঙ্কণ॥ আনবো। পৈশাচিক দাসমনোভাবে অনুপ্রাণিত পিতা আমার হতভাগিনী মাকে গৃহিণীর সম্মান থেকে বঞ্চিত করে ক্রীতদাসী করে রেখেছেন। তুমি আমার মুক্তি অর্জ্জন করেছ, এইবার আমি তার মুক্তি অর্জ্জন করব। পিতার অত্যাচার হতে মাতার উদ্ধার এবং দানবীয় মোহ হতে পিতার উদ্ধার বর্ত্তমানে আমার একমাত্র কামনা, একমাত্র সাধনা।

কঙ্কা তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক্। মাকে ব'লো আমি তার পথ চেয়ে আছি। আর শোনো, পূজার এই মঙ্গলঘটটি আমি

নিজ হাতে গড়েছি, নিজ হাতে রং করেছি। এইটি আমার মাকে দিয়ে আমার প্রণাম দিয়ো—

কঙ্কণ॥ —দাও। আমাদের অনাগত দেবতা যেদিন স্বাগত হবেন, মা সেদিন এই মঙ্গল-ঘটের মঙ্গলবারিতে তাঁর অভিষেক কর্‍বেন। ...বিদায়—

কঙ্কা॥ —বিদায়—

[উভয়ে আলিঙ্গনোদ্যত হইল, কিন্তু কঙ্কণ কি ভাবিয়া তখনি প্রতিনিবৃত্ত হইল।] —না, আজ নয়। পিতা আমার দাস, মাতা আমার দাসী, আমি দাসীপুত্র...আজ আমাদের অশৌচ, আলিঙ্গন আজ নয়, আলিঙ্গন সেইদিন যেদিন আমরা সবাই দাসত্ব-মুক্ত।—[প্রস্থান।]

[অন্য দিক দিয়া বসুদেব-দেবকীর শিশুপুত্র কীর্ত্তিমান কঙ্কার তাম্বুলাধারটি হাতে লইয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিল।]

কীর্ত্তিমান॥

"পানবুড়ী পানবুড়ী তোর পান খাই।
টুকটুকে ঠোঁট হবে তাই তাই তাই॥"

[হাত তালি দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতে লাগিল।]

কঙ্কা॥ [দেখিল মহা সর্ব্বনাশ] আরে দস্যু ছেলে...পূজার পান...পূজার পান...নষ্ট করিস নি ভাই, নষ্ট করিস নি—

কীর্ত্তিমান॥ আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে! [আবার লাফাইতে লাফাইতে]

"পান খুলে এলাচ খাব, খয়ের দেব ফেলে।
লঙ্গ খাবে কঙ্কা বুড়ী, চূণ মেখে গালে॥"

কঙ্কা॥ লক্ষ্মী ভাই, তোর পায়ে পড়ি...ও ভাই পূজার পান, ও নিতে নেই খেতে নেই—

কীর্ত্তিমান ॥ আমার ক্ষিদে পেয়েছে। কি খেতে দিবি?

কঙ্কা ॥ মধু দেব—

কীর্ত্তিমান ॥ [কঙ্কাকে তাম্বুলাধারটি দিয়া] —দে—

কঙ্কা ॥ কিন্তু সে বড় মুস্কিলের কথা। মৌমাছিরা মৌচাকের ত্রিসীমানায়ও মানুষকে যেতে দেয় না. মানুষ গেলেই হুল ফুটিয়ে দেয়—

কীর্ত্তিমান ॥ [ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া দিল] আমি মধু খাব—অমি মধু খাব—

কঙ্কা ॥ খাবে বই কি! কিন্তু সেখানে মানুষের চেহারা নিয়ে গেলে চলবে না। তোমাকে ভূত সেজে যেতে হবে—

কীর্ত্তিমান ॥ [কাঁদিতে কাঁদিতে] আমি ভূত সাজব—

কঙ্কা ॥ তবে চোখ বোঁজ। এইবার হাত তোল। না—না, হাত নামাও। দুহাতে দু কাণ ধ'রো—, জীব বের কর। পা ফাঁক কর। হাঁ, এইবার কিছুতেই চেনা যাচ্ছে না যে এ আমাদের কীর্ত্তিমান। হাঁ, এইবার ঠিক অমনি ভাবে পা ফাঁক করেই হাঁট! ...আমার পিছে পিছে এস— [বলাবাহুল্য কীর্ত্তিমান কঙ্কার সব অনুশাসনগুলিই বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিয়া কঙ্কার পেছনে পেছনে চলিল। কঙ্কা ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি ছড়া গান গাহিতে লাগিল এবং কীর্ত্তিমান তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।]

—কঙ্কার ছড়াগান—

আয় উড়ে আয় মৌমাছি বৌ
মৌচাকেতে ঝর্‌ছে যে মৌ

ফুলপরীরা চুলদুলিয়ে
যায় নেচে ঐ মন ভুলিয়ে
কমলা-ফুলি গন্ধ পেয়ে
ভোম্‌রা কোথায় উঠ্‌বে গেয়ে
পারিজাতের পরাগ লুটে
প্রজাপতি পালায় ছুটে
সুখ-সায়রের তীরে তীরে
দুল্‌ছে কত মানিক-হীরে।
ওপার থেকে আস্‌ছে বধু
খোকন খাবে ফুলের মধু

[বসুদেবের প্রবেশ।]

বসুদেব ॥ এ আবার কি ?

কীর্ত্তিমান ॥ [পিতার স্বর শুনিয়া চোখ মেলিল এবং কাঁদ কাঁদ স্বরে ডাকিল] —বাবা!

বসুদেব ॥ কি বাবা— !

কীর্ত্তিমান ॥ আমি ভুত— !

বসুদেব ॥ ভুত কি রে!

কীর্ত্তিমান ॥ ভুত হয়ে মধু খেতে যাচ্ছি—

কঙ্কা ॥ আবার চোখ মেলেছ ? তাহলেই আর হোল না—

কীর্ত্তিমান ॥ না—না, আমি চোখ বুঁজেছি।

কঙ্কা ॥ জীব্‌ বের কর। হাঁ, এখন এস—

[কীর্ত্তিমান কঙ্কার পেছনে পেছনে চলিল। হঠাৎ কঙ্কা কীর্ত্তিমানকে

বুকে তুলিয়া নিয়া] মৌমাছিরা সব ভয়ে পালিয়েছে, এইবার তুমি তাদের মধু খাবে, আমি তোমার চুমু খাব··· [চুম্বন করিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান।]

বসুদেব॥ ও শুধু আমাদের চোখের মণি নয়, ওদের সবারি বুকের ধন !

[দেবকীর প্রবেশ।]

দেবকী॥ কীর্ত্তিমান—

বসুদেব॥ দেখলে না দেবকী, কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি ?

দেবকী॥ আবার কি কীর্ত্তি ? মন্দিরও পাগল করে তোলে। কোথায় সে পাগল ?

বসুদেব॥ ভূত সেজে মৌমাছি তাড়িয়ে কঙ্কার সঙ্গে মৌমাছির মৌ খেতে গেল !

দেবকী॥ কিন্তু সে যে আজ সারাদিন দুধ খায় নি। দুধ খাব বলে কতবার আমার কাছে কেঁদে গিয়েছে, আমার অবসর হয় নি

বসুদেব॥ কিন্তু আর যে হবে সে আশাও দেখছি নে !

দেবকী॥ ছিঃ ও কি কথা প্রভু ?

বসুদেব॥ হাঁ দেবকী, কংস খবর পাঠিয়েছে সে তার ভাগিনেয় দর্শন মানসে এখনি এখানে শুভাগমন করবে !

দেবকী॥ বটে ! ···সে তবে আজ নিজেই আসছে ! আসুক সে। শৈশবে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, কৈশরে এক সঙ্গে কত মান অভিমানের খেলা খেলেছি, যৌবনেই না হয় ভিন্ন সংসারে এসেছি, আজ তার সঙ্গে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে বোঝা পড়া কর্ব্ব কেমন করে সে এমন নিষ্ঠুর হল !

বসুদেব॥ সে বোঝাপড়ার অবসরটুকুও তোমার মিলবে না দেবকী।

সে এসেই আমাদের বুকের ধন কীর্ত্তিমানকে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আমাদের চোখের সামনে হত্যা কর্ব্বে···তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে···আমি হয়ত উন্মাদ হব···বোঝা-পড়া করবে কে!

দেবকী॥ হত্যা কর্ব্বে! কেন? কেন?

বসুদেব॥ —আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না···আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না··· এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে···নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়—

দেবকী॥ [চীৎকার করিয়া উঠিল—] কীর্ত্তিমান! কীর্ত্তিমান! সে যে আজ দুধটুকুও খেতে পায় নি! ···ওরে কঙ্ক···কোথায় আমার কীর্ত্তিমান—?

[সানুচর কংসের প্রবেশ।]

কংস॥ হাঁ, আমি তাকে দেখতে এলাম। পিতার মুখে শুনেছি সে নাকি ভারী সুন্দর হয়েছে দেখতে। চরমুখে শুনেছি সে নাকি ভারী দুষ্টু হয়েছে, আর লোকমুখে শুনেছি সে নাকি তোমাদের চোখের মণি, বুকের মাণিক। এমন কীর্ত্তিমান ভাগ্নে আর কদ্দিন না দেখে থাকতে পারি! [দেবকীকে] কি বোন্, আমায় চিনতে পার্চ্ছ না? আমি তোমার বংশদুলাল কংস—

দেবকী॥ [নীরব রহিলেন।]

কংস॥ অনেক কাল পরেই না হয় দেখা হল, তাই বলে বোন ভাইকে চিনবে না, [বসুদেবকে] একি কথা বল দেখি বোনাই মশাই?

বসুদেব॥ [নীরব রহিলেন।]

কংস॥ বাঃ এ তো বেশ দেখছি, কেউ কথা কয় না! [ঠিক সেই

মুহূর্ত্তে কীর্ত্তিমান কঙ্কার তাম্বুলাধারটি পুনরায় চুরি করিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল, এবং তাম্বুলাধারটি এক হাতে মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া চোরের মতো নেপথ্যে চাহিয়া দেখিতে লাগিল কঙ্কা আসিতেছে কি না—]এ খোকাটি কে? ··· দেখতে তো বেশ! তবে রংটি একটু কালো, কিন্তু হাতের ঐ পানের ডিবাটি ভারী চমৎকার! [কীর্ত্তিমানের সম্মুখে গিয়া] একটি পান দাও না খোকা— ··· [কীর্ত্তিমান কংসকে দেখামাত্র ভয়ে বিস্ময়ে প্রকাণ্ড একটি 'হাঁ' করিল, কিন্তু তখনি সেই অবস্থাতে ,এমন কি তাম্বুলাধারটি যে ভাবে মাথার ওপর তুলিয়া-ধরা ছিল, সেই অবস্থাতেই যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে ছুটিয়া পালাইল—] এ খোকাও যে পালাল! একটা মস্ত 'হাঁ' কর্ল বটে, কিন্তু, এ ও কথাটি কইল না···ওটা বোধ হয় চোর, কারো পানের ডিবা চুরি করে পালিয়ে এসেছিল, আমাকে দেখেই আবার পালাল। ···বাঃ এ তো বড় মজাই দেখছি; কুটুম্ববাড়ী এসেছি, আমিই শুধু ব'কে যাচ্ছি, বোনও চুপ, বোনাই মশায়ও চুপ! এখন আমার কীর্ত্তিমান ভাগনেটি কোথায়? সেটিও যদি বোবা হয় তবেই গেছি! ···দেখা যাক্ ··· [মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল।—]

বসুদেব॥ —দাঁড়াও—, কি চাও তুমি?

কংস॥ [ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] এঁ্যা, বোনাইমশায় তবে বোবা নন!

দেবকী॥ পরিহাস রাখ কংস—

কংস॥ এবং বোনটিও নয়— !

বসুদেব॥ কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন?

কংস ॥ এবং এখন শুধু কথাও নয়, জেরা চলছে! তা এই এলাম··· কুটুম্ববাড়ী লোকে আসে কেন?

বসুদেব ॥ তোমার উদ্দেশ্য আমাদের অবিদিত নয়। পিতাকে বন্দী করে—

কংস ॥ [তৎক্ষণাৎ দেবকীকে] তুমি শোননি বোন? পিতাকে বিশ্রাম দিয়েছি। উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমানে বৃদ্ধ পিতা খেঁটে খুটে খাবেন সে কি কথা বল দেখি—?

দেবকী ॥ স্তব্ধ হও সয়তান। বিজিত যদুকুলের ওপর তোমার ইচ্ছামত অত্যাচার নির্য্যাতন নিপীড়নের পথে তোমার পিতাই ছিলেন একমাত্র অন্তরায়। তুমি তাকে কারারুদ্ধ করেই যদুকুলের শেষ সম্পদ এই নারায়ণ-মন্দির লুণ্ঠন করিয়েছ, যদুকুলের পরমারাধ্যতম দেবতা শালগ্রাম শিলা ধ্বংস করিয়েছ—

কংস ॥ [অতি সহজ ভাবে] হাঁ, করিয়েছি। বিদূরথ আমায় বললে সম্রাট, আপনার ভগিনী শালগ্রাম শিলা পূজা করেন। জিজ্ঞাসা করলাম শালগ্রাম শিলা, সে কি? সে বলল এতটুকু একখানা পাথর! সভাশুদ্ধ লোকের মাঝে সে যে কি নিদারুণ লজ্জা পেলাম— ···

নরক ॥ তা বলবার নয়। ···সম্রাট তখনি বিদূরথকে আদেশ দিলেন সম্রাটের ভগিনী, ভাগ্যদোষে না হয় গরীবেরই ঘরণী, তাই বলে সে যে এতটুক একখান পাথর পূজা কর্ব্বে সেটা ভাই বোন দুজনারি কলঙ্কের কথা। সম্রাটের ভগিনী—হয় হিমালয়, না হয়

বিন্ধ্য, না হয় নিদেন ঐ গোবর্দ্ধন-পাহাড় পূজা কর্ব্বে···তা না হলে পূজা আদৌ কর্ব্বেই না—

কংস ॥ অন্যায় বলেছি বোন ?

দেবকী ॥ বোনের ওপর তোমার অসীম অনুগ্রহ। এখন দয়া করে—

কংস ॥ দয়ার কথা কি বলছ ভগিনী ? মায়ার কথা বল। তুমিই না হয় মায়া-মমতা ত্যাগ করেছ, কিন্তু, আমি তো পার্লাম না। আমি ছুটে এলাম ভাগনেকে দেখতে !

বসুদেব ॥ তুমি তাকে হত্যা কর্ত্তে এসেছ—

কংস ॥ ভগিনীকে যেদিন তোমার হাতে সম্প্রদান করি, সেদিন কিন্তু দৈববাণী শুনেছিলাম অন্যরূপ। সে কথা, হাঁ, মনে পড়েছে। দৈববাণী হ'ল···কি দৈববাণী হ'ল নরক ?

নরক ॥ "ভগিনী-নন্দন হতে কংসের নিধন" !

কংস ॥ দৈববাণীর ছন্দটি বেশ।

"ভগিনী-নন্দন হতে কংসের নিধন !"

—কাণ জুড়িয়ে যায়···কাণে যেন মধু ঢেলে দেয়··· [বসুদেবকে] না ?

নরক ॥ দেবতাদের মধ্যে সব বড় বড় কবি রয়েছেন যে ! সেই যে ঢেঁকিবাহন না কি ওর নাম—

কংস ॥ —নারদ।···হাঁ, নারদের মুখেও একথা শুনেছি, [বসুদেবকে] আর তুমিও সে দৈববাণী ভোলনি নিশ্চয় ?

বসুদেব ॥ কেমন করে ভুলব ! ···যে মুহূর্ত্তে দৈববাণী হ'ল সেই মুহূর্ত্তেই, সেই বিবাহ-বাসরেই তুমি দেবকীর শিরচ্ছেদ কর্ত্তে

উদ্যত হলে। আমি তখনি তোমাকে নিবৃত্ত করলাম, দেবকীর অসাক্ষাতে, তোমাকে এক গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে—

কংস ॥ মনে আছে ? হাঃ হাঃ হাঃ

দেবকী ॥ [বসুদেবের প্রতি বিষম ব্যাকুলতায়] কি সে প্রতিশ্রুতি ? কি সে প্রতিশ্রুতি ?

বসুদেব ॥ হায় দেবকী, তখন জানতাম না যে পুত্র কি ! তখন জানতাম না যে পুত্র ইহলোকের আশা পরলোকের ভরসা ! তখন শুধু তোমার প্রেমমুগ্ধ মুখখানিই ছিল আমার স্বপ্ন, আমার ধ্যান, আমার কামনা, আমার প্রার্থনা—

দেবকী ॥ তুমি বল নাথ, কি সে প্রতিশ্রুতি ?

কংস ॥ সামান্য একটা কথা, বোনাইমশায় হয় তো ভুলেই গেছেন বোন্—

দেবকী ॥ তুমি বল—তুমি বল নাথ,—তুমি বল—

বসুদেব ॥ হৃদয় দৃঢ় কর দেবকী—

দেবকী ॥ করেছি, তুমি বল—তুমি বল—

বসুদেব ॥ সে প্রতিশ্রুতি আজ পুনরুচ্চারণ করতে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে···নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়···

কংস ॥ থাক—থাক্—আমি বলি—

দেবকী ॥ [বসুদেবকে] তুমি বল—

বসুদেব ॥ ঐ দৈববাণী ব্যর্থ কর্বার জন্য আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল তোমার সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই ঐ কংসের হাতে সমর্পণ করব।

কংস ॥ [পৈশাচিক অট্টহাস্য]

হাঃ হাঃ হাঃ

দেবকী ॥ [সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন]—কীর্ত্তিমান···

[যেদিকে কীর্ত্তিমান গিয়াছিল সেই দিকে ছুটিয়া প্রস্থান।]

কংস ॥ [পুনরায় পৈশাচিক উল্লাস—] হাঃ হাঃ হাঃ [দেবকীর প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, অন্য দিক দিয়া ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে কীর্ত্তিমান ছুটিয়া প্রবেশ করিল। ঠিক পূর্ব্বের মতো সেই তাম্বুলাধারটি মাথার উপরই রহিয়াছে—]

কীর্ত্তিমান ॥ [বসুদেবের নিকট গিয়া] বাবা—বাবা—এইটে লুকিয়ে রাখ তো—

কংস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ, তবে ঐ চোরই হল আমার ভাগ্নে! ওহে নরক, দেখছ—?

নরক ॥ সময় বুঝে, চোরের ওপর বাটপাড়ি সুরু না করলে, পরে পাল্লা দিয়ে পারবেন না সম্রাট—!

বসুদেব ॥ [মরিয়া হইয়া, কীর্ত্তিমানকে কংসের সম্মুখে লইয়া যাইতে যাইতে] এই অবসরে···এই অবসরে হে দস্যু···হে ঘাতক, তুমি আমার পুত্র গ্রহণ কর···ঐ হতভাগিনীর চোখের সামনে তার হৃদয়দুলালকে হত্যা ক'র না—

কংস ॥ [কীর্ত্তিমানকে অবলীলাক্রমে এক হাতে শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া বসুদেবের প্রতি] হত্যা?···[নরকের প্রতি] চোরের কি শাস্তি নরক?

নরক ॥ ঐ শিলাস্তূপে নিক্ষেপ এবং বধ। নইলে ঐ গুণধর ভাগ্নে মামার বাড়ীতে সিঁধ কেটে···বুঝতেই পার্চ্ছেন—

কংস ॥ অতএব—[কীর্ত্তিমানকে ঝাঁকি দিল—]

নরক ॥ ওপাপ অঙ্কুরেই বিনাশ—

কীর্ত্তিমান ॥ [ভয় পাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]—বাবা-গো !

বসুদেব ॥ ওরে—ওরে—[শুধু আকুলি বিকুলি। কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—]

[ছুটিয়া দেবকীর প্রবেশ।]

দেবকী ॥ [কীর্ত্তিমানকে দেখিয়া] ঐ—আমার হৃদয়দুলাল ঐ—! বুকে আয় বাপ, বুকে আয়—[গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন।—]

কীর্ত্তিমান ॥ মাগো—মা—

কংস ॥ এ চোরের মনে এখনো ভয় আছে ! [হঠাৎ তাহাকে নামাইয়া দেবকীর প্রসারিত ব্যগ্র বাহুতে ঠেলিয়া দিয়া] (অতএব আপাততঃ আমার কোন ভয় নেই !)

কীর্ত্তিমান ॥ মা !

দেবকী ॥ বাবা !

নরক ॥ চোরের শাস্তিবিধান করে ও অমঙ্গল অঙ্কুরেই বিনাশ করা উচিত ছিল সম্রাট।

কংস ॥ ওটা যে এখনো কাঁদে। তাও যদি বা তুচ্ছ কর্ত্তে পারতাম, কিন্তু [দেবকীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] ওকে...কোনদিনই পারি নি...আজও পারলাম না !

নরক ॥ হুঁ।

কংস ॥ [দেবকীকে] বেশ বোন্ বেশ ! ছেলে কোলে পেয়ে ভাইকে যে একেবারে ভুলেই গেলে !...কিন্তু তাতো চলবে না...আমার যে ক্ষিধে পেয়েছে...এসো নরক, দিদির ভাঁড়ার লুট করি—

[নরক ও বিদূরথসহ অন্দরে প্রস্থান।]

দেবকী॥ হয়ত আবার কোন নূতন মতলব...দেখি...[কীর্ত্তিমানসহ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্থান।]

* * [বসুদেবও মন্দিরে যাইবেন ভাবিতেছিলেন...এমন সময় বাহিরে কোলাহল উঠিল...

"ধর—ধর—

"মার্ ..মার্—

ব্যাধ-তাড়িতা হরিণীর মতো ছুটিয়া চন্দনার প্রবেশ। প্রবেশ-মাত্র বাহিরের একটি লোষ্ট্রাঘাতে চন্দনা আহত হইয়া সোপানে লুটাইয়া পড়িল——]

চন্দনা॥ বাবা——[আর্ত্তনাদ।]

বসুদেব॥ কি মা! একি মা!

চন্দনা॥ [বাহিরের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া] ওরা আমায় মেরে ফেল্‌ল!

[ছুটিয়া যাদবগণের প্রবেশ।]

যাদবগণ॥ [বসুদেবের প্রতি]

খবরদার—ওকে ছুঁয়ো না—

বসুদেব॥ কেন? ও যে চন্দনা—

১ম যাদব॥ হাঁ, পতিতা—

২য় যাদব॥ সুতরাং অস্পৃশ্যা—

বসুদেব॥ কেন? কেন?

৩য় যাদব॥ কংসের অনুচরেরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল—ওর জাতিনাশ হয়েছে—

বসুদেব॥ হাঁ, তোমাদের সম্মুখেই ধরতে এসেছিল···তোমাদের সম্মুখ

থেকেই ধরে নিয়ে গেল...তোমরা ভয়ে কেউ কথাটি কইলে না...
আজ জাতিনাশ হ'ল ওর !

১ম যাদব ॥ আজ হবে কেন, যে মুহূর্ত্তে পরপুরুষ-স্পর্শদোষ হল সেই মুহূর্ত্তেই নারী ধর্ষিতা হল—

বসুদেব ॥ তাহলে তোমরা ? ..তোমাদের তো শুধু স্পর্শদোষ হয় নি। তোমাদের পিঠে তারা পাদুকা প্রহার করেছে, সেই পাদুকাই আবার তখনি তাদের আদেশে তোমরা লেহন কর্ত্তে বাধ্য হয়েছ। ধর্ষিত হও নি ?...স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দানব কি শুধু নারীকেই ধর্ষন করছে ? তোমাদের কচ্ছে না ? তোমাদেরই চোখের সামনে কি তোমাদের পূজাধর্ম্ম বারিত হয় নি ? এই মন্দিরেই কি তোমাদের যুগযুগান্তের শালগ্রামশিলা চূর্ণীকৃত হয় নি ?...সেও যাক্, কোথায় গেল তোমাদের গোলাভরা ধান...অঙ্গনভরা গরু ? ধর্ষিত হও নি ? অসুর যখন তোমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমারি চোখের সামনে তোমারি মা...তোমার বোন্‌কে ধর্ষণ করে, সে কি শুধু নারী-ধর্ষণ ? পুরুষ কি তাতে ধর্ষিত নয় ?

১ম যাদব ॥ ও সব বুঝি নে। আমরা কিছুতেই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারব না—

২য় যাদব ॥ আমরা ওকে সমাজচ্যুত করেছি --

৩য় যাদব ॥ আমরা ওকে দেশছাড়া করব—

বসুদেব ॥ আমি বেঁচে থাকতে নয়। আয় মা আমার বুকে আয়...চল মা মন্দিরে...আমি পূজা করব...তুই আরতি করবি—

১ম যাদব ॥ খবরদার—, ধর্ম্মের অবমাননা সইব না...ও পতিতা—

বসুদেব ॥ আমরাও পতিত !

২য় যাদব ॥ কিন্তু আমাদের ঐ নারায়ণ...

বসুদেব ॥ তিনি পতিতেরই দেবতা...মূর্খ! তাই তাঁর নাম পতিত-পাবন নারায়ণ—

৩য় যাদব ॥ ও সব বুঝি না। ধর্ম্মের লাঞ্ছনা—

যাদবগণ ॥ [সমস্বরে] সইব না—সইব না—

মার—মার—

[বসুদেব চন্দনাকে লইয়া মন্দিরের সোপানপথে পা বাড়াইয়াছিলেন এমন সময় যাদবগণ পুনরায় লোষ্ট্র নিক্ষেপোন্থত হইল।]

বসুদেব ॥ ভগবান! ভগবান! ওরা জানে না ওরা কি কচ্ছে! ক্ষমা ক'রো...ক্ষমা ক'রো···আমাদের এই মোহান্ধ ভাইদের ক্ষমা ক'রো——

[অদূরে কংস, বিদূরথ ও নরকের প্রবেশ।]

কংস ॥ বাঃ এ আবার কি খেলা হে নরক! দেখেছ? [সেই মুহূর্ত্তেই একটি লোষ্ট্রাঘাত হইল। তাহাতে চন্দনা পুনরায় আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া সোপানপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। তাহার কপাল কাটিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল।]

বসুদেব ॥ ও—হো—হো—[চন্দনাকে ধরিলেন।] চন্দনা—চন্দনা—

কংস ॥ [কংসকে দেখিয়াই যাদবগণ লোষ্ট্রাঘাতে নিবৃত্ত হইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল—]...[যাদবদের প্রতি] এ কি খেলা খেলছ হে তোমরা? চমৎকার খেলা! [নরককে] দেখ—দেখ—এ খেলাতে ঐ মেয়েটির কপালে কেমন শোভা হয়েছে! [বিদ্রুপাত্মক হাস্তে যাদবদের প্রতি] ও...কুঙ্কুম খেলছিলে বুঝি?

যাদবগণ ॥ [নীরবে নতমুখে অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়া রহিল।]

কংস ॥ [চন্দনার দিকে তাকাইয়া] কুঙ্কুমে ঐ কপালে কি সুন্দর শোভা হয়েছে দেখেছ নরক ?

বসুদেব ॥ পরিহাস রাখ কংস। এ রক্তপাতও তোমারি কীর্ত্তি। তুমি এই অপাপবিদ্ধা নিষ্কলঙ্কা নারীকে লুণ্ঠন করেছিলে…ঐ মূর্খজনতা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিল তোমার ওপর নয়, এই নারীরই ওপর…যে নারীকে ওরাই একরূপ নিজ হাতে তোমার কামনার আগুণে নিক্ষেপ করেছে!

কংস ॥ আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে…কেন?…ওরা যে আমার [যাদবগণের প্রতি]…কি—?

যাদবগণ ॥ [নতজানু হইয়া]

—দাসানুদাস।

কংস ॥ —কুলোকে ও কথা বলে বটে, কিন্তু তোমরা ..ও কথা বললে মনে বড় ব্যথা পাই। দাসানুদাস তো কতই রয়েছে। কেউ কি জানতো…যে আমার এই উত্তপ্ত-ললাটে কি নিদারুণ প্রদাহ পুঞ্জীভূত হয়ে আমায় দগ্ধ করছে…কেউ কি চিন্তা ক'রে দেখেছিল কি তার ঔষধ ..কার শান্ত স্নিগ্ধ কল্যাণ-করের চন্দনপরশে তার শান্তি প্রলেপ হবে?

১ম যাদব ॥ [তাহাদের অপরাধের কৈফিয়ৎ হইবে মনে করিয়া] সেই-জন্যই তো সম্রাট আমরা ওকে আপনার প্রাসাদে পুনঃ প্রেরণের জন্য এই উৎপীড়ন করেছি—

কংস ॥ সে আমি দেখেই বুঝেছি—কিন্তু—

২য় যাদব ॥ [উৎসাহিত হইয়া] ওকে যেতেই হবে আপনার প্রাসাদে—

৩য় যাদব ॥ না গেলে ওকে কি আমরা সহজে ছাড়ব?

চন্দনা ॥ [ঐরূপ আহত অবস্থাতেও এই নতুন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মরিয়া হইয়া সোপান বাহিয়া মন্দিরে উঠিতে গেল—] আমি যাব না—আমি যাব না—[পড়িয়া গেল—কিন্তু পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিতে করিতে] আমি এই মন্দির আঁকড়ে পড়ে রইব · না হয় এইখানেই মাথা খুঁড়ে মরব...আমি যাব না···আমি যাব না···

বসুদেব ॥ হাঁ, তুমি যাবে না। হওনা কেন তুমি দুর্ব্বলা নারী, হোক্ না কেন দুর্ব্বল তোমার দেহ, কিন্তু, মনের বলে বলী হয়ে একবার যদি তুমি বল আমি যাব না—আমি যাব না—, নিষ্ফল হবে দানবের কামনা, ব্যর্থ হবে সয়তানের সাধনা। দেহই না হয় বন্দী কর্ব্বে, কিন্তু মন বাঁধবে কে ? মন বাঁধবে কে ?

কংস ॥ [যাদবগণের প্রতি] হুঁ।...যে স্বেচ্ছায় যায়, সে-ই ভালো-বেসে যায়...তারি শুশ্রূষা...শুশ্রূষা। কিন্তু যে তা যায় না · তাকে আমি চাই না—

যাদবগণ ॥ [নিছক চাটুকারের মতো] যথার্থ বলেছেন সম্রাট !

কংস ॥ তখন আমি চাই তাদের, যারা আমার প্রাসাদে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক প্রেরণ করবার জন্য অত্যাচার করেছে, লোষ্ট্রাঘাত করেছে !

নরক ॥ তাদের নিয়ে আপনি কি করবেন সম্রাট ?

কংস ॥ তাদের ছিন্ন শিরের তপ্ত-রক্তে এই উত্তপ্ত-ললাটের বিবক্ষয় কর্ব্ব ! কেন, তুমি কি জান না নরক, বিষস্য বিষমৌষধম !... বিদূরথ—

বিদূরথ ॥ প্রভু—

কংস ॥ [একহাতে ললাট চাপিয়া ধরিয়া যেন বিষম যন্ত্রণায়] কি পাচ্ছি ? চন্দনপরশ ? না তপ্তরক্ত ?

বিদূরথ ॥ [যাদবগণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—]

যাদবগণ ॥ [প্রাণভয়ে ছুটিয়া গিয়া সোপানপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া আৰ্ত্তকণ্ঠে] ..দয়াকর দেবী, দয়া কর...দয়া করে তুমি প্রাসাদে যাও—

বসুদেব ॥ [যাদবগণের প্রতি] ধর্ষিতা কি আজ শুধু ঐ নারী, তোমরা ধর্ষিত নও ? তোমরা ধর্ষিত নও ?

চন্দনা ॥ দেবী ! দেবী ! কে দেবী ? আমি তো ধর্ষিতা ..পতিতা... ! [কাঁদিয়া ফেলিল ।]

যাদবগণ ॥ [পাষাণ সোপানে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে] আমাদের জননী···আমাদের মাতা— ! দয়া কর দেবী, দয়া কর মাতা— !

বসুদেব ॥ [যাদবগণের প্রতি] ওরে ভীরু...ওরে কাপুরুষ···ওরে লুপ্ত-মনুষ্যত্বের পিশাচপ্রেত, জননীর নারীধৰ্ম্ম বিনিময়েও রক্ষা কর্ব্বি ঐ ক্ষুদ্র...অতি ক্ষুদ্র প্রাণ ?·· ওরে···তোরা মর— তোরা মর—

কংস ॥ [হুঙ্কার দিয়া] তপ্ত রক্ত ! তপ্ত রক্ত !

[তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণ তরবারি কোষমুক্ত করিল—]

যাদবগণ ॥ রক্ষা কর মা···রক্ষা কর—

চন্দনা ॥ ও—হো—হো ! আমি কি করি ! আমি কি করি ! [নিদারুণ অন্তর্বিপ্লব ।]

বসুদেব ॥ তুমি যাবে না—

কংস ॥ [হুঙ্কার দিয়া বসুদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে] রক্ত—রক্ত

[সৈন্যগণ উন্মুক্ত অসি হস্তে বসুদেবকে বধ করিতে রুখিল]

চন্দনা ॥ না—না—,

আমি যাব—

আমি যাব—

[কংসের দিকে ছুটিল।]

কংস ॥ [তৎক্ষণাৎ যেন তাহার সমস্ত যন্ত্রণা নিমেষে অন্তর্দ্ধান করিল। চোখে মুখে এক শয়তানি দীপ্তি লইয়া।]—স্বেচ্ছায় ?

চন্দনা ॥ —স্বেচ্ছায়···।

[বলিল বটে, কিন্তু এই একটি কথা বলিতে তাহার দেহমন যেন ভাঙিয়া পড়িল !]

বসুদেব ॥ —চন্দনা—

কংস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ !

তৃতীয় অঙ্ক

—এক—

পুষ্পবাটিকা।

একদিকে একটি মালতী লতার গাছ লতাইয়া উঠিয়া চাঁদোয়া রচনা
করিয়াছে, তাহারই তলে বসিবার জন্য সুবিস্তৃত সিংহ-পীঠিকা,
তাহার পদতলে পাদ-পীঠিকা। আর এক দিকে চতুষ্কোণ
একটি পাষাণ ঘর। ইহার বিশেষত্ব এই যে উহার
একটি মাত্র পাষাণ-দ্বার, প্রয়োজন হইলে তাহা
উপরে উঠাইয়া লওয়া যায়, আবার
প্রয়োজনমত উহা নামিয়া আসে।
পুষ্পবাটিকার পশ্চাতে ঝিল।
ঝিলের উপর সেতু।

[সিংহ পীঠিকায় চন্দনা। নর্ত্তকীগণ চন্দনার সম্মুখে নৃতগীত করিতেছিল।]

সুন্দরী গো সুন্দরী—
—সুন্দরী!

কী বাণ তুমি রেখেচ ঐ
ডাগর আঁখির তূণ ভরি
—তূণ ভরি।

মঞ্জীরে কি মঞ্জু-গীতি
চঞ্চলিয়া স্বপ্ন-স্মৃতি
চিত্ত-মধুপ নৃত্য করে
গুঞ্জরি আর গুঞ্জরি।

ছন্দ একি অন্তরে, ক্রন্দনহীন মন্তরে
—সন্তরে!

বিশ্ব যেন নিঃস্ব হয়ে তোমায় চাহে গো,
মর্ম্মকানন মর্ম্মরিয়া কি গান গাহে গো!
দীপ্ত বালুর তপ্ত-বুকে
পুষ্প ওঠে মুঞ্জরি,
—মুঞ্জরি!

[নরকের প্রবেশ।]

নরক॥ সম্রাট আমায় দিয়ে আপনাকে বলে পাঠালেন আপনার ধর্ম্মচর্চ্চায় কেউ কখনো ব্যাঘাত করবে না—। আপনি ইচ্ছা করলে পূজার্চ্চনা করতে পারেন। ···বলেন তো তিল-তুলসী আনিয়ে দি—

চন্দনা ॥ বাধিত হলাম। দিন না আনিয়ে—

নরক ॥ যথাজ্ঞা দেবী। [প্রস্থানোদ্যত]

চন্দনা ॥ দাঁড়ান— [নরক দাঁড়াইল।] [পাষাণ-ঘর দেখাইয়া] ··· ঐ ঘরটা কি বলুন দেখি। [নর্ত্তকীদের দেখাইয়া] ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কেউ বলতে পাচ্ছে না। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা জানে, কিন্তু, বলতে ইতঃস্ততঃ করছে। ব্যাপারটা কি বলুন না—

নরক ॥ ওর মস্ত একটা ইতিহাস আছে। সে শুনবেন এখন। ··· পূজার্চ্চনার হয়ত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে—

চন্দনা ॥ পূজার্চ্চনা কখন করতে হবে, কিম্বা, আদৌ করতে হবে কি না, সে ভাবনার ভারটা আমার ওপর দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার এখানে একটু বসুন দেখি। ব্যাপারটা কি বলুন তো—। ঘরটা যতই দেখছি, আমি ততই হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি··· চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর···আলো বাতাসের এক তিল পথ নেই···দেখলেই মনে হয় কারো বুঝি বা নাভিশ্বাস উঠেছে—

নরক ॥ যথার্থ বলেছেন। ঐ ঘরে একটি মাত্র পাষাণ দরজা আছে··· সে যে কোথায় তা এক সম্রাট ছাড়া আর কেউ জানে না। এক শুধু তার ইঙ্গিতেই সেই দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং রুদ্ধ হয়— !

চন্দনা ॥ কিন্তু আমাকেও যে সেই ইঙ্গিতটি আয়ত্ব কর্ত্তে হবে। ঐ ঘর-ই যে হবে আমার গোসাঘর— ! আচ্ছা সে হবে এখন। ···আপনার আর কোন প্রয়োজন আছে ?

নরক ॥ [বিস্মিত হইয়া] আমার তো কোন প্রয়োজন নেই, দেবীর

প্রয়োজনেই দাস এখানে বর্ত্তমান! ···এইবার তবে পূজার আয়োজন?

চন্দনা ॥ অবশ্য। পূজার কি আয়োজন কর্ব্বেন?

নরক ॥ তিল তুলসী—

চন্দনা ॥ আমার হয়ে ওগুলো যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসুন।

নরক ॥ [অবাক হইয়া চন্দনার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।]

চন্দনা ॥ অবাক হয়ে দেখছেন কি? ঐ আমার পূজা। রহস্য নয়। ···যান্—

নরক ॥ অধমের সঙ্গে পরিহাস কেন দেবী?

চন্দনা ॥ অধমের সঙ্গে কোনকালেই পরিহাস করি নি। পরিহাস কর্ত্তে পারি আপনার সম্রাটের সঙ্গে···। আপনার সঙ্গে পরিহাস কর্ছি···আপনার এরূপ ধৃষ্টতাময় কল্পনা ভবিষ্যতে আর যেন কখনো আমাকে ক্লিষ্ট না করে···। শুনুন—যমুনার জলে আমার হয়ে তিল তুলসী ভাসিয়ে দিয়ে এসে আমার জন্য একটি ধূপদানী নিয়ে আসুন···আমি আরতি কর্ব্ব—

নরক ॥ যথাজ্ঞা দেবী—

[প্রস্থানোদ্যত এমন সময় কংসের প্রবেশ। সকলে তাহাকে অভিবাদন করিল।]

কংস ॥ কোথায় যাও নরক?

নরক ॥ দেবীর পূজায়োজন ব্যবস্থা কর্ত্তে—

কংস ॥ এস। [নরকের প্রস্থান।] ··· [চন্দনার দিকে তাকাইল। দেখিল চন্দনাও তাহার দিকেই তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্ত কাল এই ভাবে কাটিল। পরে কংস ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্ত কাল কি ভাবিল, তাহার পর প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।]

চন্দনা ॥ —সম্রাট···

কংস ॥ [তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] —বল···

চন্দনা ॥ চলে যাচ্ছেন যে··· ?

কংস ॥ কেউ তো আমায় থাকতে বললে না।

চন্দনা ॥ সাহস ছিল না···, বলি নি। এবার সাহস পেলাম···, আসুন। [কংসকে সিংহ-পীঠিকায় লইয়া বসাইলেন।] এর পর কি কর্ত্তব্য তাও তো জানি নে! [নর্ত্তকীদের প্রতি] ··· এখন ?

[নর্ত্তকীগণ নৃত্য সুরু করিল।]

চন্দনা ॥ তারপর ?

[সুরা-বাহিনী "মদিরা" মদ্যের সরঞ্জামাদি লইয়া নাচিতে নাচিতে আসিল—]

চন্দনা ॥ [তাহার হাত হইতে পান-পাত্রাদি লইয়া কংসকে পরিবেশন করিতে গেল। মদিরা নৃত্য করিতে লাগিল। চন্দনার এই আচরণে কংস মহাবিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে বিমূঢ়ের মত তাকাইয়া রহিল। পরে চন্দনার এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ তাহার পক্ষে যেন এক আকস্মিক সৌভাগ্য···ইহাকে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া বরণ করা আবশ্যক এই কথা তাহার মাথায় খেলায় সে চট্ করিয়া এক নিমেষে চন্দনার হাত হইতে মদ্য লইয়া পান করিয়া ফেলিল। কিন্তু পানের পর চন্দনার দিকে চোখে চোখে চাহিতে চেষ্টা করিয়াও সাহস পাইল না।

মদিরার নৃত্য শেষ হইলে নরক ধূপদানী হাতে লইয়া প্রবেশ করিল।] তারপর বুঝি আরতি ? ···

ধূপদানী···আমার ধূপদানী··· [ছুটিয়া গিয়া নরকের হাত হইতে ধূপদানী লইল এবং কংসের সম্মুখে আসিয়া কংসকেই আরতি স্থরু করিল।]

কংস ॥ [অস্থির হইয়া উঠিল—]

তুমি—তুমি ভুল করছ চন্দনা। আমি—আমি তো তোমার নারায়ণ নই— !

চন্দনা ॥ আমার নারায়ণ ? কোনদিন কে ছিল ? ···যদি থাকতো, তবে আজ আমি এখানে কেন ? ···আমার কিছু নাই, কিছু ছিল না। অথবা যা কিছু ছিল···সব মিথ্যা। ···মিথ্যাই যদি না হবে, তবে আমি যে পতিতা···এইটেই আমার জীবনের সব চাইতে বড় সত্য হয়ে দাঁড়াল কেন ? ···কিছু না—সব মিথ্যা···শুধু এইটুকু আজ সত্য···যে আমি পতিতা···আমাকে সমাজ পদাঘাতে দূর করে দিয়েছে, দেবতা চরণে ঠেলেছেন··· কিন্তু···মাথায় তুলে নিয়েছ তুমি···তুমিই আজ আমার দেবতা··· তুমিই আমার আরতি নাও···পূজা নাও—

—চন্দনার গান—

আরতি নাও মরমের, অধরের নাও গো বাণী,
সারথি মনোরথের হবে আজ হবেই জানি।
বিমলিন কুসুম-ডোরে
তুলে নাও আদর ক'রে
গাঁথো আজ নতুন মালা, ভরো মন-কুসুমদানী।

আকাশে অরুণ ডালা, বাতাসে ফুলের আতর,
তরুণ ঐ প্রজাপতি, আলোকের পুলক-কাতর।

আমি এই মধুর প্রাতে
বসে আজ বঁধুর সাথে
বাজাব ভৈরবীতে হৃদয়ের বীণাখানি।

কংস ॥ আমি আজ ধন্য! আমি আজ ধন্য! আজ আমি জয়ী··· পরমজয়ী···। দেবতাকে পরাজিত করে তার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ আজ আমি লাভ করেছি···সে তুমি!

চন্দনা ॥ কেমন আরতি হল?

কংস ॥ আমার ভাষা নাই—আমার ভাষা নাই—

চন্দনা ॥ খুসী হয়েছ—?

কংস ॥ কেমন করে বোঝাব আমি কত খুসী হয়েছি! নরক···আজ আমি একা খুসী হব না···রাজ্যে আজ উৎসবের ব্যবস্থা কর·· এ উৎসবের নাম হবে চন্দনোৎসব···

নরক ॥ যথাজ্ঞা সম্রাট!

[নর্ত্তকীগণ ও নরক চলিয়া গেল।]

চন্দনা ॥ কিন্তু আমার যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!

কংস ॥ কেন? কেন?

চন্দনা ॥ ঐ পাষাণ-ঘরটি দেখে।···ও কি?···রুদ্ধ কক্ষে আলো নাই, বাতাস নাই···আলো-বাতাস প্রবেশ করে তার তিলমাত্র পথ নাই। কেন?

কংস ॥ [শিহরিয়া উঠিয়া] ও একটা দুস্বপ্ন…

চন্দনা ॥ কিন্তু তা কি করে হয়…! ওটা তো জেগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি…স্বপ্ন দেখে লোকে ঘুমিয়ে।

কংস ॥ হাঁ চন্দনা, আমি সেদিন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। নিদ্রা-কালের সেই দুঃস্বপ্নকে জাগ্রত অবস্থায় ব্যর্থ কর্ব্বার মানসে আমি ঐ পাষাণের অন্ধকূপ রচনা করেছি…আমার দুঃস্বপ্ন ঐ পাষাণ-কারায় রুদ্ধ হয়ে ব্যর্থ হয়ে আছে!

চন্দনা ॥ কি দুঃস্বপ্ন?

কংস ॥ [পরম আগ্রহ এবং কৌতুহল সহকারে, কিন্তু নিম্নস্বরে] আচ্ছা চন্দনা, দুঃস্বপ্ন কি সত্য সত্যই ফলে?

চন্দনা ॥ সুখ-স্বপ্ন বরং ফলে না, কিন্তু দুস্বপ্ন ফলবেই ফলবে…আমার জীবনেই দেখেছি—!…কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ সম্রাট?

কংস ॥ যে দুঃস্বপ্নই দেখে থাকি, আমি তা বিফল কর্ব্ব…ব্যর্থ কর্ব্ব… আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।…এ আমার জীবন-মরণের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে চন্দনা--!

চন্দনা ॥ আপনার নাম কি কংস নয়? কে আপনি?

কংস ॥ কেন?

চন্দনা ॥ বিশ্বের বুকে যে ত্রাস সঞ্চার করেছে শুনতে পাই, সে যদি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে এমনই ভীত হয়ে পড়ে, যে, সে-দুঃস্বপ্নের কাহিনীটি পর্য্যন্ত বলতে আতঙ্কে শিউরে ওঠে,—ও প্রশ্ন কি নিতান্তই অশোভন?

কংস ॥ [দুর্ব্বলতা যথাসম্ভব গোপন করিয়া সপ্রতিভের মতো উত্তর

দিবার চেষ্টা সহকারে] না—না—স্বপ্ন-কাহিনী বলব না কেন ?···
আমি বলছিলাম কি···ভারী তো একটা স্বপ্ন, তার আবার
কাহিনী···কেইবা বলে আর কেই বা শোনে !

চন্দনা ॥ [দৃঢ়তায়] আমি শুনব—

কংস ॥ [চন্দনার সহিত না পারিয়া] শোন। ভারী মজার কথা।
সেই যে একটুকরো পাথর···যাকে তোমরা শালগ্রাম বল্‌তে···
ঐ যা শেষে, আমি নয়, বিদূরথ চূর্ণ বিচূর্ণ করল···তারি পূজা-
বেদীতে ওরা খুব রং চং করে এক জমকালো মূর্ত্তি গড়ে
পূজা শুরু কর্ল। ···সে মূর্ত্তির কি বাহার ! চার চারখানা হাত···
এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, এক হাতে গদা, আর এক
হাতে পদ্ম ! ···হাসির কথা নয় চন্দনা ?

চন্দনা ॥ ···কিন্তু স্বপ্নের কথাটি কি ?

কংস ॥ দাঁড়াও, বলি—, ব্যস্ত কেন ? আমার ভারী পিপাসা পেয়েছে।
তুমি আমায় একটু জল দাও। না,—যাক্ গে, শোন—।
স্বপ্ন দেখলাম আমারি বোন দেবকী। দেবকী সেই চতুর্ভুজ
মূর্ত্তি পূজা করছে। দুচোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রুর প্রবাহ।
দেবকী প্রার্থনা করছে—

চন্দনা ॥ কি প্রার্থনা সম্রাট ?

কংস ॥ দেবকী প্রার্থনা করছে, হে দেবতা···তুমি বরাভয় মূর্ত্তিতে
ধরাতলে জন্ম নাও···জন্ম নিয়ে, সেও ভারী এক হাসির
কথা—!

চন্দনা ॥ তুমি স্বপ্নের কথা বল—

কংস ॥ বলি।···তুমি আমায় জল দাও।···না—না···জল নয়···। থাক্।
···তারপর—

চন্দনা ॥ হাঁ, তারপর ?

কংস ॥ সেই মূর্ত্তির মুখে হাসি ফুটল···যেমন অন্ধকার রাত্রের পর প্রভাতের হাসি ফোটে। ···সেই অচল-মূর্ত্তি সচল হল।···মূর্ত্তি ক্রমে দেবকীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল···আমি চোখে ক্রমেই ঝাপ্‌সা দেখতে লাগলাম···শেষটায় মনে হল—ও-হো-হো—
[চীৎকার করিয়া উঠিল] সুরা ! সুরা !

চন্দনা ॥ [তৎক্ষণাৎ মদ্যদান করিল। কংস পানান্তে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে···] —শেষটায় ?

কংস ॥ শেষটায় মনে হল—মনে হল যেন, আমি স্বচক্ষে দেখলাম··· সেই মূর্ত্তি দেবকীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল,—চন্দনা, চন্দনা, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ···পরে বুঝলাম সে আর্ত্তনাদ আর কারো নয়, আমার। মনে হল আমি শয্যা থেকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত। কোটী শঙ্খ-ধ্বনির মাঝে আমার সে আর্ত্তনাদ অতল তলে ডুবে গেল। নরক ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠল—ভূমিকম্প ! ভূমিকম্প ! [ভয়ে আতঙ্কে, আত্মহারার মতো ছুটিয়া যাইতেই পাষাণঘরের দেওয়ালে বাধা পাইল—]

চন্দনা ॥ ভূমিকম্প ? স্বপ্ন না সত্য ?

কংস ॥ হোক্ স্বপ্ন···অথবা হোক্ সত্য···কিছুমাত্র আসে যায় না··· যখন—হাঃ হাঃ হাঃ [অট্ট হাস্য]

চন্দনা ॥ যখন—?

কংস ॥ [ঊর্দ্ধে চাহিয়া ইঙ্গিত। সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ-ঘরের সম্মুখস্থ

পাষাণদ্বার ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। দেখা গেল নারায়ণ-মন্দিরের চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি বেদীর উপর রক্ষিত রহিয়াছে—] যখন সেই স্বপ্নদৃষ্ট মন্দির-দেবতা আজ আমার এই পাষাণ-ঘরে চিরতরে বন্দী···এবং—

চন্দনা ॥ —এবং ?

কংস ॥ দেবকী, বসুদেব তাদের অনুচরগণ সহ শতরক্ষী-পরিবেষ্টিত লৌহ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত···শুধু এই জন্য যে—

চন্দনা ॥ বল—বল—

কংস ॥ আমি অতিমানব অথবা দানব। যে দুঃস্বপ্ন মানুষকে বিধ্বস্ত করে, আমি সেই দুঃস্বপ্নকে ব্যর্থ করি···ঐ খানেই আমার আনন্দ এবং ঐ খানেই আমার উল্লাস !

চন্দনা ॥ [আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রতিমা লক্ষ্যে] ঠাকুর—ঠাকুর—[প্রণাম করিতে গিয়াই বিদ্রোহিনীর মতো] না—না—কে ও ! কি ও ! কিছু না···শুধু মাটি, শুধু পাথর—[যেন সেখান হইতে পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে, কংসের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল—] চল সম্রাট—

কংস ॥ আমি তবে তোমায় পেলাম চন্দনা—[চন্দনার হাত দুখানি বুকে লইয়া—চুম্বনের পূর্ব্বে চন্দনার মুখের পানে তাকাইল]

চন্দনা ॥ [চমকাইয়া উঠিয়া] না—আজ নয়।

কংস ॥ [সাগ্রহে] তবে ?—

চন্দনা ॥ [কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, হঠাৎ—] আগে তোমার দুঃস্বপ্ন ব্যর্থ হোক্—

কংস ॥ ব্যর্থ হবে—।

চন্দনা ॥ যেদিন হবে, সেদিন তুমি আমায় পাবে।—[ধীরে ধীরে কংসের বাহু-বন্ধন খসাইয়া লইয়া কংসের সহিত প্রস্থান করিতে গিয়াই ঘুরিয়া পুনরায় প্রতিমা দেখিল···নির্ণিমেষ নেত্রে দেখিল—] শুধু মাটি···শুধু পাথর···শুধু রংবেরংএর খেলা···কিন্তু···কি সুন্দর··· দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়···প্রাণ শীতল হয়···[কংসকে] না ?

কংস ॥ আমার চোখ জ্বলে যায়—ওটাকে···

চন্দনা ॥ চূর্ণ করো না। কে বলে ও ঠাকুর ?···কি ওর সাধ্য ? কি ওর ক্ষমতা ?···তার চাইতে ও হবে আমার খেলবার পুতুল··· ওকে স্নান করাব···খাওয়াব···গয়না পরাব···ভালোবাসব···বন্দী রেখে বন্দনা কর্ব্ব—

কংস ॥ আমার দোষ নাই,—

তবে দেখছি সেই সঙ্গে তুমিও আমার বন্দিনী হয়ে গেলে—

[চন্দনাকে লইয়া প্রস্থান। —]

[অন্যদিক দিয়া চোরের মত বিদূরথ-পত্নী অঞ্জনার প্রবেশ। সে পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে কংস এবং চন্দনা চলিয়া গেল···সেই মুহূর্ত্তে সে পাষাণ-ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। তাহার মস্তকে কঙ্কাপ্রদত্ত চিত্রিত সেই মঙ্গল কলস।]

অঞ্জনা ॥ [প্রতিমা-সম্মুখে নতজানু হইয়া] ঠাকুর! ঠাকুর! দয়াময় প্রভু! স্বামীর কাছে যেদিন শুনেছি এখানে তোমার শুভাগমন হয়েছে, সেইদিন হতে আমি এই সুযোগটুকুরই প্রতীক্ষা করছিলাম, আজ তোমার দয়া হয়েছে···আমার সম্মুখে প্রকাশ হয়েছ! প্রণাম ঠাকুর, প্রণাম— [প্রণামোদ্যতা হইতেই বিদূরথের প্রবেশ।]

বিদূরথ ॥ অঞ্জনা—

অঞ্জনা ॥ [চমকিয়া উঠিল। তাকাইয়া দেখে স্বামী বিদূরথ। তাহার আর প্রণাম করা হইল না।] ···প্রভু!

[মাথা নীচু করিয়া অপরাধিনীর মতো দাঁড়াইয়া রহিল।—]

বিদূরথ ॥ কঙ্কণের প্রভুদ্রোহিতা, পিতৃদ্রোহিতা আমি ধরিনা, সে তরল-মতি উচ্ছৃঙ্খল যুবক, কিন্তু তোমার এরূপ দুঃসাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। কোন সাহসে তুমি সম্রাট কংসের প্রাসাদে নারায়ণ পূজা কর্ত্তে এসেছ?

অঞ্জনা ॥ পূজা নয় প্রভু, স্নান। আমার রঞ্জনের কল্যাণে মানত আছে। ঠাকুরের কাছে মনে মনে মানত করেছিলাম আমার খোকা সেরে উঠে যেদিন আরোগ্য স্নান কর্ব্বে, সেদিন হে ঠাকুর—, আমি তোমায় দুধ দিয়ে স্নান করাব। রঞ্জন সেরে উঠল, কিন্তু তুমি আমায় মন্দিরে যেতে দাওনি বলে আজো আমি ঠাকুরকে দুধ দিয়ে স্নান করাতে পারিনি—

বিদূরথ ॥ [ক্রোধে] অঞ্জনা—

অঞ্জনা ॥ প্রভু—

বিদূরথ ॥ যদি আমি তোমার স্বামী হই, তবে—

[কংসের প্রবেশ—]

কংস ॥ ব্যাপার কি বিদূরথ?

বিদূরথ ॥ [অঞ্জনাকে আদেশ সূচক স্বরে] ঐ মঙ্গলকলসীর দুগ্ধে আমার মহিমাময় প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন কর—

কংস ॥ ইনি কে বিদূরথ?

বিদূরথ ॥ কঙ্কণের মাতা। পুত্রের প্রভুদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত মানসে

প্রভুপাদ প্রক্ষালনের জন্য মঙ্গলকলসে দুগ্ধ এনেছে—যদিও আমি জানি সে গুরুতর অপরাধের এ কিছু মাত্র প্রায়শ্চিত্ত নয়—

কংস ॥ তোমাদের প্রভুভক্তি জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে রইবে বিদূরথ! প্রভুভক্তির এই আদর্শ আমার প্রতি প্রজাকে অনুপ্রাণিত করুক!

বিদূরথ ॥ অগ্রসর হও অঞ্জনা—

অঞ্জনা ॥ এর চাইতে মৃত্যু ভালো ছিল! এর চাইতে মৃত্যু ভালো ছিল!

কংস ॥ ও কি বিদূরথ?

বিদূরথ ॥ স্ত্রীজাতি সুলভ লজ্জা। কিন্তু অঞ্জনা, লজ্জা কি? উনি যে তোমার প্রভুর প্রভু! অগ্রসর হও অঞ্জনা—

অঞ্জনা ॥ কিন্তু হায় নাথ, যে দুগ্ধ বিশ্ব-নিখিলের প্রভুর স্নান উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে এনেছি তা দিয়ে কি করে অপরের পদ প্রক্ষালন কর্ব্ব! এতে যে আমার দুধের শিশু চিররুগ্ন রঞ্জনের মহা অকল্যাণ হবে!

কংস ॥ [বিদূরথের প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক কটাক্ষে] তাই তো, এতো চরম লজ্জারই কথা বিদূরথ!

বিদূরথ ॥ [ক্রোধে] অঞ্জনা, যদি আমি তোমার স্বামী হই, যদি তুমি আমার স্ত্রী হও···সতী হও···সহধর্ম্মিণী হও—অগ্রসর হও—

অঞ্জনা ॥ [কংসের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে] ভগবন! ওগো নারায়ণ! আকাশের বজ্র আমার মাথায় ভেঙে পড়ুক···আমার মৃত্যু হোক্—আমার মৃত্যু হোক্—

[সেতুপথ আলোকিত হইল। দেখা গেল কঙ্কণ অঞ্জনার মস্তকোপরি অবস্থিত মঙ্গলকলস লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপে উদ্যত—]

কঙ্কণ ॥ হাঁ, তাই হোক মা, তাই হোক—

বিদূরথ ॥ কঙ্কণ···মাতৃহত্যা হবে—

কঙ্কণ ॥ জানি, হয়তো হবে। মাতার···দেবতার···এই পৈশাচিক অপমান প্রচেষ্টা ব্যর্থ কর্ব্বার জন্য, ওরে আমার হতভাগিনী মা, ঐ মঙ্গলকলস লক্ষ্য করে যে তীর যোজনা করেছি, যদি তা কলস বিদ্ধ করে, পৃথ্বীরূপে নারায়ণ স্নাত হবেন, তোর মুখ উজ্জ্বল হবে, সয়তান লজ্জায় মুখ ঢাকবে···আর যদি এই তীর আমার অক্ষমতায় লক্ষ্য ভেদে অসমর্থ হয়ে তোকেই বিদ্ধ করে, তবে ওরে আমার অত্যাচারিতা···নির্য্যাতিতা···ঘরে-বাইরে লাঞ্ছিতা মা, তুই মৃত্যু চেয়েছিলি, মুক্তি পাবি···। —ছাড়ি তীর ?

অঞ্জনা ॥ [আকুল আগ্রহে চীৎকার করিয়াই উঠিল]
—ছাড়ো তীর—

কংস ॥ (কপটতায়) মাতৃহত্যা হবে—আ-হা-হা, মাতৃহত্যা হবে।

কঙ্কণ ॥——আমার—- আমার। সেও ভালো, তবু—

[তীর ক্ষেপণ। তীর কলস ছিদ্র করিল। দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। কঙ্কণ অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিল। ঊর্দ্ধ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বর্গে বুঝিবা দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তাহারি মধ্যে কঙ্কণ ছুটিয়া আসিল এবং মাতাকে জড়াইয়া ধরিল—]

কঙ্কণ ॥ মা ! আমার মা !

অঞ্জনা ॥ বাবা !

—দুই—

প্রান্তর

ধরিত্রী

মন্দিরে মন্দিরে জাগো দেবতা !
আনো অভয়ঙ্কর শুভ বারতা,
জাগো দেবতা—জাগো দেবতা ॥
শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী,
কারায় কারায় জাগে তব শরণি,
বিশ্ব মূক ভীত, কহ গো কথা ॥
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা।
নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী,
অশ্রুতে অশ্রুত শঙ্খধ্বনি,
পঙ্গু রুগ্ন নর অত্যাচারে,
ধর্ষিতা নারী আজি দৈত্যাগারে,
জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা .
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা ॥

—তিন—

কারাগার

[বহিঃপ্রকোষ্ঠে একটি খট্টার ওপর শয্যা—তদুপরি রোগকাতর কীর্ত্তিমান। পার্শ্বে বসুদেব ও দেবকী। দূরে, যথাস্থানে প্রহরী।—]

বসুদেব ॥ কীর্ত্তিমান—কীর্ত্তিমান—

[কোন উত্তর পাইলেন না—।]

দেবকী ॥ বাবা আমার—

[কোন উত্তর না পাইয়া, বসুদেবের প্রতি] তবে কি—তবে কি—

বসুদেব ॥ না দেবকী, এখনো জীবন আছে—…কে ?

[ঘাতক সহ বিদূরথের প্রবেশ।]

বিদূরথ ॥ রাজভৃত্য বিদূরথ।

বসুদেব ॥ কি উদ্দেশ্যে আগমন ?

বিদূরথ ॥—[ঘাতকের প্রতি দৃষ্টিপাত। সে শয্যার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

বসুদেব ॥…কার শির চাও—?

বিদূরথ ॥ আমি চাই না…, না,…চাইব-ই বা না কেন, যখন আমার প্রভু চান—

দেবকী ॥ কার শির ?

বিদূরথ ॥ [কীর্ত্তিমানকে দেখাইয়া]

—ওর—

বসুদেব ॥ কি দোষ করেছে ও ?

বিদূরথ ॥ তার উত্তর আমি দিতে অক্ষম।

বসুদেব ॥ কিন্তু একটিবার কি তা ভেবেও দেখবে না বিদূরথ—? তুমি আমার জ্ঞাতি…আমার আত্মীয়…এই শিশু তোমার পর নয়।

বিদূরথ ॥ তুমি আমাকে প্রভুদ্রোহিতা শিক্ষা দিচ্ছ বসুদেব। সাবধান

দেবকী ॥ আমার এই দুধের শিশু, তাও মুমূর্ষু…তার শির নিয়ে কংসের লাভ—?

বিদূরথ ॥ ওটা বোধ হয় প্রভু-নিন্দা হচ্ছে—। [কানে হাত দিয়া] …সে আমি সইব না—সইব না—

বসুদেব ॥ কেন সইবে! আমার শির নাও—দেবকীর শির নাও—ঐ শিশুরও শির নাও—! …আমাদের সবার শির এক সঙ্গে নাও, আমাদের রক্ষা কর—আমাদের বাঁচাও—

বিদূরথ ॥ সত্যি বলছ?

বসুদেব ॥ জীবনে মিথ্যা বলি নি বিদূরথ…ঐ আমাদের প্রার্থনা—

দেবকী ॥ আমাদের এই প্রার্থনা—এই কামনা পূর্ণ কর বিদূরথ, !…

বিদূরথ ॥ প্রভুর কিন্তু সেরূপ আজ্ঞা নয়—

বসুদেব ॥ তোমার প্রভুকে না হয় আমাদের এই কামনা জ্ঞাপন করে এইরূপ আদেশই নিয়ে এস—

বিদূরথ ॥ আচ্ছা, যাচ্ছি।…তোমাদের সম্বন্ধে কি আদেশ হবে বলতে পারি নে, প্রভুই জানেন, কিন্তু…[কীর্তিমানকে দেখাইয়া] ওর সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট আদেশ আছে। …ওকে প্রস্তুত রেখো—

[সানুচর প্রস্থান।—]

দেবকী ॥ মুমূর্ষু…মুমূর্ষু আমার এই দুধের শিশু…ঘাতকের মূর্তি চোখে দেখা মাত্র প্রাণটুকু বেরিয়ে যাবে—ওকে আমি কি প্রস্তুত কর্ব্ব স্বামী?

বসুদেব ॥ হাঁ, ওকেও প্রস্তুত কর্ত্তে হবে দেবকী। জীবনের শেষ শ্বাসে ও জেনে যাক্…কেন…কিসের জন্য…পিতার বুকভরা স্নেহ, মাতার মনভরা মমতা… ধরণীর এই মায়া-মধুর গেহ ছেড়ে অকালে ওকে বিদায় নিতে হ'ল।

দেবকী ॥ জান্‌লে, ওর ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস পড়বে—

বসুদেব ॥ অত্যাচারীর অত্যাচার যদি সত্য হয়, অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাসও তেমনি সত্য। যুগে যুগে অত্যাচারও হয়েছে যেমন সত্য · আবার সকল অত্যাচারিতের মিলিত দগ্ধশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে যে আগুণ জ্বেলেছে সেই আগুণে অত্যাচারী দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়েছে, তেমনি সত্য।

কীর্ত্তিমান ॥ [চেতনা লাভ করিয়া]

মা- -মা—

দেবকী ॥ বাবা আমার—

কীর্ত্তিমান ॥ আমায় একটু মধু দাও মা—

দেবকী ॥ মধু তো নেই বাবা…

কীর্ত্তিমান ॥ —ছিল তো মা—

বসুদেব ॥ হাঁ ছিল। …কিন্তু…সে মধু আমরা আর পাব না বৎস!

কীর্ত্তিমান ॥ কেন বাবা?

বসুদেব ॥ আমাদের সকল মধু কেড়ে নিয়েছে—

কীর্ত্তিমান ॥ কে নিল বাবা?

বসুদেব ॥ তোমার মামা, কংস।

কীর্ত্তিমান ॥ তবে…তবে…মা, একটু দুধ দাও…আমাদের সেই কাজলি গাই…তার দুধ—

বসুদেব ॥ তাও নেই।

কীর্ত্তিমান ॥ সে কি বাবা… আমার যে বড় আদরের কাজলী গাই… তার শ্যামলী বাছুর—

বসুদেব ॥ —কেড়ে নিয়েছে

কীর্ত্তিমান ॥ কে? কে কেড়ে নিল?

বসুদেব ॥ যে আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছে—

কীর্ত্তিমান ॥ কে সে বাবা?

বসুদেব ॥ তোমার মামা, কংস।

কীর্ত্তিমান ॥ মা, তবে তোর বুকের দুধ আমায় দে না …আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে…

দেবকী ॥ তাও নেই—তাও নেই—ওরে আমার অভাগা সন্তান… আজ মায়ের বুকেও দুধ নাই—

বসুদেব ॥ কোথা থেকে থাকবে? ওরা তোমার মাকে কখনো অদ্ধাশনে কখনো অনশনে রেখেছে।… ওরে, আমরা আজ পিপসায় জলটুকুও পাইনে।

কীর্ত্তিমান ॥ তবে কি একটু জলও খেতে পাব না—মা?

দেবকী ॥ —পাবে। …দিচ্ছি—

[লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জল আনিয়া দিলেন—]

বসুদেব ॥ পিপাসার ঐ জলটুকুও তোমার মাকে ভিক্ষা করে সংগ্রহ কর্ত্তে হয়েছে, অথচ এই কারাগারের বাইরেই দুকূল প্লাবিত করে বয়ে যায় স্নেহময়ী মায়াময়ী মমতাময়ী যমুনা … সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে ক্ষুধা মেটায় পিপাসা মেটায়, প্রাণ জুড়ায়!

কীর্ত্তিমান ॥ যমুনা—যমুনা !—তুমি কাঁদছ কেন ? আমি ও' ভিক্ষার জল খাব না মা—আমি বাইরে যাবো [উঠিবার চেষ্টা] কিন্তু একি মা···আমার মনে হচ্ছে ক্রমেই যেন সব আঁধার হয়ে আসছে [ক্রমিক অবসাদে] এ আমি কোথায় চলেছি মা—? [দেবকীকে আঁকড়িয়া ধরিল]

বসুদেব ॥ বল দেবকী, বল—কীর্ত্তিমান জিজ্ঞাসা কচ্ছে সে আজ কোথায় চলেছে···! বল—[সেখান হইতে চোখের জল ঢাকিয়া পার্শ্বস্থ অন্য প্রকোষ্ঠে পালাইলেন]

কীর্ত্তিমান ॥ [ভয়ে] এ আমি কোথায় চলেছি মা ?

দেবকী ॥ তুমি—তুমি চলেছ স্বর্গে—ভয় কি বাবা ?

কীর্ত্তিমান ॥ স্বর্গ—?

দেবকী ॥ হাঁ, স্বর্গ।···স্বর্গের তো কত গল্পই তোমায় বলেছি···

কীর্ত্তিমান ॥ সেই স্বর্গ···যেখানে হীরার গাছে সোণার ফল—, সোণার ফুলে মণির আলো !···না মা, সে ভালো না—ভালো না—

দেবকী ॥ কেন বাবা ?

কীর্ত্তিমান ॥ ভালো লাগে আমাদের সেই সোঁদাল গাছে হলদে ফুল, হলদে ফুলে, হলদে পাখী,···খানিকটা দেখতে পাই··· খানিকটা পাই নে ! ভালো লাগে আমার কড়াই শুটির ক্ষেত, তারি মাঝে প্রজাপতির দল, পাখ্‌নায় তাদের রামধনুকের রং···ধরতে গেলেই ছুটে পালায়···অমনি তার পেছন ছুটি, কি ভালোই না লাগে সেই ছুটোছুটি।

দেবকী ॥ হাঁ ছুটোছুটি, কিন্তু স্বর্গে তারা আপনা হতেই ধরা দেয়··· জানো ?

কীর্ত্তিমান॥ আপনা হতেই ধরা দেয়? তবে আর খেলা হল কি?
···তার চাইতে ছুটতে আমার লাগে ভালো—কচি রোদের কাঁচা সোণায়, নদীর ধারে বালুর চরে···যখন দেখি নদীর বাঁকে রাজহাঁসের মতো পাল তুলে পান্সী ছোটে! আমিও ছুটি তারি সাথে···শেষে মা আর পারি না, পাল তুলে হাল বেয়ে পান্সী যায় পালিয়ে—

দেবকী॥ স্বর্গে আছে সোণার নৌকা—রূপালী তার পাল—

কীর্ত্তিমান॥ আছে,—থাক্। সোণার নৌকা কি ছুটতে পারে মা? নাই যদি ছুটল···তবে সে কি হল খেলা? সে আমার ভালো লাগে না মা, আমার লাগে ভালো তোমায় আমি জ্বালাতন করে পাগল করে তুলি···ঠাকুরের ফুল চুরি করে মালা গেঁথে গলায় পরি—পূজার প্রসাদ পূজার আগেই চুরি করে খাই, ভালো লাগে মা, ভালো লাগে, তুমি যখন মা আমায় মার্ত্তে এস তেড়ে, একটি লাফে তোমার বুকে উঠি···হাসি মুখে চুমো দিয়ে, কোলে আমায় নাও—। স্বর্গে আমায় কে দেবে মা চুমো?

দেবকী॥ স্বর্গে রয়েছেন দেবতা···দেবতা দেবেন চুমো—

কীর্ত্তিমান॥ দেবতা আমি চিনি না মা, দেবতা আমি চিনি না!···তুমি শুধু একটি কথা আমায় বল—

দেবকী॥ কি বাবা—?

কীর্ত্তিমান॥ স্বর্গে আছে হীরার গাছ···হীরার গাছে সোণার ফুল! সোণার ফুলে মণির আলো···। স্বর্গে আছে চুনির প্রজাপতি··· পান্না দিয়ে গড়া তার পাখা। জানি মা জানি, স্বর্গে আছে

সোণার নৌকা…রূপালী তার পাল। …স্বর্গে আছে সব…
সোণা আছে, রূপা আছে,…রং বেরংএর পাখী আছে…সবি
আছে মা সবি আছে…কিন্তু একটি কথা আমায় বল—

দেবকী ॥ কি বাবা— ?

কীর্ত্তিমান ॥ [মায়ের মুখের দিকে উন্মুখ হইয়া] …স্বর্গে কি আছে
আমার মা ? [বলিয়াই মায়ের আঁচল মুঠিতে চাপিয়া ধরিল—]

দেবকী ॥ …ওরে—ওরে—

কীর্ত্তিমান ॥ [মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া] —নাই ? নাই ?

দেবকী ॥ [মুখ সরাইয়া লইয়া] না—না—না— [কাঁদিয়া
ফেলিলেন—]

কীর্ত্তিমান ॥ আমি যাব না—
স্বর্গে আমি যাব না—
তোমায় ছেড়ে স্বর্গে আমি যাব না [কাঁদিতে লাগিল]

[ঘাতক-সহ বিদূরথের প্রবেশ—]

বিদূরথ ॥ [কীর্ত্তিমানকে দেখাইয়া] ওকে যেতেই হবে। …
[দেবকীকে] তোমরা থাকবে—

কীর্ত্তিমান ॥ [বিদূরথের ঐ কথা শুনিয়া মাকে আরো বেশী আঁকড়াইয়া
ধরিয়া] —না—না, আমি যাব না—স্বর্গে আমি যাব না—

বিদূরথ ॥ [কীর্ত্তিমানের দিকে ছুটিয়া গিয়া] রাজাজ্ঞা…প্রভুর আদেশ
তোমাকে যেতেই হবে কীর্ত্তিমান—

কীর্ত্তিমান ॥ [শঙ্কিত দৃষ্টিতে বিদূরথের প্রতি একবার চাহিয়াই] না—
না—মা—

[সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু তখনি মৃত্যু তাহাকে

আলিঙ্গন করিল। তাহার দেহ শ্লথ হইয়া দেবকীর কোলে পড়িয়া গেল]

দেবকী ॥ বাবা—বাবা—

[বসুদেব ছুটিয়া কীর্ত্তিমানের সম্মুখে আসিলেন—]

বসুদেব ॥ কীর্ত্তিমান—কীর্ত্তিমান—

দেবকী ॥ শেষ ! সব শেষ !

বসুদেব ॥ [কীর্ত্তিমানের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া বিদূরথের প্রসারিত হস্তদ্বয়ে সমর্পণ করিলেন এবং বোধহয় বলিলেন]

নাও—নিয়ে যাও—

—চার—

প্রান্তর

—ধরিত্রী—

গান

কারা পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ।
কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত্ত জনগণ,
বন্ধ-ছেদন জাগো নারায়ণ ॥
হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান,
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু-ম্রিয়মান।
শোণিত-লেখা জাগে, নাহি কি ভগবান ?
মৃত্যুক্ষুধা জাগে শিয়রে লেলিহান !
শঙ্কা-নাশন জাগো নারায়ণ ॥

—পাঁচ—

[সেই পুষ্পবাটিকা। পাষাণঘরের উন্মুক্ত দ্বার।
চতুর্ভুজ-নারায়ণ মূর্ত্তি। সম্মুখে
ধূপদীপ নৈবেদ্য…
ইত্যাদি—]
চন্দনা একাকিনী।

চন্দনা ॥ [আত্মহারা হইয়া সেই মূর্ত্তি-সম্মুখে আরতি-নৃত্য করিতেছে।—নৃত্যশেষে ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়াই চন্দনা শিহরিয়া উঠিল। কেহ দেখিল কিনা দেখিবার জন্য চারিদিকে চাহিল…দেখিল কঙ্কণ।]

চন্দনা ॥ কে তুমি?…কঙ্কণ!…তুমি এখানে?

কঙ্কণ ॥ এ প্রশ্ন তোমাকেও আমি কর্ত্তে পারি…তুমি এখানে?

চন্দনা ॥ কোথায় যাবো? তোমাদের সমাজে আমার ঠাঁই নাই…মানুষ আমাকে পদাঘাতে দূর করে দিয়েছে…দেবতার চরণে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম…দেবতাও বিমুখ হলেন।—তাই আজ আমি এখানে। বেশ আছি।

কঙ্কণ ॥ বেশ আছ?

চন্দনা ॥ হাঁ, বেশ আছি।…থাকব না? সম্রাট আমাকে তার মাথার মণি করে রেখেছেন—।…প্রভূত আমার সম্মান, অসামান্য আমার ক্ষমতা!…ভোগে, বিলাসে, আনন্দে, উল্লাসে বেশ আছি!…নাচি গাই…পূজা করি, আরতি করি—

কঙ্কণ ॥ পূজা কর! আরতি কর! কাকে?

চন্দনা ॥ [নারায়ণ মূর্ত্তির দিকে চোখ পড়া মাত্র চোখ ফিরাইয়া লইয়া]
…যাকে ভালোবাসি তাকে…

কঙ্কণ ॥ সেই দুর্ব্বৃত্ত কংসকে—?

চন্দনা ॥ [মরিয়া হইয়া] হাঁ। ভালবাসি···খুব ভালোবাসি। ···তবু মনে শান্তি পাই না···ইচ্ছে হয় যদি আরো—আরো—আরো ভালবাসতে পারতাম—

কঙ্কণ ॥ নরকে ডুবছ—!

চন্দনা ॥ হাঁ, ডুবছি···দুঃখ এই, এখনো তার তল স্পর্শ করতে পারি নি। ···

কঙ্কণ ॥ ছিঃ চন্দনা, যখন দুরাত্মা দানব আমাদের ওপর, দিনের পর দিন, নূতন হতে নূতনতর, পৈশাচিক অত্যাচার করছে···যখন আমাদের শালগ্রাম-শিলা চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত, যখন আমাদের বিগ্রহ মন্দির হতে লুণ্ঠিত···যখন আমাদের যারা মধ্যমণি···সেই বসুদেব ···দেবকী সানুচর কারারুদ্ধ, তখন···তখন কিনা, তুমি··· যাদব-নন্দিনী হয়ে···কোথায় সেই অত্যাচারের প্রতিকার কর্ব্বে··· তা না করে—

চন্দনা ॥ শয়তানের সেবা কচ্ছি? ···কেন কর্ব্ব না? ···তোমরা কি করেছ? তোমরা এই অত্যাচারের মাঝেও কি মধুপান কর্চ্ছ না? গ্রামে যখন আগুণ লেগেছে, তখনও কি ঘরে বসেই শাস্ত্রচর্চ্চা কর্চ্ছ না? ···বেণু-বীণা নিয়ে জ্যোস্না-রাতে সঙ্গীত সেবা কর্চ্ছ না? সুকুমার কাব্যচর্চ্চা হচ্ছে···কলা-লক্ষ্মীর কলাপূজা হচ্ছে···প্রেম হচ্ছে···বিবাহ হচ্ছে···। উৎসব··· বিলাস···কি বন্ধ রয়েছে? আবার ওদিকে, নারী যখন ধর্ষিতা হচ্ছে···সমাজ পতিগণ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ধর্ষিতা নারীর মনের বল পরীক্ষা করছেন···! পতিতা বলে

তাকে সমাজচ্যুত করে, সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা করতেও তাদের কিছুমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না—কঙ্কণ, আমি কর্ছি দেশদ্রোহিতা, আর এরা কর্ছেন দেশসেবা, না ?

কঙ্কণ ॥ এরা ঘুমিয়ে আছে···এদের জাগাতে হবে···

চন্দনা ॥ হাঁ, আমি জাগাবো। কিন্তু, কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে তাদের সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রার্থনার স্বরে তাদের জাগতে বলবো না—, আমি তাদের জাগাবো···কেমন করে···সে আমিই জানি···! কিন্তু তুমি এখানে কেন ?

কঙ্কণ ॥ আমার প্রয়োজন আছে— [পাষাণ ঘরের দিকে তাকাইল—]

চন্দনা ॥ [তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে]

আমি বুঝেছি—

কঙ্কণ ॥ [চমকিয়া উঠিল]

কি বুঝেছ ?

চন্দনা ॥ ঐ বিগ্রহ এখান হতে অপহরণ, কেমন ?

কঙ্কণ ॥ তুমি আমায় সাহায্য কর্ব্বে চন্দনা ? মহামতি বসুদেব, মা দেবকী ঐ বিগ্রহ-হারা হয়ে তাদের রুদ্ধ-কারাকক্ষের দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরছেন···আজ পর্য্যন্তও বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ করেন নি—! তার উপর—

চন্দনা ॥ তার উপর ?

কঙ্কণ ॥ মা দেবকী এক স্বপ্ন দেখেছেন। ···দেখেছেন ঐ দেবতা তার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর্ত্তে আসছেন···জন্মগ্রহণ করে'···ধরণীকে অত্যাচার মুক্ত কর্ব্বেন···! তারা শুধু সেই আশা নিয়েই আজও প্রাণ ধারণ করে' আছেন ! ···

চন্দনা ॥ আমি জানি—আমি জানি—

কঙ্কণ ॥ কিন্তু তুমি জানলে কি করে ?

চন্দনা ॥ মা দেবকীর ঐ সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন-রূপে দানবের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—

কঙ্কণ ॥ সত্যি বলছ চন্দনা—

চন্দনা ॥ সত্যি বলছি !

কঙ্কণ ॥ [পরমোল্লাসে] তবে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। আমি এখনি [বিগ্রহের দিকে ছুটিল।]

চন্দনা ॥ [তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।] — ···সাবধান··· কখনো নয়—

কঙ্কণ ॥ কেন, কেন চন্দনা ?

চন্দনা ॥ ঐ বিগ্রহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার ওপর। চোরের হাতে আমার ঐ নিধি সঁপে দিতে পারি না। সাধ্য থাকে, সাহস থাকে, এখান হ'তে ওকে জয় করে নিয়ে যাও···আর তা যদি না পার··· চোরের মতো পালিয়ে এসেছ···চোরের মত পালিয়ে যাও—

কঙ্কণ ॥ [স্তম্ভিত হইল !] বটে !

চন্দনা ॥ হাঁ। জেনো চারিদিকে প্রহরী, আর সে প্রহরীদের অধিপতি, তোমারি পিতা বিদূরথ— ! [প্রস্থান]

কঙ্কণ ॥ এখনি তো তবে সবাই এসে পড়বে ! ও···কে ? মা— ?

[দুগ্ধকলস মস্তকে, এবং রুগ্ন শিশু-পুত্র রঞ্জনকে ক্রোড়ে লইয়া অঞ্জনার প্রবেশ—]

অঞ্জনা ॥ কঙ্কণ ? —আবার তুই এখানে—পালা—বাবা—পালা—

কঙ্কণ ॥ তুমি এখানে কেন মা ?

অঞ্জনা ॥ —তোদেরই জন্ম বাবা। —আমার যে না এসে উপায় নাই—মানত—মানত -

কঙ্কণ ॥ তবে এই অবসরে মা—এই অবসরে—

[অঞ্জনাকে লইয়া পাষাণ-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল—]

[নেপথ্য হইতে বিদূরথ ॥ অঞ্জনা—অঞ্জনা—শোন—শোন—]

কঙ্কণ ॥ ঐ পিতার কণ্ঠস্বর…পিতা বাধা দিতে আসছেন। তার পূর্ব্বে —তার পূর্ব্বে— [অঞ্জনাকে লইয়া পাষাণ-ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সেতু-পথ আলোকিত হইল। দেখা গেল সেতু-পথের উপর দণ্ডায়মান কংস।]

কংস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [অট্টহাস্য এবং উর্দ্ধে ইঙ্গিত। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধ হইতে পাষাণ-দ্বার নামিয়া গেল। নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভাসিয়া আসিল তাহাদের আলোর জন্য শেষ আকুলি-বিকুলি…"আলো! আলো! আলো!"]

[ছুটিয়া বিদূরথের প্রবেশ।]

বিদূরথ ॥ প্রভুদ্রোহিনী স্ত্রী যাক্…পিতৃদ্রোহী পুত্র যাক্…কিন্তু দুখের শিশু আমার ঐ রঞ্জন! [পাষাণ প্রাচীরে করাঘাত করিতে করিতে] রঞ্জন! রঞ্জন! ওরে আমার রঞ্জন! [পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।]

কংস ॥ বিদূরথ—

বিদূরথ ॥ [চমকিয়া উঠিল। প্রভুর সম্মুখে স্বীয় মর্ম্মবেদনা গোপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফল হইল না—] প্রভু!

কংস ॥ কে বন্দী হল ?

বিদূরথ ॥ প্রভুদ্রোহী স্ত্রীপুত্র— !

কংস ॥ আমার শত্রু। ···কিন্তু সেজন্য কি তুমি কাঁদছ ?

বিদূরথ ॥ কাঁদছি ? না—কখনো না। প্রভুদ্রোহিতার উপযুক্ত দণ্ড হয়েছে···

কংস ॥ তবে— ?

বিদূরথ ॥ না—না—না—না—ওঃ ! আমার বুকের ধন ঐ রঞ্জনটা—

[কাঁদিয়া ফেলিল।]

—ছয়—

প্রান্তর

—ধরিত্রী

গান

পূজা-দেউলে, মুরারী,
শঙ্খ নাহি বাজে !
ভগ্ন ঘট, শূন্য থালা,
পুণ্য-লোক রক্তে ঢালা,
দৈত্য সেথা নৃত্য করে মৃত্যু-সাজে।
দাও শরণ তব চরণ মরণ মাঝে ॥

—সাত—

[পুনরায় সেই পুষ্পবাটীকা।]

*   *   *   *

[পাষাণ-ঘরের দেওয়ালে কাণ দিয়া দাঁড়াইয়া বিদূরথ...এ যেন
কোন চোর...ভেতরে কেহ জাগিয়া আছে কিনা
পরীক্ষা করিতেছে।]

বিদূরথ ॥ রঞ্জন!...রঞ্জন! কথা ক'...সাড়া দে'...খিদে পেয়েছে?...
বল রে বল...না হয় কেঁদেই ওঠ...তবু বুঝি, এখনো—এখনো
তুই—[কংসের আবির্ভাব, সঙ্গে নরক]

কংস ॥ ওখানে কে?

বিদূরথ ॥ [তড়িৎস্পৃষ্টবৎ চমকিয়া উঠিল—] এ্যা—

কংস ॥ বিদূরথ! তুমি! আজও এখানে—?

বিদূরথ ॥ [অপরাধের একটী কৈফিয়ৎ সংগ্রহ করিয়া] আমি...আমি
কাণ পেতে শুনছিলাম অপরাধীরা আর্ত্তনাদ কচ্ছে কিনা—

কংস ॥ আর্ত্তনাদ কচ্ছে?

বিদূরথ ॥ —না।

কংস ॥ তোমার প্রভুর শত্রু চিরতরে নিপাত হয়েছে। বিদূরথ, তুমি
আনন্দিত, না ব্যথিত?

বিদূরথ ॥ [জোর করিয়াই] আনন্দের কথা বই কি—আনন্দের কথা
বই কি—

কংস ॥ কিন্তু সে আনন্দের প্রকাশ কই? তোমার মুখে হাসি কই?

বিদূরথ ॥ [হাসিতে চেষ্টা করিয়া] হাসবো বই কি! হাসবো বই কি!
[কিন্তু ব্যথা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না] কিন্তু...কিন্তু...

ঐ রঞ্জনটা—[একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ অস্ফুটভাবে বাহির হইল।
বিদূরথ প্রস্থান করিল।]

কংস ॥ নরক, এর অর্থ ?

নরক ॥ লক্ষণ ভালো নয় সম্রাট !

কংস ॥ পুত্র এবং পত্নীর বিদ্রোহ কি বিদূরথেও সংক্রামিত হল ?

নরক ॥ এখন হতে ওকে একটু চোখে চোখে রাখতে হবে সম্রাট।... চারিদিকেই লক্ষণ খারাপ। নারদ-মুনি তো স্পষ্ট বলেই গেলেন—

কংস ॥ তোমাকে আবার কি বলেছেন ?

নরক ॥ স্বর্গে দেবতাদের সভা হয়েছে। দুষ্কৃতের দমন জন্য এবং সাধুদের পরিত্রাণ জন্য নারায়ণ নাকি অবিলম্বেই দেবকীজঠরে জন্মগ্রহণ করবেন—

কংস ॥ সেই পুরাতন দৈববাণীরই পুনরাবৃত্তি ..."ভগিনী-নন্দন হতে কংসের নিধন।"

নরক ॥ ভগিনী-নন্দন তো সব সাবাড়—

কংস ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] সব ?

নরক ॥ —সব।

কংস ॥ সব শুদ্ধ কটি গেল ?

নরক ॥ বোধ হয় ছয়টি।...

কংস ॥ [সত্য সত্যই মর্ম্মবেদনায় আহত হইল।] আ—হা—হা, আমার সেই দেবকী ! ওঃ [দুই হাতে মুখ ঢাকিল।]

নরক ॥ সম্রাট—

কংস ॥ নরক—

নরক ॥ এতগুলো জীবহত্যার চেয়ে এক ঐ বসুদেব...কি দেবকী... দুজনার একজনকে কেটে ফেললেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়—অর্থাৎ কিনা বিষবৃক্ষ কেটে ফেললেই বিষফলের ভাবনা থাকে না—

কংস ॥ নরক—

নরক ॥ সম্রাট—

কংস ॥ তুমি জানো না নরক দেবকীকে আমি কি স্নেহ করেছি...কি স্নেহ করি !

নরক ॥ তা জানি না। তবে হয়ত তার একটু নিদর্শন দেখেছিলাম তারই বিবাহ-বাসরে...যখন ঐ কাল দৈববাণী হল—

কংস ॥ আমি তার শিরশ্ছেদ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিলাম। নরক—নরক—আজ বুঝছি আমার সে অভিনয় কতখানি সফল, কতখানি সার্থক হয়েছিল। সে অভিনয়ে তবে শুধু বসুদেবই প্রতারিত হয় নি, তুমিও—!

নরক ॥ ...কিন্তু সম্রাট, দেবকীর ছয় ছয়টি পুত্রহত্যা ..সে কিন্তু মোটেই অভিনয় নয়...সেগুলি সত্য-সত্যই...সত্য !

কংস ॥ নরক. আমি আমার ভগিনীকেই ভালোবাসি, ভাগিনেয়কে নয় —

নরক ॥ ভাগিনেয় বধ করে ভগিনীকে যেরূপ নিদারুণ ভালোবাসা হচ্ছে—

কংস ॥ বুঝি, কিন্তু নরক, ভগিনীর চাইতেও অমি বেশী ভালবাসি আমাকে।...হাঁ নরক, এটি একটি পরম সত্য...। এই সত্যের উপাসক তুমি...আমি...সকলে।...অথচ এই সত্য কথাটিই তুমি বর্ত্তমান আলোচনায় একেবারেই ভুলে যাচ্ছ—! সুখের বিষয়

নারদঋষি একথাটি কোন সময়ই ভোলেন না। তিনি বলেন, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ।'

নরক ॥ "রক্ষেৎ" তো বুঝলাম। কিন্তু রক্ষার উপায় কি তা কি কিছু নির্দ্দেশ করলেন?

কংস ॥ সে তো পূর্ব্বেই করেছেন। এবং সেই অনুযায়ী কাজও হচ্ছে। এবার তিনি শুধু একটি তিথির প্রতি লক্ষ্য রাখতে বললেন—

নরক ॥ তিথি?

কংস ॥ হাঁ, তিথি...অষ্টমী তিথি।...কেন, শুনবে?

নরক ॥ বলুন সম্রাট—

কংস ॥ সেটা গোপনই থাক...নরক!

নরক ॥ অথচ জানি, গোপন রাখতে পার্ব্বেন না। এ আপনার কম যন্ত্রণা নয় সম্রাট...

কংস ॥ যন্ত্রণা?

নরক ॥ হাঁ, যন্ত্রণা।..বিশ্বাস না করতে পারার যন্ত্রণা।...অন্যকেও বিশ্বাস কর্ত্তে পারেন না, নিজকেও নয়—

কংস ॥ [নরকের প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে] নিজকে বিশ্বাস করি না কি করে তুমি জানলে?

নরক ॥ সম্রাট, আমি আপনার জন্মরহস্য জানি—।

কংস ॥ জন্মের আর রহস্য কি! আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র...দানব দ্রমিলের ঔরসজাত পুত্র। মানবী মাতার গর্ভে দানবের ঔরসে আমার জন্ম...মানবদেহধারী হলেও আমি দানব...এই তো রহস্য? কে না জানে?...কিন্তু আমি, আমাকে বিশ্বাস করি নে—এ কথা তুমি কি করে' বল?

নরক ॥ আপনার জন্মরহস্য সবাই জানে বটে, কিন্তু সবাই আপনার অবিরত পার্শ্বচর নয়। মহারাণী অস্তি আর মহারাণী প্রাপ্তি পিত্রালয়ে গমন করার পর থেকে আমি রাত্রেও আপনার পার্শ্বে প্রহরী থাকি···কারণ...ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে...আপনি সাধারণ মানুষের মতোই ভয় পেয়ে চমকে ওঠেন—। আমি আরো লক্ষ্য করেছি—

কংস ॥ কি, কি লক্ষ্য করেছ—?

নরক ॥ আপনার ভেতরকার মানবী-মা আর্ত্তস্বরে কেঁদে ওঠেন—

কংস ॥ নরক—নরক—

নরক ॥ আপনি তখন আপনার দানবত্ব বিস্মৃত হন। বিস্মৃত হয়ে সেই মানবী-মার পায়ে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েন—

কংস ॥ সাবধান নরক, সাবধান—!

নরক ॥ কিন্তু সে আপনার মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্য সম্রাট। তারপরই যখন আবার আত্মস্থ হন...তখন আপনি শুধু দানব নন, দুর্নিবার দানব। কিন্তু সেই সাময়িক দৌর্ব্বল্যের কথা আপনি জানেন, এবং জানেন বলেই আপনার আত্ম-বিশ্বাসের অভাব আছে।

কংস ॥ [একরূপ গায়ের জোরে] মিথ্যা কথা—আমার আত্মবিশ্বাস পর্ব্বতের মতই অটল।

[সেতুপথ আলোকিত হইল। দেখা গেল, সেতুদণ্ডে ভর দিয়া চন্দনা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।]

চন্দনা ॥ মিথ্যা নয়, আমিও তার সাক্ষী...

কংস ॥ —কবে ?

চন্দনা ॥ গত রাত্রে।

কংস ॥ [পুনরায় গায়ের জোরেই] মিথ্যা—মিথ্যা—। অথবা তোমরা ভুল দেখেছ, ভুল বুঝেছ।...আমি দুর্ব্বল? মিথ্যা কথা।...মুহূর্ত্তের তরেও আমি এতটুকু দুর্ব্বল নই। আমি নির্ম্মম. আমি নিষ্ঠুর... আমি শুধু দুর্দ্দান্ত দানব নই, আমি দুর্নিবার সয়তান।...ঐ যে সম্মুখে পাষাণ-ঘর ওরি মধ্যে বন্দী করেছি এক সুকুমার কিশোর এবং সঙ্গে তার অভাগিনী মাতা. ঐ অন্ধকূপের অন্ধকার হতে ঐ পাষাণ-বিগলিত করে ভেসে এনেছে তাদের কাতর আর্ত্তনাদ "আলো দাও" "জল দাও" আহার দাও"—! অট্ট-হাস্যে সেই আর্ত্তনাদ ডুবিয়ে দিয়েছি. শিরায় শিরায় দানবের রক্ত নেচে উঠেছে...মনে প্রাণে সয়তান ক্ষেপে উঠেছে...ওঠে নি..? তোমরা দেখনি?

নরক ॥ দেখেছি—

কংস ॥ কিন্তু ওতেও তো ক্ষুধা মিটছে না···পিপাসা ক্রমে বেড়েই চলেছে··· এবার? এরপর?

চন্দনা ॥—বাইরের ঐ যাদব পল্লীতে আগুণ ধরিয়ে দাও! ..পল্লীবাসীর শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র ছায়া-শীতল কুঞ্জ-কুটীর জ্বলে উঠুক···সুখ নিদ্রায় সুখ-শয়ান স্বামী স্ত্রী চমকে উঠুক···তাদের প্রিয়তম পুত্রকন্যা তাদের চোখের সম্মুখে দগ্ধ হোক··· তাদের উদ্ধার করবার বিফল প্রয়াসে তারা নিজেরা ভস্মীভূত হোক···আকাশ জুড়ে ক্রন্দনের রোল উঠুক···প্রলয়ের বিষাণ বেজে উঠুক··

কংস ॥ [এই দৃশ্য যেন তাহার চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে ছিল—সোৎসাহে] উঠুক—উঠুক—আর সেই বিশ্বগ্রাসী লেলিহান অগ্নিশিখার রক্ত-আলোকে আলোকিত হয়ে আমরা সেই অপূর্ব্ব

দৃশ্য দেখি—আমার ক্ষুধার্ত্ত…পিপাসার্ত্ত দানবাত্মা তৃপ্ত হোক্…
তৃপ্ত হয়ে নৃত্য করুক…থিয়া তাথৈ! থিয়া তাথৈ!…
বিদূরথ—বিদূরথ—

চন্দনা॥ বিদূরথ নয়, এ আগুণ আমি জ্বালব, আমি—আমি—আমি—
দেখ তুমি—[প্রস্থান]

কংস॥ সুরা দাও—সুরা দাও—পাত্রের পর পাত্র দাও—পিপাসায়
আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে…

[মদিরা, মদ্যপাত্র লইয়া নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিয়া কংসকে
মদ পরিবেশন করিতে লাগিল।—]

কংস॥ [এই নৃত্যের মধ্যে কংস আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়াছে—] আমার
ঘুম পাচ্ছে—আমার ঘুম পাচ্ছে—আজ কতকাল পরে ঘুম এল
চোখে!…নেচে নেচে নিয়ে আয় ঘুম…গান গেয়ে চোখে আন
ঘুম। ঘুমুলে আমায় কেউ ডাকিস নে…তোরাও গিয়ে ঘুমো—
[নিদ্রাকর্ষণ]

[ঘুমপাড়ানী গান—গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীদের প্রবেশ—]

ঘুম ঘুম ঘুম ধরার আঁখি!
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে চকোর, ঝিমিয়ে আসে নয়ন-পাখী!

আজকে তারার দীপালিতে, কোন্ স্বপনের নিদালীতে,
এই অধরে ঐ অধরের চুমোর ছোঁয়া মাখিয়ে রাখি!

ঘুম-কুমারী, জাগো এখন অন্তরে,
ঘুমকে আনো ঘুম-পাড়ানী মন্তরে!

৭

শ্রান্ত মোরা মাটির কোলে, এই ধরণীর কলরোলে!
সাধ হয়েচে, পীতমকে আজ জড়িয়ে ধ'রে ঘুমিয়ে থাকি!

[কংস ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নর্ত্তকীরা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। নরক মদ খাইতে খাইতে তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল—শুধু কয়েকজন প্রহরী দূরে চিত্রপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিল।]

*　　　*　　　*

[অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ক্রমে ক্ষীণ আলোর বিকাশ হইল। কংস স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—

— স্বপ্নদৃশ্য—

পাষাণঘরে অবরুদ্ধ চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি। কঙ্কণ ও অঞ্জনা। অঞ্জনার ক্রোড়ে রঞ্জন। কঙ্কণের মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় মুমূর্ষু। খাদ্য এবং জলের জন্য সকলের প্রাণপণ চেষ্টা। চেষ্টা নিষ্ফল। অবশেষে অঞ্জনা বেদীমূলে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। কপাল কাটিয়া দরদরধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। সেই রক্ত অঞ্জনা সংগ্রহ করিয়া করিয়া রঞ্জনের জিহ্বায় দিতে লাগিল। রঞ্জন তাহা খাইয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে, কিন্তু পরে মাতার স্তন্যদুগ্ধ চাহিতে লাগিল। অঞ্জনা জোর করিয়া তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া ...সেই দুগ্ধ একটি পাত্রে সংগ্রহ করিয়া ...তাহা পিপাসার্ত্ত কঙ্কণকে দিলেন। কঙ্কণ তাহা পান করিল। রঞ্জন ক্রমে মৃত্যুবরণ করিল।... অঞ্জনা তাহা অনুভব করিয়া পুত্র শোকে কাতর হইয়া কঙ্কণকে ডাকিলেন। কঙ্কণ গিয়া বুঝিল রঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছে। কঙ্কণ শোকে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ..কিন্তু পরে শোকেই আবার অভিভূত হইয়া পড়িল, এবং মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

*　　　*　　　*

অন্ধকার: ক্রমে আলোকের বিকাশ। দেখা গেল কংস ঘুমাইয়া রহিয়াছে,—কিন্তু তখনি বোধকরি ঐ ক্রন্দন তাহার কর্ণে পশিল।

সে ঘুম হইতে চমকিয়া উঠিল। তাহার মধ্যকার সুপ্ত মানব জাগ্রত হইল। সে ভুলিয়াই গেল যে সে দানব। সে প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিল কোথা হইতে ঐ ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। যখন বুঝিল, তখন ছুটিল···পাষাণঘরের দেওয়ালে কাণ পাতিল।]

কংস ॥ ওরে, তোরা কে? বল, তোরা কে? ···এক মা··· আর দুই সন্তান? কি হয়েছে তোদের? দুধের শিশুর মৃত্যু হল? কেন? জল পায় নি? এক ফোঁটা জলও পায় নি? ··· কি? ···মা ওকে এক ফোঁটা জল দিয়ে বাঁচাবার জন্য মাথা খুঁড়ছিল? ···কপাল কেটে রক্ত বের হল? ওর পিপাসা মেটাতে সেই রক্ত ওর জিবে দিলেন? ··কি? কি? ··· আর একটু জোরে বল— ···কি? এত করেও বাঁচল না? আ—হা—হা! [সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। একরূপ কাঁদিতে কাঁদিতেই সরিয়া আসিল—] ···আ—হা—হা—! নিজের রক্ত দিয়েও মা তার বুকের ধনকে বাঁচাতে পার্‌ল না! মায়ের চোখের সামনে এক ফোঁটা জলের জন্য কি তার আকুলি বিকুলি! একি চারিদিকে হাহাকার! ··· চারিদিকে দীর্ঘশ্বাস! আকাশে বাতাসে উঃ কি হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল! ও—হো—হো—! [কাঁদিতে কাঁদিতে] এ কি! এ কি! [সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইল] কেন এই ক্রন্দন? কেন এই দীর্ঘশ্বাস···এই হাহাকার? ···কার এই অত্যাচার? আমি তাকে—আমি তাকে—[হঠাৎ স্মরণ হইল অত্যাচার তার নিজের—অমনি—কাঁপিয়া উঠিল···পরম লজ্জায়] সে যে আমি —সে যে আমি—আমি নিজে—আমি নিজে—[বলিতে বলিতে

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পালাইল—সিংহ-পীঠিকায় তাহার শয্যায়।
…চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।]

[* অন্ধকার * —]

[পুনরায় সেই স্বপ্ন দৃশ্য। এবার রঞ্জনের কঙ্কালটি দেখা যাইতেছে। তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া অঞ্জনা পড়িয়াছিল। কঙ্কণ মাতাকে টানিয়া তুলিল। …যেন বলিল ঈশ্বরের নিকট এর প্রতিশোধ প্রার্থনা করি এস। বহু কষ্টে অঞ্জনাকে ধরিয়া তুলিলে উভয়ে নতজানু হইয়া বসিল। প্রার্থনাও করিল। তাহার পরই অঞ্জনা মাটীতে সেই যে লুটাইয়া পড়িল, আর উঠিল না। কঙ্কণ বুঝিল অঞ্জনারও শেষ হইল। শোকে মুহ্যমান কঙ্কণ কাঁদিতে কাঁদিতে, প্রতিশোধ স্পৃহায় কাঁপিতে কাঁপিতে, নতজানু হইয়া এক হাত মৃতা মাতার দিকে প্রসারিত করিয়া, অন্য হাত উর্দ্ধে তুলিয়া ভগবানের দৃষ্টি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আকর্ষণ করিল—দেখিতে দেখিতে নারায়ণ মূর্ত্তি রূপান্তরিত হইল এক কৃষ্ণ প্রস্তর খণ্ডে…তাহাতে জ্বলন্তাক্ষরে একে একে ফুটিয়া উঠিল—

"যদাযদাহিধর্ম্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুথানমধর্ম্মস্যতদাত্মানংসৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায়সাধুনাং বিনাশায়চদুস্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে॥

[আবার অন্ধকার। সে অন্ধকার যখন অন্তর্হিত হইল তখন দেখা গেল কংস নিদ্রিত। চন্দনা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জাগাইল।]

চন্দনা॥ সম্রাট! দানবেশ্বর!

কংস॥ [জাগিয়া উঠিয়াই] কি চন্দনা?

চন্দনা॥ [পরমোল্লাসে] আগুণ! আগুণ—!

কংস॥ কোথায়?

চন্দনা ॥ যাদব পল্লীতে। সব কী ঘুমই ঘুমচ্ছিল···কিছুতেই জাগবে না।···যেন প্রতিজ্ঞা করে ঘুমচ্ছিল। এইবার ঘুম ভাঙে কিনা—দেখ— [সেখানকার একটি পরদা টানিয়া সরাইয়া] ···যে ঘরে বসে সংসার চিন্তাতেই বিভোর হয়ে ছিল···সে জেগেছে ··যে ঘরে বসে শাস্ত্রাধ্যয়ন করছিল সে জেগেছে,···সমাজ-দেবতারাও জেগেছেন···শুধু জাগেনি · জ্বলন্ত ঘরের মধ্য হ'তে দগ্ধ হয়ে, ছুটে পথে এসে দাঁড়িয়েছে ··নিজেরা জেগেছে···এইবার ভগবানকেও জাগতে বলছে। এইবার দেখ্‌ব—ঐ বধির ভগবান জাগেন কিনা! এতেও যদি না জাগে,—এতেও যদি ঐ মাটি···ঐ পাষাণের চেতনা না হয় তবে এবারে ঘরে আগুন জ্বেলেছি, এখন বুকে আগুন জাল্‌বো···মাতার বুকে···পিতার বুকে··নরের বুকে···নারীর বুকে সেই আগুন···যে আগুন আমার বুকে জ্বল্‌ছে—সেই আগুনে ঐ মূক···ঐ বধির···অচেতন ভগবান···পুড়বে পুড়বে পুড়ে আমারি মতো ছাই হ'য়ে যাবে।

[দূর হইতে ভাসিয়া আসিল সহস্র কণ্ঠের প্রার্থনা :—

"ভগবান জাগো !

ভগবান জাগো !"]

কংস ॥ [সেই অগ্নিদাহ-দৃশ্য যেন দুই চোখ দিয়া পান করিতেছিল—] আঃ...ক্ষুধা মিট্‌ল ! পিপাসা মিট্‌ল ! আঃ...আরো আগুন চাই, আরো আগুন...

[বাহিরের প্রার্থনা ভাসিয়া আসিল—

"ভগবান জাগো !

"ভগবান জাগো !]

[সাতঙ্কে বিদূরথের প্রবেশ]

কংস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ বলে ভগবান জাগো! ওদের ভগবান জাগে···
ঐ— [ঊর্দ্ধে ইঙ্গিত। পাষাণদ্বার উঠিয়া গেল। পাষাণঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল কঙ্কণ, এক হাতে সেই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি, অপর হাতে রঞ্জনের কঙ্কাল। অঞ্জনার মৃতদেহ পাষাণ ঘরে লুটাইতেছে—]

কঙ্কণ ॥ ভগবান জাগে—ভগবান জাগে। অত্যাচারের আগুণ যখন জ্বলে উঠে, তখন মৃত মানব জাগে, নিদ্রিত ভগবান জাগে—!

কংস ॥ [কঙ্কণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে] এ কি! এ কি! কে এ?

বিদুরথ ॥ কঙ্কণ! তুই এখনো বেঁচে আছিস?

কঙ্কণ ॥ হাঁ, বেঁচে আছি। বেচে নাই মাতা। বেচে নাই রঞ্জন। [মৃতা অঞ্জনাকে দেখাইয়া] ঐ···মাতা। [রঞ্জনের কঙ্কাল বিদরথের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া] হে প্রভুভক্ত পিতা, ঐ রঞ্জন। [কংসকে] আর হে সয়তান, ভাবছ কেমন করে আমি বাঁচলাম? শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠবে। তোমার এই নরক ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ভগবতী মাতা···মুমূর্ষু দুধের শিশু···ঐ রঞ্জনকে তার স্তন্য হতে বঞ্চিত করে, সেই স্তন্যের শেষ বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত আমায় পান করিয়ে, ঐ শিশু দধিচী রঞ্জনকে নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। আজ আমি শুধু বেঁচে নাই. আজ আমি পাহাড় চূর্ণ করতে পারি। মাতৃস্তন্যের অমোঘ শক্তি আমার বাহুতে। এই বাহুতে বহন করি জাগ্রত ভগবান ··প্রতিষ্ঠ করব দেবকী ক্রোড়ে, কংস-কারাগারে [কংসের প্রতি] সয়তান, সাধ্য থাকে বাধা দাও - [সগর্ব্বে প্রস্থান।]

কংস ॥ [অভিভূত হইয়াও] ধর—ধর—[মূর্চ্ছা।]

চতুর্থ অঙ্ক

—এক— *

[প্রাসাদ কক্ষ।
কক্ষের এক পার্শ্বে একটি পূজাবেদী, তদুপরি
শালগ্রাম শিলা।]

—উগ্রসেন।—

[উগ্রসেন সেই শালগ্রাম শিলা পূজা শেষ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়াই দেখেন সম্মুখে কংস উপস্থিত।]

কংস॥ [নেপথ্যে চাহিয়া ডাকিল]
—নরক

[নরকের প্রবেশ]

নরক॥ সম্রাট—

কংস॥ কই আমার পিতৃদেব কই?

নরক॥ [উগ্রসেনের মুখের দিকে তাকাইল। আবার কংসের মুখের দিকে তাকাইল।]

উগ্রসেন॥ আমাকে পিতা-রূপে স্বীকার কর্ত্তে কি লজ্জা বোধ হচ্ছে সম্রাট?

কংস॥ আমার পিতা? আপনি? সে কি! [ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া] তাই তো! [তখনি শালগ্রাম শিলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] তবে ও কি?

---

* অভিনয়কালে এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

উগ্রসেন॥ —নারায়ণ। আমি পূজা করি। এবং যদি তুমি এই শালগ্রাম চূর্ণ কর—তা হলেও আমি এতটুকু দুঃখিত হব না, কারণ—

কংস॥ কারণ—?

উগ্রসেন॥ এই শালগ্রাম শিলাটির সঙ্গেও একটি দৈববাণী জড়িত আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তুমি শুনতে পার—

কংস॥ দৈববাণী?

উগ্রসেন॥ হ্যা, দৈববাণী। এক দৈববাণী তুমি স্বকর্ণে শুনেছ··· দেবকীর বিবাহ বাসরে। মনে আছে সে দৈববাণী?

কংস॥ হাঁ, সে দৈববাণীর ছন্দটি অতীব মধুর বলে কিছুতেই ভোলা যায় না—। কাণ দুটি আর একবার জুড়িয়ে দাও তো নরক—

নরক॥ "দেবকী নন্দন হতে কংসের নিধন।"

কংস॥ আ—হা—হা! ··কি সুললিত ছন্দ! কি শ্রুতিমধুর বাক্য-বিন্যাস—! বাবা, আপনার কর্ণপটাহে মধুবৃষ্টি হচ্ছে না?

উগ্রসেন॥ পুত্রের নিধনে পিতা উল্লসিত হয়···জগতে আর কখনো ঘটেছে কি না জানি না। কিন্তু আমি উল্লসিত হব। তুমি আমাকে সিংহাসন চ্যুত করে সম্রাট হয়ে বসে, আমাকে এই প্রাসাদ-কক্ষে বন্দী করে রেখেছ বলে নয়,—

কংস॥ পিতা, আপনার তবে কোন কষ্ট হচ্ছে না··কুশলে আছেন, এবং সুখেও আছেন দেখছি! নরক, যাক্ আজ আমার মন শান্তি পেল, পিতাকে আমি সুখী করতে পেরেছি। এ সংসারে কয়জন পুত্র তা পারে? বল নরক—

নরক॥ যথার্থ বলেছেন সম্রাট!

উগ্রসেন ॥ [নরকের প্রতি] স্তব্ধ হও কুক্কুর— [কংসকে] তুমি শোন নরাধম, তোমার নিধনে আমি মহা উল্লসিত হব কারণ··· তুমি আমার এক পুত্র··· রাজ্যব্যাপী আমার আর লক্ষ লক্ষ পুত্রের জীবন দুর্বিসহ করেছ··· * * * * —, তুমি তাদের ঘর-সংসার শ্মশান করেছ···

কংস ॥ কিন্তু তারা এ কথা বলে না—

উগ্রসেন ॥ তুমি তাদের কণ্ঠরোধ করেছ—

কংস ॥ হাঁ, চীৎকার নাই। একটা পরম শান্তি—একটা চমৎকার শৃঙ্খলা বিরাজ কচ্ছে—। ···

উগ্রসেন ॥ কিন্তু তারি অন্তরালে, অব্যক্ত আর্ত্তনাদ ··অস্ফুট ক্রন্দন··· তা তোমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে না বটে, কিন্তু···তা বাথাহারা নারায়ণের নিদ্রা ভঙ্গ করেছে, হে দানব, এখনো সাবধান—

কংস ॥ নারায়ণ? নারায়ণ? [শালগ্রাম শিলাটি তুলিয়া লইয়া] ঘুম বুঝি এর কিছুতেই ভাঙে না, পিতা?

উগ্রসেন ॥ হাঁ চূর্ণ কর। আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি যে দ্বিতীয় দৈববাণী শুনেছি, পূর্ণ হবে।

কংস ॥ আবার কি দৈববাণী?

উগ্রসেন ॥ শুনবে? শুনবে?

কংস ॥ দৈববাণীর মধুর ঝঙ্কার শুনব না? বলুন পিতা, আমার কাণ খাড়া হয়ে উঠেছে—

উগ্রসেন ॥ মন্দির লুণ্ঠন ভয়ে ভীতার্ত্ত এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঐ শালগ্রাম শিলা আমাকে দান করে গেছেন। যে মুহূর্ত্তে ঐ

শালগ্রাম শিলা আমি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করলাম সেই মুহূর্তে দৈববাণী হল—

কংস ॥ মধু—মধু—না শুনতেই মধু বৃষ্টি হচ্ছে! [উগ্রসেনকে] হাঁ, দৈববাণী হল—

[···দৈববাণী ॥ ঐ শালগ্রাম শিলায় আমি নারায়ণ রাজলক্ষ্মী সহ বাস কর্ছি। যতদিন আমার এই শালগ্রাম অক্ষুণ্ণ অটুট থাকবে, ততদিন চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীও এই সংসারে অচঞ্চলা অচলা হয়ে বাস করবেন।]

উগ্রসেন ॥ --সেই দৈববাণী, আবার! [কংসকে] চূর্ণ কর···যদি ইচ্ছা হয় কর চূর্ণ ঐ শালগ্রাম। ···পাপ ভোজ-রাজত্বের অবসান হোক, যদুবংশের রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক্। আমার পাপের প্রায়শ্চত্ত হোক্

কংস ॥ [ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভয়ে, আশঙ্কায়···চোখ—মুখ বুঁজিয়া কংস শালগ্রাম শিলা নরকের হাতে দিয়া তাহা বেদীতে স্থাপন করিতে ইঙ্গিত করিল—]

উগ্রসেন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ওরে ভীরু···ওরে কাপুরুষ···বুঝে দেখ দেবতার প্রতাপ—

কংস ॥ [এ আঘাতও তাহার সহ্য হইল না। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষেপিয়া গিয়া নরকের হাত হইতে শালগ্রাম শিলা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিতে গিয়াই···কি ভাবিয়া তখনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া] না থাক্। এ না হয় আমার কাছেই থাক্—

উগ্রসেন ॥ নারায়ণ পাপীকে এইরূপেই উদ্ধার করেন বৎস—

কংস ॥ [ইহাও তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইল] নারায়ণ! ঘরে

পুষব আমি! ... [অন্তর্দ্বন্দ] ... [পরে সপ্রতিভ ভাব ধারণ করিয়া] না বাবা, তোমার মনে ব্যথা দিতে পার্ব্ব না...তোমার জিনিষ...তুমিই রাখো—

[উগ্রসেনের হাতে দিল।]

উগ্রসেন ॥ হাঁ, সুমতি হোক্।

[কংস পালাইয়া বাঁচিল। নরক অনুবর্ত্তী হইল। —]

—দুই—

রাজপ্রাসাদ

চন্দনা ॥

—গান—

অগ্নি-রাগের গান ধ'রে কে বল্‌চে প্রাণের দ্বারে—
জাগো রে মন, ঘুমিও না আর আঁধার-কারাগারে!

* *

দীপ্ত তানের মুর্চ্ছনাতে
সূর্য্য জাগে সুর শোনাতে,
প্রভাত-প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়ে রাতের পারাবারে!

* *

চিত্ত-বীণায় কোন্ দীপকের ছন্দ জাগে রে,
নৃত্য করে গানের শিখা রক্তরাগে রে!

* *

তাই তো বুকের তলে তলে
জ্বালামুখীর চিতা জ্বলে,
হাসিমুখেই ধূপের মতন পুড়্‌ছি বারে বারে।

[কংসের প্রবেশ]

কংস ॥ আবার গান গাচ্ছ চন্দনা ?

চন্দনা ॥ তবে কি করব ?···আসুন সম্রাট, আজ ফাগুয়া খেলি—

কংস ॥ না—না, কোনো উৎসব নয়। ঐ আলো গুলো বড় বেশী জ্বলছে ···ওগুলো নিভিয়ে দাও—

চন্দনা ॥ অন্ধকার হবে—

কংস ॥ সেই ভালো চন্দনা, সেই ভালো।

চন্দনা ॥ সে কি সম্রাট ?

কংস ॥ আলো আমার ভালো লাগে তখন···যখন আমি চাই জগতের সকলে আমাকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখুক ! চেয়ে দেখুক আমার অনন্ত-ক্ষমতা, অপরিসীম-সম্পদ, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য···। আলো চাই তখন···। দীপালোকে তখন আমার মন উঠবে না, তখন চাই আগুন, যার প্রদীপ্ত গগনস্পর্শী-শিখা আমার মহিমা আমার বিভূতি বিশ্বের চোখে উদ্ভাসিত করবে—!··· কিন্তু ···চন্দনা, আলো আজ নয়-

চন্দনা ॥ —কেন ?

কংস ॥ —আজ একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে···যার কাছে আমি লাঞ্ছিত হয়েছি··সত্যি কথা বলব চন্দনা, আজ তাকে আমার মুখ দেখাতে—

চন্দনা ॥ বুঝেছি, লজ্জা হচ্ছে।···আর এও বুঝেছি সে কে।

কংস ॥ কে?

চন্দনা ॥ —কঙ্কণ।

কংস ॥ [লজ্জায় মুখ ঢাকিল, ক্ষণকাল পর·] আর মাত্র একজনের কাছে, মাত্র একদিন, অমনি লাঞ্ছিত লজ্জিত হয়েছিলাম,···সে ছিল এক নারী···!

চন্দনা ॥ নারী?

কংস ॥ হাঁ, নারী·· যে আমার ঐশ্বর্য্য···আমার সম্পদ তুচ্ছ করে তার পল্লী-কুটিরে ফিরে গেল·· আমার সজল চোখের পানে একটিবারও দৃষ্টিপাত করল না·! লজ্জায় লাঞ্ছনায় আমার উচ্চশির নত হল—, কিন্তু··তারপর···তারপর···সেই নারীই· নিজে··· স্বেচ্ছায়···

চন্দনা ॥ [উত্তেজিত হইয়া] সম্রাট—তুমি আমার অপমান কচ্ছ—

কংস ॥ স্বেচ্ছায় এসে আমার বাহুবন্ধনে ধরা দিল। আমার নতশির উন্নত হল। ইচ্ছা হল আমার সেই গৌরব, আমার সেই গর্ব্ব এই বিশ্বব্যাপী অগ্নি-আলোকে দীপ্যমান হোক্।·· আজ যে এসেছে, সেও স্বেচ্ছা ই এসেছে, কিন্তু তোমার মতো অনন্যোপায় হয়ে আসেনি···আমার প্রেরিত সৈন্য-সামন্ত একাই সে বধ কর্ত্তে পার্ত্ত, হাঁ, আমি বিশ্বাস করি, সে অনায়াসে পার্ত্ত, কিন্তু সে তা করেনি। সে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলিত হয়েই এসেছে। এ আমার নিদারুণ লজ্জা···, নিভিয়ে দাও ঐ আলো অন্ধকার আমার মুখ ঢাকুক—

চন্দনা ॥ হাঁ মুখ ঢাকুক,···আমারো। এই অন্ধকারে আমার আনন্দের

আলো শুধু এইটুকু···যে···অপমানিত···লাঞ্ছিত আজ শুধু আমি নই,—তুমিও!

[প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে সকল আলো ম্লান হইয়া গেল।]

কংস ॥ কিন্তু এ অন্ধকারে আমি বেশীক্ষণ থাকবো বলে মনে হচ্ছে না···কোন দিনই থাকিনি। কিন্তু, তোমার দুঃখ এই যে তোমার ও অন্ধকার তোমাকে আমরণ ঢেকে রাখবে।··· [নরককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া] নরক, আমার শৃঙ্খলাবদ্ধ অতিথি—আমি প্রস্তুত।···মদিরা, সুরা—[নরকের বন্দীকে আনিতে ইঙ্গিত, বাহিরে মৃদু বাদ্য। মদিরা সুরা আনিয়া দিল। কংস মদ্যপান করিতেছে·· এমন সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কণকে লইয়া প্রায় দশ জন দানব-রক্ষী প্রবেশ করিল]

কংস ॥ তুমিই বল নরক, এ জীবনে আমার সব চাইতে বড় বান্ধব কে?·· [নরক মহা মুস্কিলে পড়িল, সে তাহার কথাই বলিবে কি না তাহাই ভাবিতেছিল, তাহাকে উত্তর যোগাইয়া দেওয়ার মানসে] ··যদুকুলে—?

নরক ॥ —কেন, আমাদের বিদুরথ?

কংস ॥ সেই বিদুরথেরই নয়নানন্দ পুত্র ঐ কঙ্কণ···, বড় ব্যথা পাই নরক, যখন কর্ত্তব্যের নিদারুণ আহ্বানে, এমন যে প্রিয়জন···তাকেও—

নরক ॥ সত্য সম্রাট!

কংস ॥ অথচ ওরা সে কথা বোঝে না। বোঝে না যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, শান্তি এবং শৃঙ্খলারক্ষার জন্য, আমাদের এই অবুঝ সোণার চাঁদদের আঘাত কর্ত্তে গিয়ে, আমরা নিজেরাই দ্বিগুণ আহত হই!···

কঙ্কণ ॥ তোমার এই ভণ্ডামি আমার বৃদ্ধ পিতার জন্ম সঞ্চিত থাক।···
তাতে তোমার কাজ হবে। আমাকে দাও আমার প্রাপ্য—

কংস ॥ হাঁ, তোমার প্রাপ্য···আমার প্রীতি···আমার স্নেহ···। তোমার প্রাপ্য···রাজসম্মান. রাজানুগ্রহ—

কঙ্কণ ॥ —অর্থাৎ দাসত্বের স্বর্ণ-শৃঙ্খল ?

কংস ॥ কুলোকে তাকে ঐ আখ্যা দেয় বটে—, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে—

কঙ্কণ ॥ তা আরো ভয়ঙ্কর।···প্রথম আসে ভীরুতা, তারপর আসে কাপুরুষতা। তারপর বিক্রয় হয় বিবেক, তারপর বিসর্জ্জন হয় মনুষ্যত্ব। তখন পদাঘাতকে পুরস্কার মনে হয়, পাদুকালেহনে মোক্ষলাভ হয় !

কংস ॥ নরক, কঙ্কণের অসুখ করেছে।···বিকারও বলতে পার।···
চিকিৎসা না করে তো পারি না, ওযে আমারি বিদূরথের পুত্র।

নরক ॥ ঔষধ তো প্রস্তুতই আছে সম্রাট--

কংস ॥ [নরককে ইঙ্গিত, পরম ব্যগ্রতায] হাঁ, সেই ঔষধ—সেই ঔষধ —[ইঙ্গিত পাইয়া নরক চলিয়া গেলে— ···কঙ্কণকে] তুমি আমার বিদূরথের পুত্র···বিনা চিকিৎসায় তোমায় রাখতে পারি না। শুশ্রূষা কর্ব্বে কে ভাবছ ?···সে ব্যবস্থাও আছে, বিদূরথই না হয় বৃদ্ধ হয়েছে, তোমার মাতাই না হয় মৃত, কিন্তু [পৈশাচিক হাস্যে] বধূমাতা কঙ্কাদেবী তো আছেন···[পার্শ্বের কক্ষে কঙ্কা নিদারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল···ও-হো-হো—] ঐ—তো !

কঙ্কণ ॥ কঙ্কা—কঙ্কা—

[কক্ষান্তর হইতে] কঙ্কা ॥ প্রিয়তম ! প্রিয়তম !

কঙ্কণ ॥ তুমিও এখানে—তুমিও এখানে কঙ্কা ?

[উভয় কক্ষের মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ বাতায়ণ অন্তরালে কঙ্কাকে দেখা গেল···পার্শ্বে তাহার নির্য্যাতনকারিণী যবণী প্রহরিণী···প্রহরিণীর হস্তে শাণিত ছুরিকা—]

কঙ্কা ॥ [অব্যক্ত যন্ত্রণায়] হাঁ, আমাকে এখানে এনেছে। এনে··· [হাত তুলিয়া দেখাইয়া] আমার আঙুল কেটে নিয়েছে—

[সেই মুহূর্ত্তে আর এক যবণী প্রহরিণী এক স্বর্ণথালায় কঙ্কার কর্ত্তিত অঙ্গুলি লইয়া আসিল—সঙ্গে আসিল নরক।]

নরক ॥ [কঙ্কণের প্রতি] তোমার ঔষধ···এই কর্ত্তিত অঙ্গুলির রক্ত-প্রলেপ—

কংস ॥ ঔষধ খুব ভালো। তোমার বিকার দূর হল কঙ্কণ ?

কঙ্কণ ॥ —সয়তান···[তাহার চোখে আগুণ জ্বলিতে লাগিল—] কিন্তু, বৃথা···ব্যর্থ হবে তোমার এই অত্যাচার···। যখন দেখি দুর্ব্বলের ওপর, নারী যে নারী, তারি ওপর, প্রবল, অত্যাচার কর্ত্তে নিতান্ত ব্যগ্র···তখনি বুঝি তার সত্যকার শক্তি লুপ্ত হয়েছে··· রয়েছে শুধু তার শেষ সম্বল—ঐ পাশবিকতা। কিন্তু হে নিষ্ঠুর নির্ম্মম দানব, তোমার অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে আমরা আজ পাষাণ হয়েছি···এই পাষাণে যত ইচ্ছা আঘাত কর···আমরা নীরব, নিথর রইব···। পাষাণে আঘাত কর্ত্তে কর্ত্তে তোমার হাত আপনা আপনি ক্লান্ত হবে···শ্রান্ত হবে···শেষে ঐ হাত কেঁপে উঠবে···অবশেষে ঐ হাত অবসাদের পক্ষাঘাতে আহত হয়ে এই পাষাণ পদতলে অসাড় হয়ে লুটিয়ে পড়বে!

কংস ॥ বিকার বেড়েই চলেছে নরক! তবে আর এক অঙ্গুলির আর এক মাত্রা—

নরক ॥ হাঁ, যেমন রোগ, তেমনি ঔষধ হওয়া চাই—

কংস ॥ এখনো বল—

নরক ॥ দাসত্ব স্বীকার কর কিনা—

কঙ্কা ॥ কখনো না—কখনো না—

কঙ্কণ ॥ দাসত্বের প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি—

কংস ॥ নরক, ঔষধের তবে দ্বিতীয় মাত্রা—

[নরকের প্রস্থান—]

কঙ্কণ ॥ চক্ষের সম্মুখে দানবের···রাক্ষসের···এই অসহনীয় পৈশাচিক অত্যাচার···এক দুর্ব্বলা নারীর ওপর···যে নারী আমাকে চিরতরে দাসত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্ত করেছে। সে মুক্তি যদি সত্য হয়, তবে মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা এই লৌহ-শৃঙ্খল—[শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল] —কোথায় কঙ্কা—কোথায় কঙ্কা—

[ছুটিয়া কঙ্কার প্রবেশ। হাতে তাহার যবনী-প্রহরিণীর ছুরিকা]

কঙ্কা ॥ আমি এসেছি—

কঙ্কণ ॥ ওরা তোমার অঙ্গুলির পর অঙ্গুলি কেটে···আমায় ওদের দাসত্ব বরণ কর্ত্তে বাধ্য কর্ব্বে স্থির করেছে, কিন্তু জানেনা ওরা—

কঙ্কা ॥ যে সে অঙ্গুলি আমি স্বেচ্ছায় দিতে পারি—[নিজের অঙ্গুলি কাটিতে কাটিতে] অঙ্গুলি কেন, মুক্তি প্রয়াসে, জীবন দিতে পারি, যদি প্রয়োজন হয়, জীবনের চাইতেও যে বেশী সেই তোমাকে পর্য্যন্ত চিরতরে ত্যাগ করতে পারি! [বলার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিল···সঙ্গে সঙ্গে উহা কঙ্কণ অঞ্জলিতে গ্রহণ করিল—]

কঙ্কণ ॥ [কংসের সম্মুখে গিয়া] নাও—নাও ঘাতক—। [তাহার

সম্মুখে অঙ্গুলি রাখিল।] তৃপ্ত তুমি ?…উত্তম।…[গিয়া কঙ্কার হাত ধরিল। ভূপতিত শৃঙ্খলটি আর এক হাতে তুলিয়া লইল। কংসের সম্মুখে গিয়া দুই জনেই নতজানু হইল—] কিন্তু হে দস্যু, মুক্তিকামী হলেও আজ আমরা মুক্তি চাই না—

কংস ॥ মুক্তি চাও না ?

কঙ্কণ ॥—চাই, কিন্তু, আজ নয়। আজ চাই কারা-বন্ধন।…এই নাও লৌহ-শৃঙ্খল [নিক্ষেপ] ঐ লৌহ-শৃঙ্খলে আমাদের শৃঙ্খলিত কর…শৃঙ্খলিত করে প্রেরণ কর তোমার সেই কারাগারে… যেখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু, সকলে, এক সঙ্গে, সকল অত্যাচারের সব কঠোরতা, তুচ্ছ করে, হাসিমুখে, জগতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই অনাগত দেবতার জন্ম প্রতীক্ষায় তপস্যা করছে ! একের মুক্তি নয়, মুক্ত হব সবাই…একদিনে… এক সঙ্গে !

কংস ॥ তবে তাই হয়ো বৎস—এক সঙ্গেই মুক্ত হয়ো ! [প্রস্থান। [নরক রক্ষীদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রভুর অনুবর্ত্তী হইল। রক্ষীরা আসিয়া কঙ্কণ ও কঙ্কাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কণ ও কঙ্কা সোল্লাসে নিজেরাই লৌহ শৃঙ্খল হাতে তুলিয়া লইয়া গাহিল— "আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈ বরাভয়"

—তিন—

কারাগার।

[অন্তঃপ্রকোষ্ঠে বসুদেব, দেবকী ও তাহাদের কনিষ্ঠ-পুত্র নিদ্রিত। বহিঃপ্রকোষ্ঠে কেহ নাই।

—দূরে কংস এবং নরক। রক্ষীগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান।

নেপথ্য হইতে—কারাবন্দীদের গান মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল—

"পায়ে পায়ে বাজে লোহার শিকল তালে তালে তারি আমরা গাই"]

কংস ॥ এই আমার কারাগার ?

নরক ॥ হাঁ সম্রাট, কারাগার···তবে একাংশ মাত্র—।

কংস ॥ আরো আছে ?

নরক ॥ বলেন কি সম্রাট ?···আর নেই! অপরাধীর সংখ্যা যেরূপ বেড়ে গেছে, তাতে কারাগারকে এরূপ বিস্তৃত কর্ত্তে হয়েছে যে···

কংস ॥ দেখো···শেষে আমার প্রাসাদ নিয়ে টানাটানি করো না।

* * * * * * * * *

নরক ॥ না সম্রাট,—কিন্তু আজ কি এই গৌরবটাই সব চাইতে বড় হয়ে উঠ্‌ছে না···যে, হাঁ···রাজ্য অরাজক নয়···শাসন আছে ···শান্তি আছে শৃঙ্খলা আছে ?

কংস ॥ ভোজবংশের এ বড় কম কৃতিত্ব নয় নরক—সেজন্য তোমরা গর্ব্ব অনুভব করতে পার···

নরক ॥ না সম্রাট, মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার কর্ছি এ জন্য লজ্জাই অনুভব করি—

কংস ॥ কেন ?

নরক ॥ যে এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ঐ যাদবদেরই।···ওদের মধ্যে যারা মহিমময়

সম্রাটের সেবা করবার সৌভাগ্য এবং সুযোগ লাভ করেছে, দেখেছি তারা সবাই আমাদের চাইতেও আপনার সিংহাসনের বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী। দেখে অনেক সময় মনে সন্দেহই জেগেছে যে এ রাজ্য আমাদের না ওদের !···এই বিদুরথের কথাই ধরুন—

কংস ॥ কই বিদুরথ তো এখনো এল না ?

নরক ॥ শ্মশানেই আমি লোক পাঠিয়েছিলাম···সে এসে খবর দিল পুত্র শোকে বিদুরথ বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে···পুত্রের দাহ-কার্য্য শেষ করেই সে আসছে বলে পাঠিয়েছে—

কংস ॥ বিদুরথের একমাত্র বন্ধন ছিল ঐ শিশু-সন্তানটি। না নরক ?

নরক ॥ হাঁ সম্রাট, তাই তার এই অকাল মৃত্যুতে সে কাতর হয়েছে বড় বেশী।

কংস ॥ কাতরতার পরই কঠোরতা চাই। প্রকৃতির সাম্য রক্ষা কর্ত্তে হলে এটা নিতান্ত প্রয়োজন। কি বল নরক ?

নরক ॥ যথার্থ বলেছেন সম্রাট।

কংস ॥ হুঁ।···[কারাকক্ষের দিকে নরকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া] ওরা বুঝি ঘুমচ্ছে—?

নরক ॥ হাঁ সম্রাট।

কংস ॥ আর কঙ্কণ ও কঙ্কা ?

নরক ॥ তারা আছে ওদিকে।···গিয়ে একবার দেখবেন ?

কংস ॥ [সাগ্রহে]···কেন, ওরা কি পিপাসায় এখনি ছটফট্ কর্চ্ছে ?

নরক ॥ এ রকম কোন সুখবর এখনো পাই নি—

কংস ॥ হুঁ।···[কি ভাবিল।] আচ্ছা নরক, দেবকীকে আমার একটিবার দেখতে ইচ্ছা হয়—কোন উপায় করতে পার ?

নরক ॥ সে কি সম্রাট, এখনি তাকে ডেকে তুলি—

কংস ॥ [শিহরিয়া উঠিয়া] না—না—। আমি, বুঝলে কিনা, তাকে তার অলক্ষ্যে দেখতে চাই—, অর্থাৎ—

নরক ॥ আপনি তার সম্মুখে যেতে চান না, অথচ তাকে একটিবার না দেখেও পার্ছেন না···অর্থাৎ সেই পুরাতন দুর্ব্বলতা-টা—

কংস ॥ [রুখিয়া উঠিয়া]

সাবধান নরক [তাহাকে একরূপ ভেঙ্‌চাইয়া] দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতা—! জানো, দেবকীর এখনো এক পুত্র—

নরক ॥ [সভয়ে] জীবিত আছে জানি সম্রাট, কিন্তু তার জন্য দায়ী ঐ বিদূরথ। হত্যার ভার রয়েছে তার ওপর, কিন্তু, এখনো তার দেখা নাই··! না—ঐ যে সেও এসে পড়েছে।

কংস ॥ ওকে গিয়ে বল···পুত্র শোকে তুমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছ বিদূরথ। অতএব···প্রকৃতির সাম্য রক্ষার্থে—তোমাকে নিদারুণ কঠোর হয়ে—কি কর্ত্তে হবে নরক ?

নরক ॥ বসুদেবের পুত্রকে হত্যা কর্ত্তে হবে—!

কংস ॥ জলে যখন বসন সিক্ত হয়, আগুনের তাপে তাকে উত্তপ্ত না করে পরিধান করলে অসুখ হয়। এও—তাই।

নরক ॥ বুঝেছি সম্রাট।···

কংস ॥ তবে এস—

[কংস অন্তরালে রহিল। বিদূরথ প্রবেশ করিলে নরক তাহার সম্মুখীন হইল।—পুত্র শোকে একদিনেই বিদূরথ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চেহারা দেখিলে মনে হয় এ যেন কোন প্রেত···শ্মশান হইতে উঠিয়া আসিল। বিদূরথের

গলদেশে একটি পাত্র ঝুলিতেছে, তাহাতে তাহার পুত্রের চিতাভস্ম।]

নরক ॥ এস ভাই, এস—।···শোক করে তো তাকে আর ফিরে পাবে না—

বিদূরথ ॥ সাবধান—।···[আপন মনে চিতাভস্ম ছড়াইতে লাগিল এবং বিড়বিড় করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল] ফিরে পাবে না··· ফিরে পাবে না···[হঠাৎ নরককে ভ্যাঙচাইয়া] ফিরে পাব না, কেন শুনি ?

নরক ॥ [বিস্ময়ে অবাক হইল।—]

বিদূরথ ॥ [নরককে] কোনদিন বীজ বোন নি ? তা থেকে গাছ হয় নি ? ও আমার সোণার চাঁদ, এই তোমার বুদ্ধি ?

নরক ॥ তুমি কি উন্মাদ হলে বিদূরথ ? তোমার ওপর যে সম্রাটের আদেশ রয়েছে—

বিদূরথ ॥ [সম্রাটের কথা মনে হইতেই সসম্ভ্রমে]—কি আদেশ ?

নরক ॥ বসুদেবের সর্ব্ব কনিষ্ঠ···শেষ পুত্র হত্যা করা—

বিদূরথ ॥ হাঁ, কর্ব্ব। নিয়ে এস—

নরক ॥ আমি আনছি—

[কারাগারের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রস্থান।—]

বিদূরথ ॥ "এক ফোঁটা জল—দাও···দাও···গলা ভেজাবার জন্য এক ফোঁটা না হয় আধ ফোঁটা জলই দাও···"

—তাও তো দিলাম না।···দিতে গেলাম···কে যেন আমার হাত চেপে ধরল! আমার পায়ে শেকল বাঁধল! কিন্তু কাণে তো ভেসে এল "জল দাও—জল দাও—! এক ফোঁটা না দাও—

আঁখ কোঁটা দাও—!" ওরা বলল কাঁদছ কেন? হাসতে হবে···

আমি হাসলেম! আমি হাসলেম! [দু চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। প্রস্থান।]

* * *

[অন্তর্প্রকোষ্ঠ হইতে বসুদেব দেবকী ও নরক বাহির হইয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিলেন। বসুদেবের হস্তে তাহাদের শেষ সন্তান। শিশুটি ঘুমাইয়া আছে। কারাগারের বাহিরে আসিবার কালে নরক বসুদেবের নিকট সন্তান চাহিয়া হাত বাড়াইল।]

নরক ॥ দাও—

[বসুদেব সন্তানকে নরকের হাতে তুলিয়া দিতে গেলেন—দেবকী গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

দেবকী ॥ [বসুদেবকে]

দাঁড়াও আর একটিবার আমার বুকে দাও—আর একটিবার—

বসুদেব ॥—চুপ্···চুপ্···ঘুম ভেঙে যাবে!

দেবকী ॥ থাক্ তবে থাক্·· [কাঁদিতে লাগিলেন।]

বসুদেব ॥ [নরকের হাতে সন্তান তুলিয়া দিয়া] হত্যা কর্বে, ক'রো—, কিন্তু ঘুম ভাঙিয়ে হত্যা ক'রো না···ও ভয় পাবে—ভয় পাবে···

আর কেন দেবকী, সরে এস—

দেবকী ॥ [সন্তান লক্ষ্যে] ও কি জাগল? ও কি জাগল?··

ওর হয়তো ক্ষুধা পেয়েছে—ওর হয়তো—

বসুদেব ॥ তুমি কাতর হচ্ছ—তুমি কাতর হচ্ছ দেবকী—

দেবকী ॥ আমার বুকের ধন, আমার চোখের মণি—

বসুদেব ॥ হাঁ, বুকের ধন—চোখের মণি আমরা অঞ্জলি দিচ্ছি—আমরা অঞ্জলি দিলাম—এইবার বল—

অনাগত দেবতা স্বাগতম্

দেবকী ॥ [কাঁদিতে কাঁদিতে]

অনাগত দেবতা স্বাগতম্!

[তিনবার আবাহনের পর দেবকীকে লইয়া বসুদেবের অন্তপ্রকোষ্ঠে প্রস্থান]

[নরক সন্তান লইয়া বাহিরে আসিল। বিদূরথও চিতাভস্ম ছড়াইতে ছড়াইতে পুনরায় প্রবেশ করিল—]

নরক ॥ [বিদূরথের সম্মুখে গিয়া], কর হত্যা—এই নাও ছুরি—

বিদূরথ ॥ [একদৃষ্টে সন্তানটি দেখিয়া]—মারব কি? মরেই গেছে!

নরক ॥ না, ঘুমিয়ে রয়েছে।

বিদূরথ ॥ এটা কে রে?

নরক ॥ বসুদেবের শেষ সন্তান। ছুরি নাও—বসিয়ে দাও—

বিদূরথ ॥ —দাও—

[সন্তান ও ছুরিকা···গ্রহণ]

···[সন্তানটিকে বেশ ভালো করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া] আমার খোকা?

নরক ॥ তোমার খোকা মারা গেছে—

বিদূরথ ॥ হাঁ, মারা গেছে। তাকে নিজ হাতে পুড়িয়ে এলাম। ··· পুড়িয়ে তার সব কটি ছাই তুলে নিলাম, শ্মশানে ছড়িয়েছি, পথে ছড়িয়েছি···এখানে ছড়িয়েছি···ওখানে ছড়িয়েছি···ঘরে ঘরে বিলিয়ে এসেছি···তারাও ছড়াবে বলেছে। কি হবে জান?

নরক ॥—কি ?

বিদূরথ ॥ সেই ছাই থেকে আবার উঠবে···

নরক ॥ কে ?

বিদূরথ ॥ আমার খোকা। শুধু কি খোকা ? আমার খোকার মতো হাজার হাজার লাখ লাখ লোহার খোকা—!

তারা কি কর্ব্বে জান ?

নরক ॥ [নীরবই রহিল- -]

বিদূরথ ॥ এবার ওরা যা পায় নি, সেবার তারা তাই নিতে আসবে···! এক ফোঁটা জল পায় নি···এক ফোঁটা দুধ পায়নি···এক মুঠো ভাত পায় নি···। এবার ওরা এসে···প্রথমেই বল্‌বে—আগে চাই সুদ, তারপর চাই আসল।

নরক ॥ বাক্য রাখ বিদূরথ। তোমার কাজ কর—

বিদূরথ ॥ একে মারলেও ঠিক্ তাই হবে।···মার্ব্ব ?

[নেপথ্য হইতে কংস ॥—না !]

বিদূরথ ॥ [স্বর চিনিতে পারিয়া] প্রভু ! [স্বর লক্ষ্য করিয়া তাকাইল—]

নরক ॥ হাঁ—

[নেপথ্যে কংস ॥] বিদূরথ· ·ওকে আমার হাতে দাও

[বিদূরথ সন্তান সহ কংসের দিকে ছুটিয়া দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া গেল। অন্তরাল হইতে একটা ভীষণ হুঙ্কার এবং "মা—গো···" শিশুর আর্ত্তনাদ শোনা গেল···কিন্তু তখনি বোধ হইল ··শিশুকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করা হইল]

কংস ॥ [নেপথ্যে] আর একটি—আর একটি—তারপর—তারপর—

নরক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

—চার—

প্রান্তর

ধরিত্রী

গান

নাহি ভয়, নাহি ভয়।
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষ, আসে মৃত্যুঞ্জয় ॥
হত্যায় আসে হত্যা-নাশন,
শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তি-ভাষণ,
অন্ধকারায় তমো-বিদারণ
জাগিছে জ্যোতির্ম্ময় ॥
দলিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখিজল-ঘেরা আসন বিথার।
ব্যথাবিহারীরে দেখিবি কে আয়।
ধ্বংসের মাঝে শঙ্খ বাজায়
নিখিলের হৃদি-রক্ত-আভায়
নবীন অভ্যুদয় ॥

—পাঁচ—

কারাগার

[পাশাপাশি দুইটি প্রকোষ্ঠ। তাহার একটিতে কঙ্কণ আর
একটিতে কঙ্কা। যথাস্থানে কারারক্ষীরূপে অঘাসুর,
বকাসুর এবং তৃণাবর্ত্ত; কঙ্কণ ও কঙ্কা
উভয়েই ক্ষুৎপিপাসা কাতর।—]

কঙ্কণ ॥ কি হবে কঙ্কা, কি হবে ?

কঙ্কা ॥ দেবে না..দেবে না ওরা এক ফোঁটা জল। জল না দিয়ে আহার না দিয়ে..ওরা দাঁড়িয়ে দেখছে..আমরা এই পাষাণ কারায় ছটফট কর্ত্তে কর্ত্তে..মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে শেষে কথার শক্তিটুকুও হারিয়ে কেমন করে. তুমি আমার চোখের সামনে আমি তোমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে চিরতরে চোখ বুঁজি—।

কঙ্কণ ॥ [রক্ষীদের প্রতি] ভেবে দেখ ভাই, শুধু একটিবার ভেবে দেখ কোনদিন তোমার কি পিপাসা পায় নি ? পিপাসায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসে নি ? এক ফোঁটা জলের অভাবে কি মৃত্যু যন্ত্রণারও অধিক যন্ত্রণা অনুভব কর নি ? ..

অঘাসুর ॥ —করেছি .

কঙ্কণ ॥ করেছ ?

বকাসুর ॥ কেন কর্ব্ব না !

কঙ্কণ ॥ তা যদি করে থাক. তবে আমাদের এত অসহ্য পিপাসার মরণাধিক যন্ত্রণা তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না কেন ?...কেন

তবে পাষাণের মতো পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ?...ঠেলে ফেল এই লৌহদ্বার...নিয়ে এস সুশীতল জল...আমাদের বাঁচাও... আমাদের বাঁচাও—

তৃণাবর্ত্ত॥ আমরা আর তোমরা হলাম এক?...অসহ্য পিপাসায় যখন আমাদের বাক্য বন্ধ হয়ে আসে...তখন আমরা এক কলস মদে গলাটা ভিজিয়ে নি।...

অঘাসুর॥ কারো কাছে মাথা খুঁড়তে হয় না।

বকাসুর॥ কংস রাজার কল্যাণে না চাইতেই পাই!

কঙ্কা॥ পিপাসার চাইতেও ওদের ঐ পরিহাস আরো বেশী যন্ত্রণা দেয় স্বামী!...কেন চাও ওদের কাছে জল?...তার চাইতে...এস স্বামী...কণ্ঠে এখনো যেটুকু...যতটুকু...শক্তি আছে...সমস্ত শক্তি একত্র করে...জীবনের শেষ নিঃশ্বাসে প্রার্থনা করে মরি...হে ভগবান...তুমি এই করুণাহীন, মমতাহীন মরুভূমিতে শঙ্খধ্বনি করে নেমে এস! চক্রে তোমার ধ্বংস কর নির্ম্মম দানব! গদাঘাতে চূর্ণ কর এই লৌহ কারাগার! তারপর পদ্ম-হস্তের স্পর্শ দাও...আলো দাও...মুক্তি দাও...শান্তি দাও—! [মুমূর্ষ হইয়া পড়িল।]

অঘাসুর॥ [কঙ্কাকে দেখাইয়া] ওটা বোধ হয় মুক্তিই পেল!

কঙ্কণ॥ কঙ্কা! কঙ্কা! [সাড়া না পাইয়া] সাড়া নাই! তবে কি— তবে কি—শেষ? সব শেষ? [রক্ষীদের প্রতি] ওরে—তোরা বল...আছে না গেল?

বকাসুর॥ কি করে বলব মশায়—আপনার পরিবারের খবর! দেখছি কথা বলছেন না, এবং ভূমি নিয়েছেন। এটা তার মৃত্যু লক্ষণ

কি রাগাভিমানের লক্ষণ...তা পরিজ্ঞাত হবার সৌভাগ্য আমাদের তো হয় নি মহাশয় !

কঙ্কণ ॥ [পাষাণ প্রাচীরে আঘাত করিতে করিতে] কঙ্কা—কঙ্কা—! [উৎকর্ণ হইয়া কোন সাড়া পায় কিনা শুনিল, কিন্তু সাড়া না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল] নেই—নেই—! আমারো গলা শুকিয়ে আসছে ··তালু ফেটে যাচ্ছে...জল···একটু জল...এক ফোঁটা জল—[সানুচর কংসের প্রবেশ।]

কংস ॥ তাই তো, আমার বিদূরথের পুত্র কঙ্কণ...কঙ্কণই জল চাচ্ছে নরক। ..নরক, তোমাদের এসব কি হচ্ছে বল দেখি ! আমার বিদূরথের পুত্র কঙ্কণ...সে কিনা এক ফোঁটা জল না পেয়ে মর্ত্তে বসেছে ! ছিঃ !

নরক ॥ জল দি সম্রাট—

কংস ॥ আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ !

নরক ॥ [এক অনুচরের মস্তকস্থিত জলকলস লইয়া কঙ্কণের সম্মুখে গিয়া কারাগারের বাহিরে ; ঠিক তাহার সম্মুখে, ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, কলস হইতে আর একটি সুবিস্তৃত পাত্রে জল ঢালিতে লাগিল]——কঙ্কণ, জল নাও—

কঙ্কণ ॥ [নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। "জল" কথাটি কাণে যাওয়াতে চোখ মেলিল—জল দেখিয়া চোখে মুখে এক অদ্ভুত দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল ! লাফাইয়া উঠিল—] জল ! জল !...দাও জল—

কংস ॥ পান কর কঙ্কণ...প্রাণ ভরে পান কর—

কঙ্কণ ॥ [লৌহদণ্ড ঝাকিয়া]...কিন্তু—?

কংস ॥ বাইরে আসবে ?

কঙ্কণ ॥ দ্বার খোল—

কংস ॥ নরক, অপরাধী কি বাইরে আসতে পারে? আমি ব্যবহার শাস্ত্রের কথা বলছি।

নরক ॥ হাঁ, আসতে পারে, যদি অপরাধী দোষ স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে বশ্যতা স্বীকার করে—

কংস ॥ [কঙ্কণের মুখের দিকে চাহিল।]

কঙ্কণ ॥ না—না—না—। জল আমাকে ভেতরে এনে দাও—

কংস ॥ আমি ব্যবহার শাস্ত্রের কথা বলছি নরক। পিপাসা দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী যে...তাকে কি...কারাকক্ষে জল দেওয়া যায়?

নরক ॥ ব্যবহারশাস্ত্রে নিষেধ আছে সম্রাট।

কংস ॥ [যেন মহা চিন্তিত হইয়া] তাহলে কি হবে নরক? কি করে আমি আমার কঙ্কণকে বাঁচাই—?

নরক ॥ উপায় আপনার ঐ কঙ্কণের হাতেই--

কংস। তাই তো। আচ্ছা ও ভেবে দেখুক।...এস...আমরা একটু ঘুরে আসি—[নরকসহ অন্যদিকে প্রস্থান। প্রস্থানকালে নরক অঘাসুরকে গোপনে কি কহিয়া গেল। জল তদ্রূপ অবস্থাতেই রহিল।]

* * [সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কঙ্কণের চোখের সম্মুখে সুশীতল অপর্য্যাপ্ত জল...অথচ সে তদ্দ্বারা পিপাসা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। জল দেখিয়া তাহার চোখে-মুখে এক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল। পিপাসা শান্তির আশায় তাহার জিব্ লক্ লক্ করিতে লাগিল। সে জিব্ বাহির করিয়া ধীরে ধীরে লৌহদণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তক অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে তাহার জিহ্বা যেই জলস্পর্শ

করিতে যাইবে এমন সময় অঘাসুর আসিয়া পাত্রটি পা দিয়া আর একটু দূরে সরাইয়া দিল। কঙ্কণ অঘাসুরের দিকে একটিবার তাকাইল। তৎপর পুনরায় সে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবারও তাহার জিহ্বা যখন জলস্পর্শ করিতে গেল ..তখন অঘাসুর পা দিয়া পাত্রটি উল্টাইয়া দিল। সমস্ত জল মাটিতে পড়িয়া গেল। কঙ্কণ দেখিল জলের আশা নির্ম্মূল হয়, দেখিয়াই সে মরিয়া হইয়া মাটিতে গড়ানো জলই যতটুকু পারে, জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া লইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অঘাসুর, ছুটিয়া আসিয়া সেই জল পা দিয়া লেপন করিয়া উহা কর্দ্দমাক্ত করিয়া দিল।]

অঘাসুর ॥ }
বকাসুর ॥ } হাঃ হাঃ হাঃ
তৃণাবর্ত্ত ॥ }

কঙ্ক ॥ তাহাদের দিকে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ।]—বটে। ...[এক প্রচণ্ড চেষ্টায় লৌহদণ্ড বাঁকাইয়া কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত্ত এবং জলকলস-বাহী রক্ষী সকলেই সন্ত্রস্ত হইল।]

অঘাসুর ॥ বন্দী! রক্ষী!

বকাসুর ॥ অস্ত্র—অস্ত্র—

তৃণাবর্ত্ত ॥ প্রহরী - সৈন্য—

[সকলে লোকজন ডাকিবার জন্য ছুটিল—। কঙ্কণ বাহির হইয়া আসিয়াই পলায়নরত...সর্ব্বপশ্চাৎ অবস্থিত জলকলস-বাহী রক্ষীর হাত চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার নিকট হইতে জলকলসটি ছিনাইয়া লইল। সে জলকলস রাখিয়াই অন্য সকলের সহিত পলায়ন করিল।]

কঙ্কণ ॥ সে জল কলস কাড়িয়া লইয়াই নিঃশেষে সমস্ত জল পান করিবার জন্য কলস উঁচু করিয়া ধরিবামাত্র কঙ্কার কথা তাহার মনে পড়িল। ...] কঙ্কা! [কলস নামাইল। উহা হাতে লইয়া টলিতে টলিতে কঙ্কার প্রকোষ্ঠের দিকে গেল। প্রকোষ্ঠের লৌহদণ্ড ধরিল। ডাকিল] —কঙ্কা!

কঙ্কা ॥ প্রি—য়—ত—ম!

কঙ্কণ ॥ [কঙ্কা বাঁচিয়া আছে বুঝিবামাত্র তাহার হৃদয়ে নব উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাহার দেহে অপূর্ব্ব বলসঞ্চার হইল। মাংসপেশাগুলি ফুলিয়া উঠিল—সে বিনা বাক্যব্যয়ে লৌহদণ্ড ভাঙ্গিবার প্রয়াস করিল। তাহার প্রয়াস সার্থক হইল। দ্বার ভঙ্গ হইল। জল কলসটি হাত হইতে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া কঙ্কার সম্মুখে গিয়া]— কঙ্কা—কঙ্কা. জল!

কঙ্কা ॥ [সে দুই হাত বাড়াইয়া কঙ্কণের মুখখানি জড়াইয়া ধরিতে উঁচু হইতে লাগিল, হঠাৎ ··পড়িয়া গেল, আর উঠিল না ·· চিরতরে এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।]

কঙ্কণ ॥ কঙ্কা—কঙ্কা—[বুঝিল, কঙ্কা মৃত!] নাই! ···নাই! [তাহার বুকের উপর পড়িতে গিয়াই] না—না আলিঙ্গন নয়··· [বলিতে বলিতে কলস হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল] আজও আমরা দাস···আজও আমরা দাস··· [—ঠিক্ এই সময় অঘাসুর ইত্যাদি দানবগণের সদলবলে প্রবেশ।]

অঘাসুর ॥ ঐ যে···জল খাচ্ছে—

কঙ্কণ ॥ জল? জল? [বাহিরে আসিয়া ভূতলে কলস নিক্ষেপ] জল!··

[সে দানবদের দিকে অতি করুণভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। দানবরা পিছাইয়া গেল-। ···তাহারা পিছাইয়া গেল দেখিয়া, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া···অন্য পার্শ্বের দানবদিগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারাও পিছাইয়া গেল।]

কঙ্কণ ॥ [দানবদের প্রতি] দয় কর—দয়া কর···আমায় আজ শুধু একটি দয়া কর—

দানবগণ ॥ [বি'স্মিত হইয়া] দয়া !

কঙ্কণ ॥ হাঁ, দয়া।

[কংসের আবির্ভাব]

কংস ॥ দয়া ?

কঙ্কণ ॥ হাঁ, দয়া। ···আমি [কঙ্কাকে দেখাইয়া] ওর সঙ্গে যাব। তরবারির একটি আঘাত—না হয় বল্লমের একটি খোঁচা···না হয় একটা তীর···একটা ইট···আমায় মার···দয়া করে আমায় মার— [নতজানু হইল]

কংস ॥ নরক, কঙ্কণ হ'ল আমার বিদূরথের পুত্র··। ওর কোন কামনা কি আমাদের অপূর্ণ রাখা উচিত ?

নরক ॥ না সম্রাট—

কংস ॥ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক কঙ্কণ –[রক্ষীদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান]

[ইঙ্গিত পাইয়া দানবগণ এক সঙ্গে সকল অস্ত্র দ্বারা কঙ্কণকে আঘাত করিল। কঙ্কণ ভূপতিত হইল।]

পঞ্চম অঙ্ক

—এক—

[নৃত্যশালা।

কংস এবং নর্ত্তকীগণ যে যেখানে ছিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।
দ্বারে দ্বারে যবনী প্রহরিণীগণও নিদ্রিত। সুরার সরঞ্জাম,
বাদ্যযন্ত্রাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা।

একটি মুক্ত বাতায়নের পাশে চন্দনা।...বাতায়নে ভর দিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া সেও বোধ করি ঘুমাইতেছিল।

দূর হইতে একটি কাতর আর্ত্তনাদের শব্দ-ধারা ভাসিয়া আসিতে লাগিল বহুদূরে যেন সহস্র লোক কাঁদিতেছে—।

চন্দনা চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল।

বাহিরে ঝড় উঠিল। মাঝে মাঝে দু একবার বিদ্যুৎও চমকাইল। বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল।]

চন্দনা॥

—গান—

নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
অশান্ত-ধারে জল ঝর ঝরে অবিরল
ধরণী ভীতি-মগন॥

ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝনননন,
দীর্ঘশ্বসা কাঁদে অরণ্য শনশন,
প্রলয়-বিষাণ বাজে বজ্রে ঘনঘন,
মূর্চ্ছিত মহাকাল-চরণে মরণ॥

শুধিবেনা কেহ কিগো এই পীড়নের ঋণ ?
দুঃখ-নিশির শেষে আসিবেনা শুভদিন ?
দুষ্কৃতি-বিনাশায় যুগ যুগ-সম্ভব,
অধর্ম্ম নিধনে এস অবতার নব,
'আবিরাবির্মএধি' ঐ ওঠে রব—
জাগৃহি ভগবন, জাগৃহি ভগবন ॥

চন্দনা ॥ [গানের শেষে প্রবল বৃষ্টি নামিয়া আসিল। গান শেষ হওয়া মাত্র ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল ··এবং বজ্রপাত হইল · চন্দনা কি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল গান ছাড়িয়া দিল—] ও কি ? কে ও ? এই দুর্যোগে···এই ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টির মাঝে ও কে যায় ? · কে তুমি পথিক · ঝড়-ঝঞ্ঝায় তুমি দৃকপাত কর না · বজ্রকে তুমি তুচ্ছ কর অন্ধকারকে তুমি গ্রাহ্য কর না ?
·· ও কি ? তোমার ক্রোড়ে কি ও ? পথিক ! পথিক ! তোমার ক্রোড়ে কি আকাশের চাঁদ ? চুরি করে পালাচ্ছ ?
· কে তুমি পথিক, কে তুমি ? আকাশের চাঁদ তোমার ক্রোড়ে !
·· কে তুমি ? [হঠাৎ চিনিতে পারিয়া]—বসুদেব ! তুমি বসুদেব ! তবে কি তোমার ক্রোড়ে তোমার ক্রোড়ে—আমি দেখব ! আমি দেখব !

[ছুটিয়া প্রস্থান ।]

* * *

[মুহুর্মুহু বজ্রপাত । প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা]

কংস ॥ [হঠাৎ চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এক একটি বজ্র পতন শব্দে চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

উঠিয়া দাঁড়াইল। পালাইয়া অন্যত্র যাইবে ভাবিয়া যেই এক এক দ্বারের সম্মুখে যায়, অমনি বাহিরে তাহারি যেন অতি কাছে এক একটি বজ্রপাত হয়। একে একে সকলেই জাগিয়া উঠে। কংস পালাইতে পথ পায় না—। যাহারা জাগিয়া উঠিল তাহারাও ভয়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তাহারা কংসের ঐ অবস্থা দেখিয়া আরো ভীত হইয়া পড়িল। সকলেই পলায়ন করিতে চায়, অনুমতির জন্য কংসের মুখের পানে চায়। ক্রমে মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতে লাগিল অন্য সকলেও প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল—। কংস পালাইতে পারিতেছে না এ যেন স্বয়ং প্রকৃতি মাতা প্রতি দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহার গতি রোধ করিয়া তাহাকে এই কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কংস ছুটিয়া গিয়া শয্যায় বসিল, এবং হাতের কাছে যাহা পাইল, তাহাই জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রথমে প্রাণপণ চীৎকার করিয়াই একবার ডাকিল "নরক—নরক"—কিন্তু তাহার পরই ভয়ে যেন তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার ডাক গুলি ক্রমেই মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া শেষে আর শোনাই গেল না, যদিও দেখা যাইতে লাগিল যে কংস নরককে প্রাণপনেই ডাকিতেছে। প্রতি দ্বার দিয়া অঘাসুর বকাসুর তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দানব সেনানীর প্রবেশ। হাতে তাদের উন্মুক্ত রক্তাক্ত তরবারি চোখে মুখে ঘাতকের উল্লাস-দীপ্তি। তাহাদের সঙ্গে নরক।]

কংস॥ [তাহাদিগকে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল] ওঃ

নরক॥ [ছুটিয়া সম্মুখে গেল]

সম্রাট—সম্রাট—

কংস ॥ [কাঁপিতে লাগিল]

নরক ॥ সম্রাট, আমি নরক···

কংস ॥ —না।

নরক ॥ সম্রাট, চেয়ে দেখুন আমি আপনার দাসানুদাস নরক—

কংস ॥ [স্থির হইল। একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল] নরক ?

নরক ॥ প্রভু, আমায় চিনতে পারছেন না ?

কংস ॥ [চিনিতে পারিয়া] হাঁ, নরক।

[নরকের মুখ হইতে দৃষ্টি অপসরণ না করিয়া, দানব সেনানীদের দিকে হাত বাড়াইয়া তৎপ্রতি নরকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, চুপি চুপি] ওরা কারা ?

দানব সেনানীগণ ॥ [সকলে একসঙ্গে কংসের কাছে আসিয়া নতজানু হইয়া] সম্রাটের দাসানুদাস—

নরক ॥ অঘাসুর বকাসুর তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি আপনারই সেনানায়কগণ।

কংস ॥ ওরা কেন ?

নরক ॥ সম্রাটকে সুসংবাদ দিতে এসেছে—

কংস ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে] আমি জানি—আমি জানি কি সে সংবাদ—

নরক ॥ কি সম্রাট ?

কংস ॥ [বলিতে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—] যে আজ—

নরক ॥ আজ কি ?

কংস ॥ [চারিদিকে সভয়ে চাহিয়া লইয়া]··· অষ্টমী !

নরক ॥ হাঁ, সম্রাট অষ্টমী।

কংস ॥ সে আজ জন্মেছে—!

নরক ॥ যদি জন্মেই থাকে—, তাতে ভয় কি সম্রাট ?

কংস ॥ [কংস ভয় পাইয়াছে এ কথা অন্যের মুখে শোনা তাহার অভ্যাস নয়, শুনিলে বিশেষ বিরক্ত হয়। যথাসম্ভব শীঘ্র ভীতভাব কাটাইয়া উঠিয়া, বিরক্তি সহকারে] নরক ! তোমার স্পর্দ্ধা !

নরক ॥—সম্রাট !

কংস ॥ তুমি বলতে চাও, আমি ভয় পেয়েছি !

নরক ॥ কখনো মুহূর্ত্তের তরেও তা কল্পনা করবারও স্পর্দ্ধা রাখি নাই—

কংস ॥ আমি বিশ্ব-ত্রাস কংস। আমি শুদ্ধ জিজ্ঞাসা কর্ছি সে কি জন্মেছে—?

নরক ॥ আমি তার উত্তর দিচ্ছি—সে মরেছে—।

কংস ॥ [মহারাগান্বিত হইয়া] পরিহাস, নরক ?

নরক ॥ পরিহাস নয় সম্রাট। সম্রাটের আশঙ্কা, শত্রু জন্মগ্রহণ করবে, কারাগারে দেবকী জঠরে !

কংস ॥ তাই দৈববাণী নরক—

নরক ॥ ওটা ছলনা। দেবতারা ঐরূপ প্রকাশ করে আপনার দৃষ্টি বিপথে পরিচালিত করেছে ! প্রকৃতপক্ষে শত্রু জন্মগ্রহণ করেছে, অন্যত্র, যেখানে ঐ দৈববাণীর কুহকে ভুলে সম্রাট আদৌ দৃষ্টি দেন নি !

কংস ॥ —নরক— নরক—

নরক ॥ হাঁ সম্রাট, নইলে শত্রুর নাড়ী-নক্ষত্র প্রকাশ করতে দেবতাদের

এ অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন? ·· তারা ঐ দৈববাণী দ্বারা আপনাকে প্রতারিত করেছে—

কংস ॥ বটে! বটে! [দুই চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল।]

নরক ॥ কিন্তু আমাদের প্রতারিত কর্ত্তে পারে নি। তাই আজ রাজ্যের যত পুত্র সন্তান·· নবজাত এবং সদ্যোজাত···সব—

দানব সেনানীগণ ॥ [মহোল্লাসে—] আমরা বধ করে এসেছি—

কংস।--সব?

দানবসেনানীগণ ॥—সব। ছিন্ন-শিরের তপ্ত-রক্তে আমাদের অসি এখনো উত্তপ্ত—!

কংস ॥ [যেন এসব কথা তাহার কানেই গেল না—] কারাগারে—কারাগারে--?

নরক ॥ সেখানেও গিয়েছি—

কংস ॥ [যেন মৃত্যুদণ্ড ও শুনিতে পারে এইরূপ আশঙ্কায়] ·সেখানে কি? [কিন্তু তখনই তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল]

অঘাসুর ॥ আমাকে বলতে দিন সম্রাট। সেখানে আমরা গেলাম··· উদ্যত অসি নিয়ে · এই আশা করে ··যে·· যদি শত্রু জন্মগ্রহণ করে থাকে, তাকে তার মাতৃক্রোড় হতে ছিনিয়ে সবলে আকর্ষণ করে নিয়ে শিলাতলে নিক্ষেপ করে তখনি বধ কর্ব্ব—

কংস ॥ [যেন তাহার চক্ষের উপর ইহা ঘটিতেছে,—মহাউল্লাসে] বধ কর্লে?

অঘাসুর ॥ না সম্রাট—। গিয়ে দেখি শত্রু জন্মগ্রহণ করে নি—

কংস ॥ মূর্খ!···সে গর্ভের অন্তরালে বসে হাসছে!···সেখান থেকে

তাকে—[গর্ভ বিদারণ করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ভ্রূণ হত্যার ইঙ্গিত—]

নরক ॥ কিন্তু সে তো দেবকী-নন্দন নয়—

কংস ॥ পরিহাস নরক, পরিহাস— ?

নরক ॥ সে দেবকী-নন্দিনী—।·· আজই জন্মগ্রহণ করেছে—

কংস ॥ নন্দিনী ?

নরক ॥ হাঁ সম্রাট—

কংস ॥ ভগিনী-নন্দিনী ?

নরক ॥ হাঁ সম্রাট, ভগিনী নন্দন নয়।

কংস ॥ আ—[যেন বাঁচিয়া গেল—] আমার ভাগিনেয়ী ?

নরক ॥ হাঁ সম্রাট—!

কংস ॥ [সহজভাবে] ভাগ্নী ! ভাগ্নী ! [কপটতায়] কত দুঃখ ছিল মনে নরক, আমার সব আছে ; রাজ্য আছে, ঐশ্বর্য্য আছে দাস-দাসী হস্তী অশ্ব···সব আছে, ছিল না শুধু একটি ভাগ্নী আজ আমি সেই ভাগ্নী পেলাম !···আজ যে কি আনন্দ·· [সত্রাসে] তার ওপর তো হাত তোলনি তোমরা ?

দানবসেনানীগণ ॥ না সম্রাট—।

কংস ॥ আমায় রক্ষা করেছ ! [ঊর্দ্ধে চাহিয়া] দৈববাণী ! দৈববাণী ! [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ

[ছুটিয়া চন্দনার প্রবেশ—]

চন্দনা ॥ [কংস ঊর্দ্ধে চাহিয়া অট্টহাস্য হাসিতেছিল ··চন্দনা তাহার সম্মুখে গা ঘেসিয়া দাঁড়াইল। যে মুহূর্ত্তে কংসের অট্টহাস্য শেষ

হইল, সেই মুহূর্ত্তে চন্দনা কংসের মুখের দিকে তাকাইয়া] হাঃ হাঃ হাঃ [হাস্য ।]

কংস ॥ [হাসির শব্দ শুনিয়া নিম্নে তাকাইয়া দেখিল চন্দনা। আবেগে তাহার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া একটি ঝাঁকি দিয়া কহিল] চন্দনা ···আজ কি আনন্দ !

চন্দনা ॥ আনন্দে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি মরি ! আজ আমি মরি !

কংস ॥ ছিঃ ! আজ আমার সেই দুঃস্বপ্ন ব্যর্থ ! আজ তবে তোমায় পাব চন্দনা ?

চন্দনা ॥ [চটুল দৃষ্টিতে] হাঁ, আজ আমায় পাবে। কিন্তু, তোমার উৎসব কই ? জয়-বাদ্য কোথায় ? এত অন্ধকার কেন ?

কংস ॥ [বিশেষ ব্যাকুলতা সহকারে] সহস্র দীপ জ্বালো—লক্ষ দীপ জ্বালো—রংমশাল কই ? রংমশাল ?

চন্দনা ॥ কি হবে সহস্র দীপে ? আজ সহস্র চাঁদ আমার চোখে লাগবে না লক্ষ সূর্য্যও না। কেউ কি কখনো দেখেছ আকাশের বুক চিরে রূপ ঠিকরে বের হয়ে আসে ? আমি দেখেছি। কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে আকাশ হল মাতাল, বাতাস হল পাগল ? আমি দেখেছি। কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে বনের অজগর এল ছুটে···চরণ-পদ্মের পরশ নিল···ধন্য হয়ে ফণা ধরল··· ফণা ধরে তার জয়যাত্রায় অগ-ছত্র হল ? আমি দেখে এলাম···আমি দেখে এলাম, রূপ নয়, রূপের আগুন··, কোটি কোটি পতঙ্গ সেই রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে—, আমিও আমিও—[যবনী প্রহরিনীগণ রংমশাল জ্বালাইয়া আনিয়াছিল—তাহা হাতে লইয়া চন্দনার নৃত্য·]

কংস ॥ চন্দনা—চন্দনা—! অপরূপ ! অপরূপ !

চন্দনা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

কংস ॥ তুমি আমার—তুমি আমার—! ·· কিন্তু, ও কি চন্দনা—ও কি চন্দনা—? এ যে আগুন !

চন্দনা ॥ হাঁ ; আগুন· রূপের আগুন ! রূপের আগুনে আজ ঝাঁপ দিয়েছি · আঃ ! [অগ্নি-গর্ভে ডুবিয়া গেল]

কংস ॥ —চন্দনা চন্দনা—

—দুই—

প্রান্তর

ধরিত্রীর গান

তিমির বিদারি অলক-বিহারী কৃষ্ণমুরারি আগত ওই।
টুটিল আগল, নিখিল পাগল, সর্ব্বসহা আজি সর্ব্বজয়ী ॥
বহিছে উজান অশ্রুযমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহধার উথলায়
কাল-রাখাল নাচে থৈ তা থৈ ॥
বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব—নমো নমঃ,
অরির পুরীমাঝে এল অরিন্দম।

ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
অন্ধ কারায় এল বন্ধ-বিমোচন।
ধরি অজানা পথ, আসিল অনাগত,
জাগিয়া ব্যথাহত ডাকে মাভৈঃ॥

—শেষ—

[শেষ রাত্রি। কারাকক্ষে নিদ্রিত বসুদেব ও দেবকী।
দূরে কারারক্ষী ও নিদ্রিত।

ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া চোরের মতো কংসের প্রবেশ।··· সঙ্গে কোন অনুচর নাই, অন্য কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে সর্ব্বদাই এই আশঙ্কায় সশঙ্ক।]

কংস॥ [চাপা গলায়] বসুদেব---বসুদেব—

বসুদেব॥ [জাগ্রত হইয়া] কে?

কংস॥ আমি---

বসুদেব॥ কে তুমি?

কংস॥ [চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নাম বলিতে সাহস পাইল না—] আমি—আমি—

বসুদেব॥ কংস!

কংস॥—চুপ—[চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল কেহ শুনিয়াছে কিনা—]

না—যখন দেখি ভগিনী আমার শুধু নীরবে চোখের জলই ফেলে··· প্রতিশোধ নিতে চায় না, অভিশাপ দেয় না—!

বসুদেব ॥ আজ এসব কথা কেন কংস—?

কংস ॥···হাঁ, আজ। আজ আমি তাকে চাই। আজ আমি তাকে বলব··· ভুলে যাও দিদি ভুলে যাও··শুধু আজ স্মরণ কর· আমি তোমার সেই কংস। যার মুহূর্ত্তের অদর্শন তুমি সইতে পার্ত্তে না,—[অধীর হইয়া] খোল দ্বার দ্বার খোল বসুদেব—সেই ভাই আজ সেই বোনকে দেখতে এসেছে, দ্বার খোল—দ্বার খোল—

বসুদেব ॥—সে ঘুমিয়ে রয়েছে। কতকাল সে ঘুমোয় নি···আজ সে ঘুমিয়েছে—

কংস ॥ তাকে ডাকো—তাকে ডাকো—

বসুদেব ॥ দেবতা তার চোখে হাত বুলিয়ে ঘুম এনে দিয়েছেন। সে ঘুম ভাঙবার সাধ্য আমার নেই—

কংস ॥—[চাপা গলায়] দেবকী—দেবকী—ভগিনী—

বসুদেব ॥ বৃথা চেষ্টা—বৃথা চেষ্টা—

কংস ॥ তুমি দ্বার খোল—দ্বার খোল—

বসুদেব ॥ ঐ নিদ্রিত কারারক্ষীকে ডেকে তোল—

কংস ॥ [আতঙ্কে] না—না—ওরা দেখবে—

বসুদেব ॥ তুমি সম্রাট, চোর নও। দেখলে ক্ষতি?

কংস ॥—সে হবে আমার মৃত্যু। অনুশোচনায়, মর্ম্ম-বেদনায় কংস কাতর ··এ যদি আমার কোন ভৃত্য চোখে দেখে···তখনি—তখনি হবে আমার মৃত্যু। আমি নিজেই দ্বার খুলব—[খুলিবার চেষ্টা, ব্যর্থ

হইয়া] একি ! [পুনরায় চেষ্টা, তাহাতেও ব্যর্থ হইয়া] আমি ভাঙ্‌ব—আমি পাহাড় চূর্ণ করেছি·· আমি—আমি—[ব্যর্থ চেষ্টা—] একি ! একি ! আমারি হাতে গড়া কারাগারে আমি প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব না !

বসুদেব ॥ বুঝে দেখ কংস···এই পাষাণ কারার লৌহ দ্বার···তুমি একে যতদূর পার কঠোর করেছ, কিন্তু কত কঠোর করেছ, আজ বুঝে দেখ—!

কংস ॥ [পুনরায় চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু এবারও ব্যর্থ হইল—] আমি পার্ছি না কেন পার্ছি না—[দেবকীর স্বর শোনা গেল—]

দেবকী ॥ তুমি পার্ব্বে না—

কংস ॥ [মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতে করিতে] আমি পার্ব্ব—পার্ব্ব—

[দেবকীর প্রবেশ—বুকে তাহার যোগমায়া]

দেবকী ॥ [কারা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে] তুমি পার্ব্বে না—। * * * * * * * * কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন—কারাগার আজ পুণ্য-তীর্থ ! কারাগার আজ স্বর্গ ! তাই জগতের এই মহাতীর্থে ভগবানের এই স্বর্গে ·· পাতকী তুমি তোমার প্রবেশ নিষেধ-, সয়তান তুমি বৃথা মাথা খুঁড়ে মরছ ! কিন্তু কেনই বা এত চেষ্টা , আমাকে চাও ? আমি নিজেই বাইরে আসছি— ঐ লৌহ-দ্বার আর আমার পথ-রোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না · আমি আজ—আমি আজ—তাঁর জননী যিনি দুষ্কৃতের দমনের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্ম

সংস্থাপনের জন্য যুগে-যুগে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন—, আমার তপস্যায় এ যুগেও আমারি গর্ভে আজ জন্মগ্রহণ করেছেন—

[বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন, লৌহ-দ্বার সরিয়া গিয়া তাহার পথ করিয়া দিল। কংস অভিভূতের মতো ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইল]

কংস ॥ [দেবকীর ক্রোড়স্থ সন্তান দেখিয়া।]

তবে—সে—ই- [দেবকীর ক্রোড় হইতে সন্তান ছিনাইয়া লইল—]

দেবকী ॥ ও আমার নয়—আমার নয়—

বসুদেব ॥ সাবধান কংস ঐ সন্তান নন্দের-নন্দিনী—বিশ্বের যোগমায়া—

কংস ॥ সন্তানের প্রাণ রক্ষার জন্য সানন্দে মিথ্যাভাষণ করছ... কিন্তু আমি ভুলব না। আমি কংস—

[রুখিয়া গিয়া দেবকীর ক্রোড় হইতে যোগমায়াকে তুলিয়া লইয়া ভূতলে সজোরে নিক্ষেপ -অমনি ঊর্দ্ধে অষ্টভুজা মহামায়া মূর্তির আবির্ভাব]

মহামায়া ॥ তোমারে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে !

কংস । [কাঁপিতে কাঁপিতে] একি ! একি !

দৈববাণী ॥ ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি ।
তদা তদা বতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম ॥

বসুদেব ॥ শোন কংস, শোন। আজ সফল হল আমাদের পূজা, সার্থক হল আমাদের তপস্যা—

কংস ॥ হাঃ হাঃ হাঃ— কেন ?

বসুদেব ॥ আজ ভগবান স্বয়ং স্বর্গ থেকে ধরাতলে নেমে এসেছেন—

কংস ॥ ·,—আসেনি। আর যদি এসেই থাকে, তোমরা তাকে আনতে পারনি, এনেছি আমি—

বসুদেব ॥ তুমি !

কংস ॥ হাঁ, আমি, এই দুর্ব্বৃত্ত···এই নারকী! কত যুগ-যুগ ধরেই তো কত কোটি-কোটি লোক কত পূজা করেছে···কত তপস্যা করেছে ···তাতে তার স্বর্গের আসন একতিলও টলেনি—চোখ বুঁজে পড়ে থেকে সে শুধু পূজাই নিয়েছে···আমি তার এই স্পর্দ্ধা সইতে পারি না···অমি তাই অত্যাচারে-অত্যাচারে তাকে জর্জরিত করে তার স্বর্গ থেকে আমার এই মর্ত্ত্যেই তাকে টেনে এনেছি··· কেন জান ?

বসুদেব ॥ তোমারি মুক্তির জন্য—

কংস ॥ —চুপ—চুপ—। না—না—আমি—আমি তাকে দেখব···শুধু একটিবার দেখব···

বসুদেব ॥ ···হাঁ, দেখবে।···দেখবে তিনি শুধু আমাদের মুক্তির জন্য আসেননি।···হে দুর্ব্বৃত্ত···হে নারকী, তিনি এসেছেন···আমাদের মুক্ত করতে, সেই সঙ্গে তোমাকেও—!

—যবনিকা

মনোমোহন থিয়েটার

—কারাগার—

প্রথম রজনী—২৪শে ডিসেম্বর, বুধবার—রাত্রি ৭ ঘটিকা, ১৯৩০।

অধ্যক্ষ —	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
সহঃ অধ্যক্ষ	” নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
নৃত্য-শিক্ষক	” ব্রজবল্লভ পাল
স্মারক	” পাঁচকড়ি সান্যাল
	” আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
রঙ্গ-পীঠাধ্যক্ষ	” নারায়ণচন্দ্র ভা
ঐ সহকারী	” বৈদ্যনাথ দাস
আলোক শিল্পী	” বিভূতিভূষণ রায়
	” সুধীরচন্দ্র সুর
হারমোনিয়াম বাদক	” চারুচন্দ্র সুর
সঙ্গতি	” বনবিহারী পান
সজ্জাকর	” নৃপেন্দ্রনাথ রায়
	” বিভূতিভূষণ দে

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

উগ্রসেন—	শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
কংস—	” নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
নরক—	” মণীন্দ্রনাথ ঘোষ

বিদূরথ— শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস

কঙ্কণ — " ভূমেন্ রায় (এমেচার)

বসুদেব— " সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

কীর্ত্তিমান— শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী

রঞ্জন— " মতিবালা

যাদবগণ — শ্রীযুক্ত পশুপতি সামন্ত, লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
কালা গুপ্ত ইত্যাদি -

পূজার্থীগণ— " ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র বিশ্বাস,
হরিদাস ঘোষ, কালীচরণ গোস্বামী,
ইত্যাদি

দানবগণ - " নিরাপদ শীল, সুশীল মুখার্জ্জী, হারাধন ধাড়া,
টুনীলাল মুখার্জ্জী

দেবকী— শ্রীমতী সুশীলাবালা

কঙ্কা— " সরযূবালা

চন্দনা— " নীহারবালা

অঞ্জনা— " হরিমতী (ব্ল্যাকী)

যোগমায়া— " রাধারাণী

মদিরা— " শেফালিকা (পুতুল)

নর্ত্তকীগণ— " আশালতা, নিরুপমা, অন্নদাময়ী, গিরিবালা,
কমলা, রাধারাণী, নির্ম্মলা, সরসীবালা,
স্নেহলতা, উমাসুন্দরী, আঙ্গুরবালা,
নন্দরাণী রুচি, ইত্যাদি—

বাঙলার নাট্যসাহিত্যে নবযুগ !

বাঙলার নাটকাভিনয়ে নবযুগ !!

যুক্ত মন্মথ রায় এম্-এ

বাঙলার নাট্যসাহিত্যে যে নবযুগ নবরস নবছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, নাট্যরসরসিক কলাবিদ দর্শক তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এই নবযুগের নব-নাট্যগ্রন্থের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের জন্য নিম্ন কয়েকটি মাত্র প্রসিদ্ধ অভিমত প্রকাশিত হইল।

আমরা কিছুই বলিব না, অপরে

কি বলিতেছেন তাহাই দেখুন

মন্মথ রায় এম্-এ প্রণীত

নাট্য গ্রন্থাবলী

[একদৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

মূল্য—ছয় আনা

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-এট-লঃ—"মুক্তির ডাক আমার খুব ভালো লেগেছে···এখানি যথার্থই একখানি drama ! বাঙলা সাহিত্যে ও-জিনিষ একান্ত দুর্লভ।···মুক্তির ডাকের অভিনয় আমি মানসচক্ষে দেখেছি, এবং তাই দেখেই বলছি যে "মুক্তির ডাক" একখানি যথার্থ drama. বাঙলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বল্লেই হয়। আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন! ইতি—১৩।৭।২৪

সুপ্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি এল্‌ঃ—"মুক্তির ডাক বাঙলার নাট্য-সাহিত্যে একটা নূতন পথ ধরিয়াছে তাহা সবাই স্বীকার করিবে। অত ছোট একাঙ্ক একখানা নাটকের ভিতর ঘটনা ও বাক্যের সমাবেশ দ্বারা তুমি চরিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছ যে, ইহাতে অনেক পাকা পুরাতন সাহিত্যিক রীতিমত হিংসা করিতে পারেন। গল্প গাঁথিবার ক্ষমতা তুমি ভালো রূপেই দেখাইয়াছ।"

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক সাহিত্যিক রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরঃ- 'আপনার এই প্রথম উদ্যম সফল হইয়াছে।···আপনার গ্রন্থরচনা সার্থক হইয়াছে।"

"প্রবর্ত্তক"—১৩৩১, আষাঢ়ঃ—"মুক্তির ডাক নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।—পড়িতে পড়িতে মেটারলিঙ্কের 'মনাভনা'র কথা মনে পড়িয়া যায়। নাটকখানি ঠিক সেইরূপই। নাটকখানিতে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।"

চাঁদসদাগর

[পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত প্রথমে মনোমোহন এবং ষ্টার থিয়েটারে বৎসরাধিক কাল অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১৲ মাত্র]

"নাচঘর"—৬ই আশ্বিন, ১৩৩৪…"নাটকখানি শুধু "মনোমোহনে'ই নতুন নয়, নাট্যসাহিত্যেও নতুন। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলাদেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কু-নাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।"

"কল্লোল"—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪—"বাঙলার নাট্যসাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্য।…নাট্যসাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কাছে আশা করা যেতে পারে। তাঁর কলমের কাজ শুধু সূক্ষ্ম নয়, জোরালো ও রঙদার।…নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়!"

"আত্মশক্তি"—৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৪—"নাটকখানি আমাদের ভালো লেগেছে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়। আর আমাদের মুগ্ধ করেছে তাঁর সৃষ্ট বেহুলার চারু চিত্রটি। পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দ্যনীয়।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা"—২৬।৯।২৭—"কি ভাষার দিক দিয়া কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের বহু পরিচয় তিনি দিয়াছেন।…বাঙলার প্রাণের বেদনা করুণা ও অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই "চাঁদসদাগর" শত শত দর্শককে পরিতৃপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।"

"ভারতবর্ষ"—পৌষ, ১৩৩৪—"শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় গতানুগতিক ভাবে এই দৃশ্যকাব্য লেখেন নাই ; তাঁহার একটা নিজস্ব ছন্দ-ভঙ্গী আছে। তিনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এমন সুন্দরভাবে অগ্রসর করিয়াছেন যে, পাঠক ও দর্শক মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না।... "চাঁদসদাগর" বাঙলা দৃশ্য-কাব্য ক্ষেত্রে একদা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। রঙ্গমঞ্চে এই "চাঁদসদাগরে"র অভিনয়ও যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছে।"

"**The Bengalee**" in its issue of October 18th, 1917: "Once in a while a play is produced which Theatre-goers love to witness over and over again, which leaves the beaten track and carves out a path of its own, which is hailed as something out of the ordinary,—such a play is undoubtedly Mr. Manmatha Ray's "CHANDSADAGAR."

দেবাসুর

[এক দৃশ্যের এক একটি অঙ্কে সম্পূর্ণ পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য—১৲ মাত্র।]

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল ঃ—
"ঋগ্বেদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি খণ্ড হইতে একটা গোটা চিত্র তুমি গাঁথিতে চেষ্টা করিয়াছ—…Flora Anine Steelএর এই রকম চিত্রের পাশে ধরিলে তোমার নাটকের এ বিষয়ে কৃতিত্ব কতকটা অনুভব করা যায়। তোমার বইখানি একটা উচ্চ স্তরের আর্টের অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা"—১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫—
"ইতিপূর্ব্বেই "চাঁদসদাগর" লিখিয়া মন্মথবাবু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; "দেবাসুর" তাঁহার সেই যশ বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই…পরাধীন ভারতের মর্ম্মকথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। নাট্যকলা হিসাবেও গ্রন্থখানি অনবদ্য হইয়াছে। বিশেষভাবে আত্মত্যাগী দধীচির চরিত্র অতি মহান্ হইয়াছে।…এই নাটকখানি বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"আত্মশক্তি"র তৃতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যার নাটনিবন্ধে "দেবাসুর" প্রবন্ধে :—তাঁর নাটক উচ্চ স্তরের হয়ে উঠেছে, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। পৃথিবীর অধিকার নিয়ে দুই জাতির এই যে সংঘর্ষ, সামান্য নাটকের সীমার মধ্যে তার এই উপযুক্ত প্রকাশ কম শক্তির পরিচয় নয়। তাই দেব ও অসুর এই দুই জাতির দ্বন্দ্ব তাঁর নাটকে শুধু বৈদিক কালের একটি কাহিনী হিসাবেই আমাদের মনোহরণ করে না……" ইত্যাদি।

"ভারতবর্ষ"—শ্রাবণ, ১৩৩৫—"আমরা নাট্যকারের 'বলাসুর' ও 'বৃত্রাসুরে'র চরিত্র চিত্রণ দেখিয়া সত্যসত্যই মুগ্ধ হইয়াছি ; এই দুইটী চিত্র অঙ্কনে নাট্যকার যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সত্যসত্যই বিশেষ উপভোগ্য। আরও একটি জিনিষ এই নাটকের সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রবল দেশানুরাগ। বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীর নাটকের উপযোগিতা যে কত অধিক তাহা আর বলিতে হইবে না। এক কথায় বলিতে গেলে এই নাটকখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে।"

"Forward" in its 'Review of Books' dated July 24th, 1928. Dak ;—"Judged from his one-act dramas, Mr. Manmatha Ray, M.A. is an artist who is much ahead of his times....'DEVASUR', his latest work is a fine production, new in technic, novel in conception. The constructive imagination is at once great, and herein there is 'USHA' the soul of an imprisoned mother crying in agony of the burden of her iron chains, and dancing still, to stir you to action to break into pieces the chains of slavery under which you labour...... Considered from every point of view, style, technique, conception and execution, "DEVASUR" is an outstanding production.

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম ঃ—
"এক বুক কান্না ভেঙে পথ চ'লে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দুচোখ পুরে পান করেছি আপনার

লেখায়;—আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভালো ক'রে প্রকাশ কবার শক্তি আমার নেই ব'লে লজ্জা অনুভব করছি। সূর্য্যকে অভিবাদন করতে পারি—কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই। বিশেষ করে "আপনার "সেমিরেমিস্‌" পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা ব'লে উঠ্‌তে পার্চ্ছিনে। যতবার পড়ি ততবারই নতুন মনে হয়। এত বড় সৃষ্টি!···আমায় আর কারুর কোন লেখা এত বিচলিত করে নি।"

কল্লোল—(পৌষ, ১৩৩৫):—"নাটক প্লাবিত বঙ্গদেশে মাঝে মাঝে যে দুই একখানি নাটক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কলারসিকের মনোহরণ করে, "দেবাসুর" তাহারই একখানি। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, সুললিত ভাষা গৌরব, অপূর্ব্ব চরিত্রচিত্রণ নাটকখানিকে অপরূপ রূপ দান করিয়াছে। শৃঙ্খলিতা নির্য্যাতিতা দেশজননীর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা কোনও খানে নাটককে ক্ষুণ্ণ না করিয়া জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বৃত্রাসুর বলাসুর শচী এবং দধীচি চরিত্র চতুষ্টয় দর্শক ও পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিবে। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাটক লেখার নিজস্ব মনোমদ ভঙ্গী এই নাটকে বর্ত্তমান। নাটকখানি মাত্র পাঁচটী দৃশ্যে পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত।"

শ্রীবৎস

—প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে—

নবশক্তি—(৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬) "আমাদের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার উপাদান আছে প্রচুর। মন্মথবাবু এই

প্রাচুর্য্যের সন্ধান রাখেন। তাই তাঁর কলম থেকে উপরো-উপরি এমনিধারা কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটক রূপ পেয়েছে। "শ্রীবৎস" তাঁর এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। নাটকখানির প্রধান গুণ হচ্চে তার আড়ম্বরহীনতা। শনির কোপে শ্রীবৎসরাজাকে উপর্য্যুপরি যে লাঞ্ছনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল তারই মূল সূত্রগুলিকে সাজিয়ে মন্মথবাবু অতি নিপুণভাবে এই পুরাতন উপাখ্যানটিকেও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস তিনি কোথাও প্রকাশ করেননি এবং ঘটনা সংস্থাপনের গুণে নাটকটি কোথাও দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। এমনিধারা নাটকের অভিনয় করেই রঙ্গমঞ্চ তার লোকশিক্ষক নাম সার্থক করে।···শ্রীবৎসের অভিব্যক্তি ···অহীন্দ্রবাবুর নাট্যপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শেষ যবনিকাপাত পর্য্যন্ত তা যেমন Pathetic তেমনি হৃদয়গ্রাহী। কোন একটি ভূমিকার অভিনয় দেখে আমরা বহুদিন এ রকম আনন্দ পাইনি তা মুক্তকণ্ঠে এখানে স্বীকার করচি।···ইত্যাদি——চন্দ্রশেখর।

সাপ্তাহিক—(১৪।৬।২৯):—শ্রীবৎস চিন্তার সেই বহুবিশ্রুত কাহিনী। "ফোঁটা ফুলের টাটকা মধু।"···দৃশ্যের পর দৃশ্যে ঘটনাস্রোত এমনি সংযত ও সংহত ভাবে আসিতে থাকে যে, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ, ঘৃণা বিস্ময় ও আনন্দে তন্ময় হইয়া রহিতে হয়, কোথাও অতৃপ্তি থাকিয়া যায় না।

শ্রীবৎস সম্বন্ধে

Amrita Bazar Patrika, dated July 2nd, 1929, Dak Edition. "If Sj. Ray has already made his mark as a

dramatist, he has won fresh laurels in his new presentation. It is a very difficult task to produce a mythological drama before a modern audience, and this makes the success of Sj. Ray all the more creditable. Without departing from the thread of original mythology, he has introduced characters and innovations that have added greatly to the dramatic effect of the book...the book is sure to catch the imagination of an appreciative audience.

এতদ্ব্যতীত "বঙ্গবাণী", "অমৃতবাজার পত্রিকা", "ভোটরঙ্গ" প্রভৃতির বহু প্রশংসা স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

মহুয়া

প্রথম রজনীর অভিনয় সম্বন্ধে—

"নাচঘর।" [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]

—"শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় মহুয়া-নদেরচাঁদের বিচিত্র প্রেম-লীলাকে লীলায়িত করে তুলেচেন তাঁর নবগঠিত নাটকখানিতে। পাঁচটিমাত্র দৃশ্যের মধ্যে আবদ্ধ রেখে তিনি প্রেমগীতিকায় যে অন্তরা গেয়েছেন, নিজের প্রেয়সী কল্পনাকে গীতিকথার রচনার সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়ে নাট্যরসের যে গৈরিক প্রস্রবণকে মথিত করে তুলেছেন, তার অমৃতধারা নাট্যরসিকের চিত্তকে অনন্যপূর্ব্ব সুধাস্বাদে ভরপুর করে দেবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসঙ্কোচ করতে পারা যায়।"

[২৬শে পৌষ, ১৩৫৬]

এই নাটক খানিকে আধুনিক নাট্য সাহিত্যের অন্যতম রত্ন বল্‌তেও আমাদের আপত্তি নেই। মন্মথবাবুর লেখনী অক্ষয় হোক।

"নবশক্তি।" [১ম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা]

"...শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এই চিরন্তন প্রেমের গাথাকে নাটকের মধ্যে যে-ভাবে রূপ দিয়েছেন, তাতে তাঁর আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার যথেষ্ট কারণ আছে।...মন্মথবাবুর নাটকে এই গাথার গৌরবও যেমন রক্ষিত হয়েছে তেমনি নাটকীয় আবেষ্টনের মধ্যে মহুয়ার রোমান্স অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।...মন্মথবাবুর "মহুয়" হয়েছে একখানি অভিনব রোমান্টিক নাটক। নাট্যকার নায়োক্ত চরিত্রদের প্রত্যেককেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেশ একটি পরিপূর্ণ রূপ দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে পালা গানের মহুয়া নাটকের মধ্যে এমন অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে যে তাকে ওদেশের জগৎপ্রসিদ্ধ কারমেনের সঙ্গে তুলনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না। এছাড়া পালাগানের কাহিনীকে পরিবর্ত্তিত ও পল্লবিত করে নাট্যকার যে ভাবে তাকে নাটকের উপযোগী করে নিয়েছেন নাটকত্বের দিক থেকে তাও সবিশেষ প্রশংসার্হ। মন্মথবাবুর ভাষায় কাব্যত্বের উচ্ছ্বাস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রোমান্টিক নাটকে এই কবিত্বপূর্ণ ভাষা বেশ খাপ খেয়েছে।..."মহুয়া" একাধারে দর্শকদের মন ও থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের পকেট ভরিয়ে দেবে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা।

"দেশমিত্র"...[ষষ্ঠ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা]

আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি এরূপ উপভোগ্য নাটক বাঙলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে কমই দেখিয়াছি।...তরুণ নাট্যকার সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুত মন্মথ রায় এম-এ, মহুয়ার নাট্যরূপ দিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না—ইতঃপূর্ব্বেই আমরা

"চাঁদ-সদাগর" ও "শ্রীবৎসে" তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি। আমরা তাঁহার এই নব উদ্যমেও মুগ্ধ হইয়াছি।…"মহুয়া" মনোমোহনের বিজয় বৈজয়ন্তী হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"

"বঙ্গবাণী"…[১ম খণ্ড, ২১১ সংখ্যা]

মন্মথবাবুর নামের সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীই আজ পরিচিত। চাঁদসদাগর, দেবাসুর, শ্রীবৎস প্রভৃতিতে তাঁর যে নাট্যপ্রতিভার বিকাশ দেখেছি—তার পরিণতি দেখলুম আমরা এই "মহুয়া" নাটকে। এর লিখবার ধরণ—ভাষার কৃতিত্ব—বলবার ভঙ্গী চমৎকার। মন্মথবাবুর সব চাইতে বিশেষত্ব এই যে, তাঁর নায়ক-নায়িকারা মামুলী থিয়েটারি ঢং-এ কথা কয় না। সহজ মানুষের সহজ জীবন তারা প্রতিফলিত করে তোলে।…নাটকখানিতে পড়বার, ভাববার, দেখবার, অনেক জিনিষ আছে।

"আনন্দবাজার পত্রিকা।" [নবপর্য্যায় ৮ম বর্ষ ২৪৩ সংখ্যা] …এই নূতন নাটক নাট্যসাহিত্যে তাঁহার যশ আরও বৃদ্ধি করিবে …খাঁটী বাঙলার এই "মহুয়া" আখ্যানটি অবলম্বনে নাটক রচনা করিয়া মন্মথবাবু রসজ্ঞান ও নাট্যপ্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মন্মথবাবুর আরও কৃতিত্বের পরিচয় এই যে তিনি নাটকখানি আধুনিক নাট্যকলা সম্মত প্রণালীতে রচনা করিয়াছেন।" অভিনয় দেখিয়াই প্রত্যেক পত্রিকাই এইরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে মহুয়ার প্রশংসা করিয়াছিল।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কথা-সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীর লেখা সম্বন্ধে

অভিমত

জলধর সেন = তাঁর প্রতিভাই তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করে দেবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

কালিদাস রায় = শ্রীমান্ অখিলের তুলি ও লেখনি দুই-ই সমান তালে চলে। শিশু-সাহিত্য রচনায় তাহার অপূর্ব্ব দক্ষতা। শিশু-রঞ্জনের যাহা কিছু প্রয়োজন অখিলের মন-ভাণ্ডারে তাহার কোনোটারই অভাব নাই।

নরেন্দ্র দেব = অখিল নিয়োগী আমাদের শিশু-সাহিত্যের শক্তিশালী শিল্পী। বাংলা-সাহিত্যের এ বিভাগে তাঁর দান অসাধারণ।

মন্মথ রায় = শিশু সাহিত্যের সহিত এনার যেটুকু পরিচয় ছিল, তাহাতে শুধু এই মনে হইত যে আমি যদি শিশু হইতাম তবে ভাবিতাম ঐ নিয়োগী যদি আমার বড় ভাই হইত....!

মণীন্দ্রলাল বসু = আপনার বইগুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক। বইগুলি টেবিলের ওপর ছিল। একদিন দেখি তাই নিয়ে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের হুটপাটি লেগে গেছে। সবাই টানাটানি করে পড়ছে।

বাঙলার কথা = শিশু সাহিত্য রচনায় অখিল বাবুর হাত বেশ পাকা। ছেলেদের মনে পৌঁছিবার পথ তিনি ভাল করিয়াই জানেন।

মৌচাক = মায়ের মুখে শোনা রূপকথার মতোই মিষ্টি!

মাতৃ-মন্দির = শিশু-সাহিত্য রচনায় লেখক নিপুণ।

"Forward." = The author is well-known to the public for his several productions and has already made himself popular as a writer of Children's literature.